চীনের সিন্দূর।

সামাজিক নাটক।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

৫২ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

ইউনাইটেড প্রেস।

২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগোপালচন্দ্র পাইন দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩৬ সাল।

 [মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রূপাগাঁর জমীদার।
নগরবংশী কুড়ি ··· সোণাগাঁর দালাল।
নীরদবংশী কুড়ি···নগরবংশীর পুত্র। বর
কৃষ্ণ ··· নীরদের বাল্যবন্ধু।
বীরভূষণ পান্না ··· রূপাগাঁর দালাল।
কুড়িরাম শিয়াল বীরভূষণের শ্যালক।
রাম ··· বীরভূষণের ভৃত্য।
নারায়ণদাস
সোণা ··· ঘটক।
চরণদাস সোণা ···নারায়ণের পুত্র।
গবা ··· নারায়ণের ভৃত্য।
বুড় গবা ··· গবার পিতা।
রামকানাই
পোদ্দার ··· পত্রিকা সম্পাদক।
চড়ক চন্দ্র
সূত্রধর ··· সভাপতি
কাণাকড়ি ··· কেরাণী
সহায় সরকার সোণাগাঁর সদাগর।
সাগর } ·সহায়ের বন্ধু, ডাকলদ্বয়।

চারু }
সাতকড়ি } নগরবংশীর প্রতিবেশীগণ।
শঙ্কর রজক।
পতিতপাবন
সুরুই ··· শঙ্করের শ্বশুর।
বৈরাগী, স্কুলের ছাত্রগণ, পথিক,
রেলের কুলিসর্দ্দার, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

মেনকা ··· নগরবংশীর পত্নী।
নীরদের বিমাতা।
কালিন্দী ··· বীরভূষণের পত্নী।
ডালিম দানা··· কালিন্দীর কন্যা। কনে
পদ্ম ··· ঘটকী।
মুক্ত ···রজকিনী, শঙ্করের মাতা
চাঁপা ··· মেনকার পরিচারিকা।
পরিচারিকা, স্কুলের ছাত্রীগণ প্রভৃতি।

স্থান।

সোণা গাঁ (সহর)। রূপা গাঁ (পল্লিগ্রাম)
মাঝে নদী।

গ্রন্থ পরিচয়।

গ্রন্থ পরিচয়ের পূর্ব্বে গ্রন্থকারের পরিচয় সকলে জানিতে চাহেন। কাযেই আমার পরিচয় কিছু আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমি বয়সে প্রবীণ বটে, বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বহুদিন ধরিয়া ঘুরিয়াছিও বটে কিন্তু গ্রন্থকার হিসাবে বিশেষতঃ নাটককার হিসাবে এই হাতে খড়ি। ইহা শুনিয়া যদি পাঠক বলেন "তবে এ কাযে হাত দিলেন কেন" তাহার উত্তর এই হইতেছে যে ইহা আমার জাত ব্যবসা। বঙ্গদেশের স্বায়ত্বশাসনের হিসাব দেখিতে গিয়ে বঙ্গ সমাজের শাসন ব্যবস্থা যাহা দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পত্রস্থ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই সামাজিক নাটকের প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ১৩১২ বঙ্গাব্দে আমার বাঙ্গলা ব্যাকরণ পরিচয় প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের ভাষাগত মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছু কিছু দুই একটা বিষয়ের আলোচনা কখন কখন বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ব্যাকরণের সম্পূর্ণ আলোচনায় আজ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেখি নাই। নাটক সম্বন্ধে বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে অনেকই অভিনয় দেখিয়াছি; কিন্তু পারিবারিক চিত্র ব্যতীত সামাজিক চিত্র দেখিবার আশা মিটিল না। এই আশা কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিবার ইচ্ছায় চীনের সিন্দূর প্রকাশিত করিলাম।

এখন কিছু গ্রন্থের পরিচয় দিতেছি। গ্রন্থের স্থান নগর পাড়াগাঁর সমাবেশ। ঠিক যেমন হুগলী, সোণা গাঁ, মাঝে গঙ্গা, পরপারে নৈহাটী, রূপা গাঁ, রেলে মিলে টাকার আমদানী হয়। নগরের লোক

একটু ভূতের ভয় করে, তাই নগরবংশী, আমাদের নায়ক, সোণাগাঁর বড় গাছপালার দিকে বড় চাইত না; রাত বিরাত বড় কোথাও যাইত না; কপর্দ্দক শূন্য সৌখীন লোক। পাড়াগাঁর লোক, বীরভূষণ কাহাকেও ভয় করে না; জমীদারকেও গ্রাহ্য নাই; একটুতেই প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয় আবার এক কথায় শান্ত শিশু হয়; বিপুল অর্থশালী হইয়া নগরবাসী লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী। নাটকের নায়িকা, মেনকা, রূপে স্বর্গের অপ্সরী, গুণও অনেক, তবে কুটুম্বের বাড়ীর তত্ত্ব চায়। বীরভূষণের স্ত্রী, কালিন্দী, পাড়াগাঁয়ের কালোকোলো গৃহিণী, খোলাপ্রাণ, সকল কায নিয়ে দেখিয়া শুনিয়া করে, এক মাত্র কন্যা হইলেও তাহার স্কুলের নাচ, গান, পর্য্যন্ত খবর রাখে, হাস্য পরিহাসে সহরের মেয়ের কাছে হটে না। পাড়াগাঁয়ের ঘটক নারায়ণ, বিবাহের ব্যাপারের চেয়ে জমি জরাত খতই বেশী বুঝিত, কিন্তু তাহার পুত্রের (চরণের) বায়োস্কোপ দেখিয়া তাহারও সাহেবী ঢং আসিয়া পড়িল। পদ্ম, ঘটকী, তাহার মেমসাহেব হইল। নিজেদের স্বভাব দোষে ঘটকালিতে জাত বিচার অগ্রাহ্য করিত; সহরে গিয়া নগরবংশীর শিক্ষিত পুত্রের সাহায্য লইয়া তাহাদের বাটীতে এক সভা আহ্বান করিয়া বিবাহ-ডাক নামে এক কাগজ মুখপত্র করিয়া এক বেঙ্গল চেম্বার অফ ম্যারেজ-স্থাপন করিয়া শেষে এই পিশাচের মরণ গঙ্গায় হইল। রামকানাই পোদ্দার, বাঙ্গলার সনাতন প্রথার পক্ষপাতী, বিবাহ-ডাক পত্রিকার সম্পাদক হইয়া বিবাহে পুত্র কন্যার জন্ম তিথির প্রভাব স্থির করিবার ব্যবস্থা বজায় রাখিল। চড়ক সূত্রধর, সভাপতি চুপ। কাণাকড়ি, কেরাণী, পয়সার অভাবে ধোবার দোকান করিল; ধোবাণীর নাম

দিয়া কাবুলীর কাছে টাকা ধার করিল; কিন্তু আপীসের কাযের কোন খোঁজ রাখে না ও টাকা ভাঙ্গে না। সহায় সরকার, সদাগর, বাড়ী বাঁধা দিয়ে ধার করিতে যেমন তৎপর, আবার বিয়ের জন্য নদীর উপর পোল তৈয়ারী করিতে তেমনি অগ্রসর। সাগর ও মধু, উকিলদ্বয়, বন্ধুত্বের বড় একটা ধার ধারে না, যাক্ শত্রু পরে পরে ভাব; সব কাযেই সুপণ্ডিত। চারু ও সাতকড়ি ভাল প্রতিবেশী। নীরদবংশী সহরের শিক্ষিত যুবক গরু চরাবার উপযুক্ত, ভূমিশূন্য হইলেও চাষ বাস ভাল বোঝে। চরণ, পাড়াগাঁয়ের টন্‌টনে ছেলে; সহরে গিয়ে হোটেলে খায়, বায়োস্কোপ খুলে পয়সা রোজগার করে। গবা, চাকর, মনিব বেছে চাকরী করে, নিজের গণ্ডা বেশ বোঝে, সব কাযে পটু। বুড়গবা, বোকা, পয়সা দিয়ে চোর। স্কুলের ছাত্রগণ বরং চোখ্‌রাঙ্গানীর ভয় করে ত স্কুলের ছাত্রীরা কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। কুড়িরাম ভগ্নীপতি চিনিয়াছে; বৈরাগী সংসার চিনিয়াছে। শঙ্কর ধোবার বুদ্ধির পরিচয়। জমিদার বিচারে পটু।

কলিকাতা।
আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল।

গ্রন্থকার।

চীনের সিন্দূর।

০○০——

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সোনা গাঁ—এক পথ।

(সহায়, সাগর ও মধুর প্রবেশ)

সহায়।—কে জানে কেন আজ মনটা খারাপ হয়েছে। কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

সাগর।—চলুন বায়স্কোপে যাই। আজ সেই জাহাজ ডুবির ছবি আছে। সমুদ্রের দৃশ্য অতি চমৎকার।

মধু।—ও ছবি দেখ্‌লে আরও মন খারাপ হয়ে যাবে। সরকার মহাশয়ের এক জাহাজ চীনের সিন্দূর সিঙ্গাপুর থেকে আস্‌চে। জাহাজ এখনও জলে ভাস্‌চে। এ অবস্থায় জাহাজ ডুবির ছবি দেখ্‌লে কি আর রাত্রে ঘুম হবে?

সাগর।—মধুবাবু দেখ্‌ছি এখনও বায়স্কোপের মর্ম্ম বোঝেন নি। বায়স্কোপে যা দেখ্‌বেন কাযে তার উল্টো হবে। বায়স্কোপের জাহাজ কি জলে ডোবে? বায়স্কোপে

জাহাজ শুকনো ডাঙ্গায় ডোবে। তাহালেই জাহাজের ও চীনের সিন্দূর সরকার মহাশয়ের গুদামে উঠে যাবে।

মধু।—ঘরপোড়া গরু সিঁদূরে মেঘ দেখ্‌লে ডরায়। আমার যদি অমনং করে চীনের সিন্দূর জলে ভাস্‌ত তাহালে আপনারা বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, আমার চোখে বালি পড়ে জল বেরুলে আগে এক থাবা ছাতু চোখে দিয়ে চোখের জল বন্ধ করে তারপর চোখের বালি বার কর্ত্তুম। আমি ঠিক জানি. সরকার মহাশয়ের ব্যথা কোথায়।

সহায়।—(হাসিয়া) না, না। সে জাহাজের জন্য আমার ভাবনা নাই। আমার কি শুধু ঐ মালেতেই চলে। না এই বছরের মালের উপরই আমার সমস্ত সম্পত্তি নির্ভর কচ্ছে। আমার ঐ জাহাজের জন্য ভাবনা নাই।

সাগর।—মধুবাবুর চোখ এখনও সাফ হয় নি। সরকার মহাশয় পাঁশ ঢাকা আগুন। ভিতর খুব গরম। আসল মেওয়া।

(নগর বংশীর প্রবেশ)

সাগর ও মধু।—নমস্কার, আমরা তবে চলি।

সহায়।—মধুবাবুর মধুরতা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আপনাদের কাজ পড়বে তাই বুঝি সুযোগ পেয়ে বিদায় নিলেন।

মধু।—নমস্কার মহাশয়গণ।

নগর বংশী।—নমস্কার মহাশয়েরা। আমরা আবার কবে হাস্‌ব? বলুন, কবে? আপনাদের ত আর দেখা পাওয়া যায় না।

সাগর।—আমরা আপনার অবসর মত সাক্ষাৎ করিব।

[সাগর ও মধুর প্রস্থান।

সহায়।—কিছু নূতন খবর আছে নাকি?

নগর বংশী।—মধুবাবু লোকটি ভাল।

সহায়।—মধুর কথা থাক্। আপনার ছেলের বিবাহ কোথায় স্থির হল? এ সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত খবর আজ আপনার পাবার কথা ছিল।

নগর বংশী।—আপনার অজানিত নাই, সহায় বাবু, আমি চাল বজায় রাখ্‌বার জন্য কতদূর দেনদার হয়ে পড়েছি। এখন আমি চাল কিছুতেই কমাইতে পারিতেছি না। আমার এখন প্রধান চিন্তা হচ্ছে, কি ভাবে এই দেনা হ'তে সমানে মুক্ত হ'তে পারি। আপনার কাছে, সহায় বাবু, আমি টাকায় ও স্নেহে বিশেষ ঋণী। অতএব আপনার নিকট আমার মতলব অকপটে প্রকাশ করি।

সহায়।—বলুন, বলুন। আপনার কথা শুন্‌তে আমার বড্ড ইচ্ছে হয়। এটা আপনাকে আমি ভরসা দিতেছি যে যাহাতে আপনি দাঁড়াতে পারেন তার জন্য আমার যথাসাধ্য আমি করিব।

নগর বংশী।—আমার একটা ছোটবেলার অভ্যাস ছিল এই যে একটা মার্ব্বেল হারালে আর একটা সেই দিকে গড়িয়ে দিতুম। তাই করে প্রায়ই দুটোই পাওয়া যেত। আমি এই ছেলেবেলার কথা বল্‌লুম কারণ একটা ছেলে-মানুষী কথা বল্‌ব। আমাকে যাহা ধার দিয়েছেন সে সব ত গেছেই, এখন যদি আপনি ঐ দিকে আর কিছু ফেলেন, আমার বেশ মনে হচ্চে যে আগের টাকা শুদ্ধ্‌ আদায় হয়ে আস্‌বে।

সহায়।—আপনি ত আমার স্বভাব জানেন। অত আড়ম্বর কর্ব্বার দরকার কি? আমি যখন যথাসাধ্য কর্ব্ব বলে কথা দিলুম, তার উপর সন্দেহ করে আমার টাকার চেয়েও বেশি ক্ষতি কচ্চেন। এখন কথাটা খুলে বলুন দিকি শুনি?

নগর বংশী।—রূপগাঁতে বীরভূষণ পান্না বলে একজন ধনী আছেন। তাঁর একটীমাত্র পরমাসুন্দরী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। সেই কন্যার সহিত আমার পুত্র নীরদের সম্বন্ধ হচ্ছে। তাঁরা মেয়েকে পাঁচ হাজার টাকার গহনা দেবেন। খাট, বিছানা, বরকে হাল ফ্যাসানের কবচি ঘড়ি, সোনার ঘড়ি ও সোনার ব্যাণ্ড, হীরের আংটী, রূপার বাসনের সুট, সোনার দোয়াত কলম—

সহায়।—আপনাকে কত দিতে হবে।

নগর বংশী।—আমাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা কনের বাপকে দিতে হবে। তাতেই মুস্কিলে পড়ে গেছি।

সহায়।—মুস্কিল আর কি ?

নগর বংশী।—মুস্কিল এই যে বরকে টাকা দিতে হবে কিন্তু হাতে এক কাণা কড়ি নাই যে গাড়ি ভাড়া দিব।

সহায়।—আপনি ত জানেন যে আমার সমস্ত টাকা সাগর জলে ভাস্‌চে; আমার টাকাও নাই; ঘরে এমন মজুত মাল নাই যে আজই টাকা তুলতে পারি; অতএব দেখতে পারেন যে সোনাগাঁতে কেহ আমার নামে টাকা ধার দিতে পারে কি, না। আপনিও সন্ধান করুন, আমিও করি, দেখি কোথায় টাকা আছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রূপাগাঁ—কালিন্দীর কক্ষ।

(কালিন্দী ও পদ্ম আসীনা)

কালিন্দী।—পদ্ম, তুই আজ এসেছিস বলে আমি একটু কথা কয়ে বাঁচলুম। সংসারে যেন কিছুই ভাল লাগছেল না।

পদ্ম।—হ্যাঁ মা, ঐরূপই আপনার হত যদি আপনার দুঃখের বোঝা সুখের মত ভারি হত। আর, আমি দেখিছি,

যারা অতিভোজন করে তাদের যেমন অসুখ করে, তেমনি যারা অনাহারে থাকে তাদেরও অসুখ আছে কিছু না খেয়ে; এ বড় কম সুখের কথা নয় এই দু'য়ের মাঝখানে থাকা। বেশী টাকায় শীঘ্রই চুলে পাক ধরে; কিন্তু যোগ্যতাই বেশী দিন টেকে।

কালিন্দী।—কথাগুলি ভাল, বলেচিস্‌ও বেশ।

পদ্ম।—যদি ঐ কথা মত কাজ করা হয়, তাহালে আরও ভাল হয়।

কালিন্দী।—যা ভাল তা করা যদি তত সহজ হ'ত যত তা জানা, তাহালে কুঁড়ে ঘর দালান হ'য়ে যেত। সেইই ভাল গুরু যিনি নিজের উপদেশ মত কার্য্য করেন; আমি কুড়ি জনকে সহজে শেখাতে পারি যে কি করা ভাল, কিন্তু সেই কুড়িজনের মধ্যে একজন হ'য়ে আমার নিজ কথা মত কাজ আমি তত সহজে কর্ত্তে পারি না। পাকা মাথায় নিয়ম করে যৌবন-স্বভাবের বেগ সংবরণ করিবার জন্য। কিন্তু নারীর তরল চিত্ত পুরুষের কঠিন নিয়ম ছাপাইয়া পড়ে; তাই মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবনা হয়েছে। এখনকার নিয়মে মেয়ে বিয়ে কত্তে যায়।

পদ্ম।—এখনকার নিয়মটা ভাল হয়েচে। এ নিয়মে আর মেয়ে বদলে দেবার উপায় নেই।

কালিন্দী।—তবে মেয়ে বদলে যাবার উপায় আছে, কারণ কনে বিবাহ বাটীতে উপস্থিত হ'লে তাহাকে আর

ফিরিয়ে দিতে পার্ব্বে না। আচ্ছা আমার হাবুরাণীর জন্য কি রকম সম্বন্ধ আছে বল্ দেখি, শুনি। তা বুঝে ছেলেদের দেখবার জন্য আস্‌তে বল্‌ব।

পদ্ম।—বলি, নলচিটির রাজকুমার। এদের খুব মাছের কারবার আছে।

কালিন্দী।—তাদের সংসারে আঁসটে গন্ধে নাড়ী উঠে যাবে।

পদ্ম।—কামারপুরের জমীদার কুমার। এদের হরিণ-বাড়ীতে প্রকাণ্ড জমিদারী আছে।

কালিন্দী।—এদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বল্‌তে চাই না, কেন না তারা আমাদের বুঝতে পার্ব্বে না, আমরাও তাদের বুঝতে পার্ব্ব না। ওদের সজ্জার অদ্ভুত কাণ্ড! আমার বোধ হয় কুমারের মোজা এক দেশে কেনা হয়, জুতা আর এক দেশে কেনা হয়, টুপি অন্য দেশ থেকে কেনা হয়, এবং তার আচরণ সর্ব্বত্র থেকে সংগ্রহ হয়।

পদ্ম।—রূপসার বাবুদের ভাগ্নে। তিনি নানা দেশের ভাষায় পণ্ডিত।

কালিন্দী।—সে যখন নিজের ভাষায় কথা কইতে পারে না, তখন তার সঙ্গে বোবা হ'য়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কোন ভাষায় সে আলাপ কর্ব্বে তা কে ধর্ব্বে। এমন লোকের পাল্লায় পড়ে শেষে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" হবে।

পদ্ম।—আচ্ছা ওসব যাক্। সোনাগাঁর দালাল নগর বংশী বাবুর একটী ছেলে আছে। ছেলেটি লেখাপড়া জানে স্বভাব-চরিত্র ভাল, সাহসী ও সদাই সহাস্য বদন। আমার এই পোড়া চোখে যত ছেলে দেখেছি, সকলের চেয়ে এই ছেলেটিকে জামাই কত্তে ইচ্ছে হয়। সাত্য বল্‌ছি, মা।

কালিন্দী।—হঁা আমি নগর বাবুর ছেলের কথা শুনিচি। সে ছেলে তোর প্রশংসার যোগ্য বটে।

(সহচরীর প্রবেশ)

কি রে? কি চাস?

সহচরী।—দিদিমণির স্কুলের গাড়ি এসেচে। দিদিমণি স্কুলে যেতে পারেন কি?

কালিন্দী।—না, আজ স্কুলে গিয়ে কাজ নেই।

[সহচরীর প্রস্থান।

আজ কাল স্কুলে নাচ গান শেখায়। এক রকম নূতন নাচ বেরিয়েছে তার নাম "খেঁকশিয়ালী ছুট," সেটা হাবুদের কেলাসে শেখাচ্চে। হাবুর বাঁ-পাটা একটু কম জোর বলে তার শিখতে একটু দেরী হচ্চে। সে গান ভাল গাইতে পারে।

পদ্ম।—নগরবংশী বাবুর ছেলেও ভাল গাইয়ে।

কালিন্দী।—বেশ, সেই ছেলেকে দেখবার বন্দোবস্ত কোর্ব্ব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রূপা গাঁ। সদর রাস্তা।

(নগরবংশী, সহায় ও নারায়ণ প্রবেশ)

সহায়।—(চুপি চুপি) নগরবাবু, এই নারায়ণের কাছ থেকে, কিছু টাকা বার করা যাক্।

নগরবংশী।—ও লোকটা বড় সুবিধের নয় কিন্তু।

সহায়।—তা বটে, তবে এখন ত কায চালাতে হ'বে।

নারায়ণ।—নগরবাবু, আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে দেরী কচ্চেন কেন ?

নগরবংশী।—আপনার জন্যই দেরী পড়ে গেল।

নারায়ণ।—কেন ? আমি সব ঠিক করে দিলুম এখন আবার আমার কিসে ক্রটি হ'ল ?

নগরবংশী।—ক্রটি এই যে আপনার আসলই ব্যবস্থা করিতেছেন না।

নারায়ণ।—আবার আসল নকল কি ? মেয়েত আর কেউ বদ্‌লে দেয় নাই ? আপনার সোনার চাঁদ ছেলে—

সহায়।—কথাটা রূপচাঁদ নিয়ে হ'চ্চে। নগরবাবুকে অনেকগুলি টাকা দিতে হ'বে। তার যোগাড় কই করেছেন ?

নগর বংশী।—আমার টাকার যোগাড় না হলে ত আপনার ঘটকালীর যোগাড় হ'বে না ?

নারায়ণ।—(স্বগত) পাঁচ হাজার টাকা ত নগর বংশীকে দিতে হ'বে, তাহালে আমার ঘটকালী কিছু পাই। কিন্তু এখন বল্‌চে ওর হাতে টাকা দিতে হ'বে। এত ভারি জবরদস্তির কথা। সহায় সরকার সঙ্গে রয়েছে যখন তখন টাকা ধারের ব্যবস্থাতেই ঘুরচে ?

নগর বংশী।—উত্তর দিচ্চেন না যে ?

নারায়ণ।—আপনি টাকার যোগাড় করুন। ধনবান লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা কর্ত্তে চাইচেন তাতে টাকা নেই বল্লে কি হবে ? (স্বগতঃ) "আজকাল ঘটকালী করা মানে মহাজনী করে সুদের টাকায় ঘটকালী পুসিয়ে নিতে হয়।" (প্রকাশ্যে) আপনি কি ভাবের কথা বল্‌চেন আমি তা ঠিক বুঝতে পাচ্চি না।

সহায়।—নগর বাবুকে গাছে তুলে দিয়ে মই টেনে নিলে কি চলে ?

নারায়ণ।—দাঁড়ান। এখন আমি আমার অবস্থাটা ভাব্‌চি। আমি যে পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় কর্ত্তে পার্ব্ব তা মনে হচ্চে না। আচ্ছা, আমার বন্ধু বিশ্বনাথ আছে তার কাছে কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিশ্বনাথের কাছে টাকা নিতে গেলে একটা জামীন দিতে হ'বে। তার জন্য একটা জামীন দিয়ে দেবেন। কারণ জানেন ত বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। তার উপর ঝড় বৃষ্টি আছে। টাকা পয়সার কথা।

সহায়।—বুঝিচি আমি জামীন হ'লে চল্‌বে ?

নারায়ণ।—আপনার বদান্যতা প্রশংসার যোগ্য। আপনার বাড়ীখানা জামীন রেখে একখানা খত বিশ্বনাথ পেলেই হবে। জানেন ত যখন রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালিতে বনে যাবার পথে সরযূ নদী পার হবার জন্য গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিতালি করেছিলেন, তিনি পার হ'য়ে নৌকা খানিকে স্বুবর্ণ নৌকা করিয়া দিয়া যান।

(নিকটস্থ বটবৃক্ষের উপরে এক বৃহৎ হাতের পাঁচটা অঙ্গুলী বাহির হওন।)

সহায়।—নগরবাবু বটগাছের দিকে চেয়ে দেখুন।

নগর বংশী।—ওঃ, কি ভীষণ ! চলুন, চলুন।

[নগর বংশী ও সহায় দ্রুত প্রস্থান।

নারায়ণ।—তাই ত বটগাছে ও কি গজাল !

[দ্রুত প্রস্থান।

নর্ত্তক নর্ত্তকী প্রবেশ।

নৃত্য ও গীত। (যোটক)

তাল—কাহরবা।

রূপ রূপেয়া বইচে হাওয়া বল বদর বদর।
চলে গেলে পাশের হাওয়া থাক্‌বে নাক বরের আদর॥
পাল তুলে দাও তাড়াতাড়ি,
উজানে দাওগে জোর পাড়ি,
নইলে থাক্‌বে চড়ায় আট্‌কে কর্ত্তে হবে হাঁচোর পেঁচোর॥

[বটগাছের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সোনা গাঁ। পথের ধারে হিন্দুহোটেল।

(মধু ও সাগর চা পান করিতেছে।)

মধু।—গাছের ভেতর থেকে হাত বেরুল, একথা আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম না। কি গাছ ?

সাগর।—বট্‌ গাছ। বট্‌ গাছ দু পাঁচশত জটা বের কর্ত্তে পারে, আর একটা হাত বের কর্ত্তে পারে না ?

মধু।—বট্‌ গাছের ঝুরি যে হাতের আঙ্গুলের মত দেখাবে তা ভেবে ঠিক করা যায় না। তবে যখন দুজনে দেখেছে তখন একেবারে বাজে কথা হবে না।

সাগর।—বাজে কথা কি, ব্যাপারটা বড় গুরুতর রকম দাঁড়িয়েচে। একজন বল্‌ছেল শুন্‌লুম যে সেই গাছের পাতার উপর দিক দিয়ে একটা চশ্‌মা চোখে দেওয়া মুখ দেখা গেছে। বোধ হয় গাছে একটা কিছু ভর হয়েচে।

মধু।—সে গাছটায় অনেক পাখী থাকে। কোন বড় পাখীর মুণ্ডু হতে পারে। বিদেশী বড় পাখী রাত্রে গাছে খানিক বসে আবার চলে যায়। সেই পাখীর পা মুণ্ডু দেখা যেতে পারে।

সাগর।—রাত্রের কথা নয় ত, দিনের বেলা দেখেচে। কথাই ত আছে "ঠিক দুপুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা।"

মধু।—ও বুঝিচি। নারাণ দাসের সঙ্গে টাকার কথা কিছু হচ্ছিল বোধ হয়। তাই নারাণ দাসের লোভটা বট গাছে গজিয়ে বেরিয়েছিল।

সাগর।—হাঁ তাই বটে শুন্‌লুম। সহায় সরকারকে এক হাজার টাকার জামীনের জন্য খত লিখিয়ে নিয়েছে, আর সময়ের ভেতর টাকা না দিলে বাড়ী বেচে নেবে তাও খতে লিখ্‌তে হয়েছে।

মধু।—বলেন কি। নারাণেটার এত তেজ হয়েছে? তা সহায় সরকারই বা ঐ ছোটলোকটার ঠেঙ্গে ঐ টাকা নিতে গেলেন কেন? সহায় সরকারের অভাব কি?

সাগর।—যার টাকা থাকে তারই টাকার অভাব থাকে।

[প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রূপা গাঁ। বীরভূষণ পান্নার বৈঠকখানা।

(বীরভূষণ ও দালাল আসীন।)

বীরভূষণ।—বাজারের অবস্থা যেরকম শুনচি তাতে টাকা পাওয়া মুস্কিল দেখ্‌চি।

দালাল।—আজ্ঞে হ্যাঁ, লোকে ছেলের বিয়ে দিয়ে উল্‌টে টাকা নিতে চাইচে।

বীয়ভূষণ।—তাহালে এখন মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি করেই বা যাবে। ছেলের বিয়েতে যে লোক খরচ কর্ত্তে না পার্ব্বে, সে আবার পরের মেয়ে কি সাহসে নিয়ে যেতে চায়?

দালাল।—তা লোকে এখনও বোঝে নি, বোধ হয়। ছেলের বিয়েতে হাত পেতে যে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাচ্চে তা দেখ্‌তে পায় না।

বীরভূষণ।—ও সব লোকের কথা ছেড়ে দিন। ওরা মনুর শাস্ত্রমতে যখন ছেলের বিয়ে দিতে চায় না, তখন আর ওদের ছেলেদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে জাতে পতিত হবার দরকার কি। আমার মেয়ের জন্যে যে কতকগুলা সম্বন্ধ এনেচে

তাদের ভেতর কিন্তু সকলেই টাকা খরচ করে ছেলের বিয়ে দিতে চাইছে।

দালাল।—তাদের ছেলেও বোধহয় ভাল।

বীরভূষণ।—হ্যাঁ ছেলে সবই ভাল। তাদের ভেতর ছেলে ভাল দেখেই একটা সম্বন্ধ পছন্দ করিচি। ছেলের বাপের অবস্থা মন্দ নয়।

(নারায়ণ দাস ঘটকের প্রবেশ।)

এই যে, ঘটক মশাই এসেচেন। আসুন, বসুন। ওরে, তামাক দে।

(পরিচারকের তামাক দেওন) (ঘটকের ধূমপান)

নারায়ণ।—কাল ছেলেকে দেখ্‌তে আন্‌বার কথা ঠিক করে বল্‌তে গেছ্‌লুম—

বীরভূষণ।—হ্যাঁ, তাঁরা কখন আস্‌বেন ঠিক করে—

নারায়ণ।—তাতে একটু গোল পড়েচে, তাই—

বীরভূষণ।—কি আবার? তাদের টাকা নেই বুঝি?

নারায়ণ।—টাকার কথা ঠিক না করে কি আর ছেলে দেখাতে বল্‌তে পারি! টাকা তারা দেবে।

বীরভূষণ।—তবে কিসের গোল?

নারয়ণ।—ছেলেকে কে বলেছে যে মেয়ে বড় কাল।

বীরভূষণ।—তাতে আর কি হয়েচে? ছেলে কি বহুরূপী চায় না কি?

দালাল ।—কাল মেয়ের আদর কি তাঁরা জানেন। দৌপদী কাল ছিল। তাঁহার নাম ছিল কৃষ্ণা। তাঁর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে পাণ্ডবরা পাঁচ ভাইয়েই বিয়ে কর্ত্তে রাজী হয়েছিলেন। পঞ্চ-পাণ্ডব রাজার ছেলে, বীর ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁরা মার কথায় সেই কাল মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। খাঁটি রং কালই হয়। সে রং চটবার ভয় নেই। বার্নিশ করা সূর্য্যি পোড়ার দেশে কাল রংই পাকা রং।

নারায়ণ ।—ছেলে বিয়ে কর্ত্তে চায় না। কিন্তু ছেলেটি খুব ভাল; খড়কেটি পর্য্যন্ত খায় না।

দালাল ।—তবে কি কেবল চোখ পাকায়, আর পরের ভাল দেখতে পারে না! (হাস্য)

নারায়ণ ।—মা নেই কিনা, তাই বাপের আদুরে ছেলে। যখন যেটা আবদার করে ধরে বাপ আর তা না করে না।

বীরভূষণ ।—নগর বংশীবাবু কি বলেন ?

নারায়ণ ।—নগর বাবু বিজ্ঞলোক তিনি কি আর ঐ ছেলে মানুষীতে যোগ দিতে পারেন ? তারপর ছেলের মামা খুব উঁচুদরের লোক ছিলেন। মামা ওকে বেশ দিয়েও গেছেন। আর বাপের ঐ এক ছেলে।

দালাল ।—নগর বংশীবাবু না তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন।

নারায়ণ ।—হ্যাঁ। সে স্ত্রীর কোন সন্তানাদি হয় নি।

দালাল ।—পরে হতে পারে।

নারায়ণ।—সে সম্ভাবনা কম। নগর বাবুর বয়স ষাট পেরিয়েছে। পয়সা কড়ি করেছেন বলে এই বয়েসে বিয়ে করে সংসার বজায় রেখেছেন।

বীরভূষণ।—এখন ছেলে যেন বেহাত হয়ে না যায়।

নারায়ণ।—ছেলে কোথায় যাবে ? আমি ছেলেকে হাতের মুঠোর ভেতর করে রেখেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কালই দেখাবার ঠিক রইল। (উঠিয়া) আসি তবে।

বীরভূষণ।—আচ্ছা। আপনার পাথেয়টা নিন। (চারিটা টাকা প্রদান)।

নারায়ণ।—আপনাদের নিয়েই আমরা মানুষ। জয় হউক।

[টাকা লইয়া নারায়ণের প্রস্থান।

বীরভূষণ।—ঘটকদের চালাকি বেড়েচে। নগদ টাকার লেন দেনে ঘটকদের সুবিধা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সোনা গাঁ। পথ।

(গবা চাকর প্রবেশ)

গবা।—আর চলে না। আমার ঘাড়ে ভূত চেপেচে; কুড়ি দিন ত হ'ল। আমার মন বল্‌চে নারায়ণের চাকরী ছেড়ো না। কিন্তু ভূত বল্‌চে আমার গবা, গবারাম, শ্রীগবাই রাম, তুমি পালাও, তোমার পায়ে যত জোর আছে তুমি দৌড়ও। যাই পা তুলিতে যাই, অমনি আমার মন বলে— না ভাই, দৌড়ো না, হোঁচট্ খাবে। সাবধান, তুমি বড় বাপের বেটা-না হয় ত ধার্ম্মিক বাপের বেটাত বটেই—গবা ব্যাজার হও না।" ভূত বলে "ব্যাজার হও।" মন বলে "ব্যাজার হয়ো না।" ভূত বলে "ব্যাজার হও।" আমি মনকে বলি "মন তুমি আমাকে ভাল পরামর্শই দিচ্চ।" ভূতকে বলি "তুমি আমাকে ভাল পরামর্শ দিচ্চ।" মনের পরামর্শ মত গেলে নারায়ণ দাস মনিবের চাকরী কর্ত্তে হয় যে নারায়ণ দাস এক ভূত। আবার ভূতের পরামর্শ মত গেলে নারায়ণ দাসের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ভূতের হাতে পড়তে হয়, সে ত একেবারে আদত ভূত। নিশ্চয়ই নারায়ণ দাস ভূতের অবতার পিশাচ। আমি আসল ভূতের কথাই শুন্‌ব—আমি ও পিশাচের কাছ থেকে পালাব ভাই ভূত, আমার পা দুখানা তোমার একৃতিয়ারে দিলুম,—আমি পালাব।

(বুড় গবা এক চুপড়ি মাথায় প্রবেশ)

বুড় গবা।—ওহে, যুবা মহাশয়, এই নারায়ণ দাস মনিবের বাড়ী কোন পথে যাব ?

গবা।—(জনান্তিকে) বাবা দেখচি যে। বাবা সূয্যি-কাণা হয়ে গেছে তাই আমাকে চিনতে পারে নি। আমি এখন ধরা দিচ্চি না।

বুড় গবা।—ও, মহাশয় আমাকে বলে দেন না আমি কোন পথে নারায়ণ দাস মনিবের বাড়ী যাব।

গবা।—এই যে এই পথে সোজা গিয়ে ডাইনে রাস্তা পাবে সেই রাস্তা ধরে গিয়ে পশ্চিম মুখো একটা গলি দেখ্‌তে পাবে। সেই গলির ভিতর দিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে একটা মাঠ দেখ্‌তে পাবে। সেই মাঠের সাম্‌নেই যে রাস্তা পাবে তাই ধরে সোজা গিয়ে উত্তর মুখে একটা পুকুর পাবে। সেই রাস্তা ধরে গিয়ে দক্ষিণ দিকে ফিরবে। তারপর সেইখানে একবার এদিক, একবার ওদিক, ঘুরে ফিরে, জিজ্ঞাসা করে মনিব নারায়ণ দাস মহাশয়ের বাড়ী যেও।

বুড় গবা।—কালীর দিব্যি, এ রাস্তা বার করা ভয়ানক শক্ত। আপনি আমাকে কি বল্‌তে পারেন যে গবা চাকর যে তাঁর কাছে ছিল, এখন তাঁর কাছে আছে কি, না ?

গবা।—তুমি কি ছোট্ট মনিব গবার কথা বল্‌ছ ?

বুড় গবা।—মনিব নয়, বাবা, সে গরিবের ছেলে; তার বাপ বড় গরিব। কালীর দোহাই যে এখনও বেঁচে আছে। তার বাপ এখনও অনেকদিন বাঁচ্‌বে।

গবা।—যাক্ তার বাপের কথা। তার বাপ যাই হোক্‌গে যাক্। আমাদের কথা হচ্চে ছোট মনিব গবা ত?

বুড় গবা।—দোহাই আপনার, গবা, মহাশয়।

গবা।—কিন্তু আমি যোড়হাত (আঃ) বুড়মানুষ (আঃ) আমি মিনুতি কচ্চি শোন, তুমি ত ছোট মনিব গবার কথা বল্‌চ? ছোট মনিব গবা, ত? সে ছোট মনিব পটল ভুলেচে, যাকে চল্‌তি কথায় বলে স্বর্গলাভ হয়েচে।

বুড় গবা।—(কাঁদিয়া) বাপরে আমার কোথায় গেলিরে। সে, জানলেন মশায়, আমার বুড় বয়সের যষ্টি ছ্যাল গো, যষ্টি ছ্যাল। হায়, হায়, হায়, এখন আমি কোথায় যাই। (ক্রন্দন)

গবা।—(জনান্তিকে) আমি কি লাঠির মত দেখ্‌তে? (প্রকাশ্যে) বাবা, আমাকে চিন্‌তে পার।

বুড় গবা।—অঁা তুই গবা! আমি যে সূয্যি কাণা।

(গাহিতে গাহিতে বৈরাগীর প্রবেশ)

বৈরাগী।—(একতারা বাজাইয়া)

গীত।

ভেবনা মন মিছে ভাবনা।
মিছে হ'ল ভবে আনাগোনা॥

দিন দুপুরে সূয্যি কাণা,
রাত দুপুরে রাত কাণা,
ভবে বেচা-কেনা কিছুই হ'ল না।

[বৈরাগীর প্রস্থান।

(চরণদাসের বেগে প্রবেশ)

চরণ।—মশাই, একটা বৈরিগী এখান দিয়ে গেছে কি, দেখেছেন? বৈরিগীটা কোন দিকে গেল বল্‌তে পারেন? কি বিপদেই পড়লুম।

গবা।—কেন কি হয়েচে? একটা লোক গান গাইতে গাইতে এই দিক দিয়ে গেল বটে। তাকে ধর্‌তে হবে না কি?

বুড় গবা।—কাকে? গান গাইছিল বলে?

চরণ।—আজ্ঞে না, মশাই, সে লোকটা আমাদের বাড়ী থেকে ঘড়াটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

গবা।—বৈরিগী? ঘড়া চুরি করে নিয়ে গেছে? কই তার হাতে ত ঘড়া ছেল না। সে ত একটা একতারা বাজিয়ে গাইছিল। ঘড়া মড়া ত দেখলুম না।

বুড় গবা।—আমি ত কাকেও দেখি নি। ঘড়া এনেছেল কি মড়া এনেছেল, তা কি করে বল্‌ব?

গবা।—আপনার বাড়ীর চাকরবাকরদের ঘড়ার কথা কি জিজ্ঞাসা করেছেন?

চরণ।—চাকরেরাই ত বল্‌লে যে বৈরাগী ঘড়া নিয়ে গেছে ?

গবা।—কোন্ চাকর বল্লে ?

চরণ।—কেন গবা বল্লে।

গবা।—আমি ত এই এখানে শুন্‌চি।

চরণ।—কে, তুই গবা বুঝি। ও! আমি এতক্ষণ তা নজর করিনি।

বুড় গবা।—তাহা'লে আমি একলা সূর্য্যি কাণা নই। (চক্ষু বিস্ফারিত করিল)

চরণ।—যাক্ এদের সঙ্গে আমার এখন আর বক্‌বার সময় নেই। এগিয়ে দেখি যদি বৈরিগীটাকে ধর্‌ত্তে পারি।

[চরণের প্রস্থান।

বুড় গবা।—আরে তুই গবাই বটে। আমি এতক্ষণে চিন্‌তে পাল্লুম। তোর চেহারা অনেক বদ্‌লে গেছে। তুই ঐ মনিবের কাছে চাকরী করিস বলে আমি তোর মনিবের জন্যে এই চুপ্‌ড়ি করে সওগাদ এনেছি। কেমন করে দেওয়া যায় ?

গবা।—থাম, থাম, আমি এখন ঐ মনিবের কাছ থেকে পালাব ঠাউরেছি। আমার মনিব হ'ল পিশাচ, তাকে সওগাদ দেবে না ঢেঁকি দেবে; তাকে সরষে পোড়া দাও। ও সওগাদটা আমার যে নতুন মনিব হ'বে তাকে দিও। ঐ যে আমার নতুন মনিব আস্‌চেন।

(নগর বংশী ও বন্ধুগণের প্রবেশ)

নগর।—তুমি ঐরকম কর—কিন্তু খাবার আট বাজলেই চাই।

[এক বন্ধুর প্রস্থান।

গবা।—বাবা, একে দাও।

বুড় গবা।—(নগর বংশীর দিকে অগ্রসর হইয়া) ভগবান অপনার মঙ্গল করুন।

নগর।—কি? আমাকে কিছু বল্‌চ নাকি?

বুড় গবা।—আজ্ঞে, এই আমার ছেলে, বড় গরিব ছেলে।

গবা।—না, গরিব ছেলে নয়, মশাই, কিন্তু ধনী সোনার লোক, যিনি হবেন, মশাই—তারপর আমার বাপ বলবে এখন।

বুড় গবা।—তারে শ্রীচরণে স্থান দিয়ে, হ্যাঁ, যেমন লোকে সব বলে, চাকরী করা—

গবা।—যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আমি এখন সোনার চাকরী করি, আবার ইচ্ছে হচ্চে—আমার বাপ আপনাকে বল্‌বে এখন।

বুড় গবা।—কি জানেন, মশাই, ওর মনিবের সঙ্গে আর তেমন বনিবনাও হচ্চে না—

গবা।—মোট কথা, আসল সত্যি কথা হচ্ছে, যে সোনা আমার উপর রাগ করায়—তারপর আমার বাপ, বুড় মানুষ, সব আপনাকে বল্‌বে এখন।

বুড় গবা।—আমি এক চুপ্ড়ি মুর্গির ডিম এনেছি এ ডিম চুপড়ি আপনাকে দিব ; আর আমার আর্জি আছে—

গবা।—খুব চুম্বুকে বলি, এ আর্জি হচ্চে আমারই বিপক্ষে ; যেমন আপনি সব্ জান্‌তে পার্ব্বেন এই ভাল বুড় লোকটির কাছে ; আর আমি বল্‌চি বটে, বুড়লোক বটে, তবু গরিব লোক, আমার বাপ।

নগর।—যা বল্‌বি একজনে বল্।

গবা।—আপনার কাছে চাকরী কর্ব্ব, মশাই।

বুড় গবা।—আ, ঐ হচ্চে সকল কথার অসার। (সকলে উচ্চ হাস্য)

নগর।—আমি তোকে ভাল জানি। তোর আর্জি মঞ্জুর হল। তোর মনিব নারায়ণ দাস সোনার সঙ্গে আজ আমার কথা হয়েছিল। ঘটক বাড়ীর চাকরী ছেড়ে যদি গরিব মানুষের চাকরী পছন্দ হয় ত কর।

গবা।—আজ্ঞে, মশাই, আপনার ধর্ম্ম আছে, আর তাঁর টাকা আছে।

নগর।—যা, তোরা তোদের পুরাণ মনিবের কাছ থেকে যবাব নিয়ে আমার বাড়ীতে আয়।

গব—আমরা এখনি সে চাকরীতে যবাব দিয়ে আসছি।

[গবা ও বুড় গবা প্রস্থান।

(চারুর প্রবেশ।)

নগর।—চারু বাবু যে।

চারু।—নগর বাবু, আপনার কাছে এক অনুমতি চাই।

নগর।—অনুমতি দিলুম।

চারু।—আপনি যেদিন রূপাগাঁ যাবেন আমি সঙ্গে যাব।

নগর।—বেশ, সে তখন যাবেন। এখন হাটে যাচ্চি, চলুন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রূপা গাঁ। নারায়ণ দাসের গৃহ—এক কক্ষ।

নারায়ণ দাস ও চরণ দাস আসীন।

নারায়ণ।—দেখ, এখন আমাকে বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে আস্‌তে প্রায়ই রাত হয়ে যায়। তুমি বিশেষ সাবধানে থাক্‌বে। রাত বিরাত যেন একটা বিপদ আপদ না ঘটে।

চরণ।—আমি ত, বাবা, খুব সাবধানেই থাকি। সে দিনে সেই বৈরিগীটা কখন যে ঘড়াটা সরিয়ে নে গেল তা ধর্ত্তে পারা গেল না।

(গবা ও বুড় গবা প্রবেশ)

এই যে গবা ও বুড়ো এসেচে। এরা ত কিছুই বল্লে না।

গবা।—কি বল্লুম না, দাদা বাবু?

চরণ।—কেন, সেই বৈরিগীটা যে ঘড়া নিয়ে গেছ্‌ল? সেই কথা!

গবা।—বৈরিগী ঘড়া নিয়ে গেছ্‌ল? সে কথা আর বল্‌ব কি? বৈরিগীর কি দশা করিছিলুম তা ত আর জানেন না।

চরণ।—কি করিছিলি? সে বেটাকে ধরিছিলি?

নারায়ণ।—ঘড়াটা কি কল্লি?

চরণ।—তাকে বেশ ছ্‌ঘা দিছ্‌লি ত?

গবা।—সে কথা আর বল্‌তে। ঘুসি ও চড় আমরা বাপ বেটায় পাকিয়েছিলুম। বৈরিগী তখন গিরি গোবর্দ্ধনের গান ধরেছেল।

নারায়ণ।—ঘড়া চোরের আবার গিরি গোবর্দ্ধনের কথা কেন?

বুড় গবা।—আহা, কর্ত্তা বাবু, কি বল্‌ব, গিরি গোবর্দ্ধনের কথা শুনে সকলে কেঁদে আকুল। ঘড়ার কথা কেউ বল্লে না।

নারায়ণ।—ঘড়ার কথা আবার বল্‌বে কি? ছকুবাবুর ছেলের বিয়েতে যে ঘড়াটা পাওয়া গেল, সেই ঘড়াটা।

গবা—ও, সেই ভাল ঘড়াটা? সে যে আসল খাগড়াই বাসন। সে বাসন যদি গেল তাহা'লে আমরা আর কি কর্ত্তে চাকরী কর্ব্ব?

বুড় গবা।—গবা ও আমি তবে বিদেয় হই। পেন্নাম হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারায়ণ।—আজ একটা পাকা দেখা আছে। দরজায় চাবী দিয়ে রাখবে। ও তুবেটা গেছে ভালই হ'য়েছে। বুড়র

টাকা আমার কাছে আছে তাই থেকে ঘড়ার দাম উশুল কর্ব্ব।

[নারায়ণের প্রস্থান।

চরণ।—আজ বাঁদরের লড়াইয়ের বায়োস্কোপ আছে। আমার সেটা দেখা হয় নি। আজ যেতে হ'বে। গবা বেটা থাক্‌লে যেতে দিত না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রূপা গাঁ—পথ।

গবা ও বুড় গবা।

বুড় গবা।—তোর মনিবের চাকরীটা তড়াক্ করে ছেড়ে দিলি কিন্তু তোর মনিবের কাছে যে আমার টাকা জমা আছে তা ত ফেরত নেওয়া হ'ল না? সে টাকার কি হবে?

গবা।—বাবা, তোমার টাকা জমা আছে যখন তখন আর ভাবনা কি? আবার এক সময় গিয়ে সে টাকাটা ফেরত আনিলে চলিবে। শয়তানের কাছে বসে থেকে টাকা পাওয়া মুস্কিল। শয়তানের পথে আরও কিছু দিন চল্‌তে হ'বে।

(চরণের প্রবেশ।)

এই যে ছোট বাবু যে বেশ সেজে চলেছেন। আপনার সঙ্গে কি আমরা যাব?

চরণ।—আয়,না। আমি তোদের জন্যই যাচ্ছিলুম। তোরা আজ রাত্রে বায়স্কোপ দেখে আমার সঙ্গে হোটেলে খেয়ে যাবি।

বুড় গবা।—বাবা, তুমি বেঁচে থাক, সুখে থাক। আমার টাকাটা কর্ত্তার কাছ থেকে নিয়ে দিও।

চরণ।—সে টাকার ভাবনা নেই। টাকা সব আমার কাছে থাকে।

বুড় গবা।—বেশ বাবা; আমার টাকাটা দিও।

চরণ।—সে কথা বল্‌তে হবে না! কিন্তু তোকে একটা আমার কায করে দিতে হবে।

বুড় গবা—তোমার কায করে দোব না ত কার কায কোর্ব্ব।

চরণ।—(জামার পকেট হইতে একখানি খামের ভিতর মোড়া পত্র বাহির করিয়া বুড় গবাকে প্রদান।) এই চিঠি খানি সোনা গাঁর হিন্দু হোটেলে এখুনি গিয়ে দিয়ে আয়। চিঠিখানা দিয়ে বায়স্কোপে আমার সঙ্গে তোরা দুজনে দেখা কর্ব্বি।

বুড় গবা।—(পত্রখানি কোমরে গুজিয়া) আমি যাই।

(প্রস্থান)

চরণ।—দেখ্ গবা, তোর বাপের সঙ্গে তুইও যা। ও বুড় মানুষ; ওর একলা গিয়ে কায নেই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সোনা গাঁ—নগর বংশীর গৃহ, বৈটকখানা।

নীরদ বংশী ও গবা।

নীরদ।—ওরে গবচন্দ্র, একটা কায কর্ত্তে পারিস্?

গবা।—আজ্ঞে, পারি বৈ কি।

নীরদ।—কি করে পার্ব্বি বল দিকি?

গবা।—আজ্ঞে, সেই রকম করে পার্ব্ব।

নীরদ।—রবিবার আমাদের বাড়ী সন্ধ্যার সময় একটা সভা হ'বে। তোকে সেই সভায় বক্তৃতা দিতে হ'বে। পার্ব্বি ত?

গবা।—তা পার্ব্ব না?

নীরদ।—আচ্ছা, তুই এখন নীচে পূজার দালানে গিয়ে সভার সব বন্দোবস্ত কর্গে যা।

গবা।—যে আজ্ঞে।

[গবার প্রস্থান।

নীরদ।—দেখা যাক্। সেদিন শান্তিরাম চৌধুরীদের পূজার দালানে যে সভা হ'য়েছিল তার চেয়ে জাঁকাল সভা করা যায় কি না।

(সাগর ও মধু প্রবেশ।)

আসুন, আসুন। নমস্কার।

সাগর।—রবিবার সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাড়ীতে যে সভা হ'বে তার সভাপতি কে হ'বেন কিছু স্থির হয়েছে কি ?

নীরদ।—সভাপতি স্থির হয়ে গেছে। শ্রীযুত চড়ক চন্দ্র সূত্রধর এম, এ, মহাশয় অনুগ্রহ করে সভাপতি হবেন বলেছেন।

মধু।—তাহলে ত খুব ভাল হ'বে। প্রধান বক্তা কে হবেন ?

নীরদ।—প্রধান বক্তা একজন ঠিক হয়েছে। তিনি সম্প্রতি নানা স্থানে বক্তৃতা করে এখানে এসেছেন। তাঁহাকে পাওয়া যাবে। বক্তৃতা দেওয়াই তাঁর ব্যবসা।

সাগর।—মধু বাবু একটু বক্তৃতা করবেন না ?

নীরদ।—মধু বাবু ত আমাদের ঘরের লোক। উনি নিশ্চয়ই বক্তৃতা করিবেন।

মধু।—তারক চুণুরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তা থাকিতে আমি কি বক্তৃতা দোব ? সভায় আলোচ্য বিষয় কি স্থির হয়েচে ?

নীরদ।—বিশ্বনাথ "বিবাহ ডাক" নামে একখানা বিবাহ সমাচার দৈনিক পত্রিকা বার করবেন তাহার জন্য কিছু চাঁদা তোলা প্রয়োজন। কাগজে বরের বাজার দর থাকবে।

মধু।—কাগজের গ্রাহক হবার আগেই কাগজের জন্য টাকা দিতে হ'বে এ বড় অত্যাচার ত ?

সাগর।—টাকা তুলে যদি কাগজ না বেরোয় তাহা'লে কি হ'বে ?

নীরদ।—তাহা'লে বিশ্বনাথের মাথার চাঁদি থাকিবে ?

মধু।—চাঁদি না থাকে, গর্দ্দান ত থাক্‌বে ? তখন সাঁড়াশী দিয়ে কাগজ বার করা শক্ত হবে না।

নীরদ।—কাগজ বিশ্বনাথের এক্‌লার নয়। তার সঙ্গে রাম কানাই পোদ্দার আছে। রাম কানাই সম্পাদক হয়েছে।

সাগর।—কে ? রাম পোদ্দার ? সে আবার ক'বে লেখা পড়া শিখ্‌লে যে সে বিবাহের কাগজ সম্পাদন কর্ব্বে ?

নীরদ।—কাগজে বিবাহের নূতন নূতন পদ্য বেরুবে। এ বিষয়ে বিশ্বনাথের অনেক সংগ্রহ আছে। লেখ্‌বার বিষয় ঢের পাবে।

মধু।—বিশ্বনাথের কলম ত চল্‌বে না। বিষয় থাক্‌লে কি হ'বে।

নীরদ।—আপনি যা ভাব্‌চেন তা নয়। পোদ্দার আজ কাল একজন বেশ লিখিয়ে হয়ে উঠেছে।

সাগর।—যে ক'য়ে আঁক্‌ড়ি দিতে জানে না সে আবার লেখক হয়েচে।

মধু।—ক'য়ে আঁক্‌ড়ি ত পরের কথা, তার আগে হ্রস্বি দীর্ঘি জ্ঞান চাই। তাই নাই। সেদিনে পুরাতন বাজারে

একটা ঘুগ্নিদানাদারদের সভা হ'য়েছিল। কিসে ঘুগ্নি-দানার দর বাড়ান যায় তাই সভায় আলোচ্য ছিল। সেই সভায় পোদ্দার সভাপতি ছিল। ঘুগ্নিদানাওলাদের ভেতর পোদ্দার হাত পা নাড়িয়া বক্তৃতা দিল বটে। ঘুগ্নি তৈয়ারী করিবার খরচের এক ফর্দ্দ দিয়ে তাতে দেখালে তাদের ঘুগ্নি বেচে কিছুই থাকে না। সকলে খুব হাততালি দিল। শেষটা কি হ'ল জানি না।

সাগর।—হ্যাঁ, আমি সেই সভার শেষটা দেখেছিলুম সে সভায় ঘুগ্নিদানাওলাদের জাতে উঁচু হবার কথা হল। সকলের চেয়ে যার ঘুগ্নি ভাল হয়েছেল সেই প্রধান জাতি হল। তার চেয়ে আর একজনের জাত আরও বেশী উঁচু হ'ল। সে বুনো ওলের ঘুগ্নি তৈয়ার করে। সে ঘুগ্নির গুণ এই যে খেলে পেটের অসুখ কর্ব্বে না।

নীরদ।—সে সভার উদ্দেশ্য ছিল যে ঘুগ্নিদানাওলারা একটা স্বতন্ত্র জাত হতে চায়। বৈকালে অতি অবশ্য পায়ের ধুলো দেবেন। সভা ঠিক পাঁচটায় বস্‌বে।

মধু।—ও কি কথা, আস্‌ব বৈকি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সোণার্গা। পথ।

(সাগর ও মধুর প্রবেশ।)

সাগর।—ঐ ব্যাপার নিয়ে বেঙ্গল চেম্বার অফ্ ম্যারেজ খুব আন্দোলন কচ্চে।

মধু।—এ চেম্বার আবার কবে হ'ল ?

সাগর।—এ চেম্বার সম্প্রতি হয়েচে। এ চেম্বারের নূতনত্ব এই যে ইহাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোক সমান অধিকার পায়। উভয়েই দালালী করিতে পারে। যত টাকার কারবার হইবে তাহাতে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে দালালী ধার্য্য হয়। এই সকল দালালকে ঘটক ও ঘটকী বলে, আর দালালীর নাম হল ঘটকালি।

মধু।—ঘটকালি ত বহুকালের জিনিষ। তারই নূতন করে নাম দেওয়া হ'য়েচে বুঝি ?

সাগর।—এ চেম্বারটা সে পুরাতন জিনিষ নয়। পুরাতন ঘটকালি কাযে বংশ মর্য্যাদা হিসাবে সামান্য কিছু টাকা দিত। এ নূতন চেম্বারে বরের টাকার উপর ঘটকালি হয়। বংশ মর্য্যাদার হিসাব এ চেম্বার গ্রাহ্য করে না।

মধু।—তাই ত, এরা ত তাহ'লে কাযটা বেশ সোজা করে ফেলেছে।

সাগর।—সোজা বলে সোজা। ফেল কড়ি মাখ তেল।

তবে চেষ্টার হিসাব করে বর ছাড়ে। বাজারে বর বেশী হ'লে কনের দর চড়ে যায়, তাই বর ধরে রাখে।

মধু।—বর কি করে ধরে রাখ্‌বে ?

সাগর।—সে খুব সহজ উপায় আছে। যাদের ঘরে বর আছে তাদের পরামর্শ দেয় যে বাজার এখন মন্দা যাচ্চে, ছেলের বিয়ে এখন কেহ দেবেন না।

মধু।—মেয়ের বাপ ধরাধরি ক'রবে ?

সাগর।—মেয়ের বাপ্‌কে ভোগা দেওয়া শক্ত নয়। ধরাধরি কল্লে মেয়ে দেখে এসে বলে পাঠায় মেয়ে আরও ভাল চাই। আরও ধরাধরি কল্লে বলে দেয় ছেলে এখন বে কর্বে না।

(বৈরাগীর প্রবেশ)

বৈরাগী।—হরি বল মন।

গীত। (নেচে নেচে)

দেশের ধাত বদ্‌লে গেছে, হাল ফ্যাসানে চল ভাই।
জাতের বোঝা নাবিয়ে ফেলে, হোটলে খাও দুবেলাই॥
কড়া ক্রান্তি সবে বুঝে নেয়,
গৃহিণীপণা কেউ না চায়,
কুটনো কোটা, বাটনা বাটা,
রান্নাবান্নার নাই বালাই॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সোণাগাঁ।　নগরবংশীর গৃহের পূজার দালান।

সভা।

নীরদ।—(উঠিয়া) (সকলে হাততালি প্রদান) সমবেত ভদ্র-মহোদয়গণ! আমরা অদ্য এখানে এক অতি গুরুতর সামাজিক কার্য্য সম্পাদনার্থ উপস্থিত হইয়াছি। (শুনুন, শুনুন)। আমাদের এই পবিত্র সমাজে কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছে। চন্দ্রের কলঙ্কের মত এই কলঙ্ক চিরস্থায়ী হইলে আমাদের এই সমাজ চিরদিন দীপ্তিমান থাকিবে না। ইহার আশু প্রতীকার একান্ত কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য আমাদের জাতির সমবেত চেষ্টা চাই। এই সমবেত চেষ্টা যাহাতে সুপথে চালিত হয় তজ্জন্য একজন বিজ্ঞ বহুদর্শী নায়কের প্রয়োজন আছে। আজ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা মনস্বী শ্রীযুক্ত চড়কচন্দ্র সূত্রধর মহাশয়কে পাইয়াছি। আমি আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া এই প্রস্তাব করিতেছি যে অদ্যকার এই সামাজিক সভায় শ্রীযুত চড়কচন্দ্র সূত্রধর মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

(উপবেশন)

মধু।—(উঠিয়া) আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।　　(উপবেশন)

জনৈক সদস্য।—(উঠিয়া) আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতেছি। (উপবেশন)

(সকলে হাততালি দেওন)

[চড়কচন্দ্র সূত্রধর কর্ত্তৃক সভাপতির আসনগ্রহণ]

চড়ক।—ভদ্র মহোদয়গণ।—অদ্যকার এই বৃহৎ সামাজিক সভায় আমাকে সভাপতি করিয়া আপনারা আমাকে যেরূপ সম্মানিত করিলেন আমি তাহা কখনও এ জীবনে বিস্মৃত হইব না। আমি এজন্য আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। অদ্যকার সভার প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র সাহিত্যসাগর মহাশয়কে আহ্বান করিতেছি যে, তিনি আমা-দিগকে তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করাইয়া আমাদের উৎসুক চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

(সকলে হাততালি দেওন)

গবা।—(উঠিয়া) (একটু অন্ধকারে থাকিয়া) সমবেত ভদ্র-মণ্ডলী! মাননীয় সভাপতি মহাশয়। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—"বিবাহ-ডাক" পত্রিকার আবশ্যকতা" রূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যে আপনাদিগকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে পারিব এমন আশা করিতে পারি না। তবে আমি ইহা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে আপনারা সকলে নিজ নিজ মহত্বগুণে আমার ক্রটী মার্জ্জনা করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন। ভদ্রমহোদয়গণ! আমি একটু অন্ধকারে

দাঁড়াইয়াছি বলিয়া অপরাধ লইবেন না। আমায় ছোটবেলায় ভূতে পেয়েছিল, বলে অন্ধকারে থাকি ভাল। আপনারা সকলেই জানেন যে রাজা বল্লাল সেন বাঙ্গালা সমাজের আটচালা বাঁধেন। সে অনেক দিনের কথা।

মধু।—(উঠিয়া) আটচালা কি ? (উপবেশন)

গবা।—হাঁ, ইহা জানিবার বিষয় বটে। সাহিত্যসাগরে ভাবের ঢেউ লেগেছে তাই সমাজগঠনসম্বন্ধে আটচালার একটু বিশেষ অর্থ হইয়াছে। অর্থ এই যে রাজা বল্লাল সমাজকে আটখানা চালায় ভাগ করিয়াছিলেন। চালা শব্দে ঘর বুঝিতে হইবে। গোটা সমাজকে প্রথমে কুলীন ও মৌলিক দুই প্রধানভাগে ভাগ করিয়া প্রতি ভাগে চারি ঘর করা হয় – ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তন্তুবায় ও শূদ্র।

মধু।—'তন্তুবায়' শূদ্রমধ্যে গণ্য হয় নাই কেন ?

গবা।—ইহার কারণ দুই জাতির কাম দুই রকম। তন্তুবায় কাপড় যোগায়, শূদ্র অন্ন যোগায়।

(সকলে হাততালি প্রদান)

এখন এক পেশে হাওয়া লাগিয়া প্রধান ভাগ দুটো ভাস্তা হইবার উপক্রম হইয়াছে। লোকে কুলীন মৌলিক ভাবটা এখন তত পছন্দ করিতেছে না। এখন পাশ করিলেই কুলীন হয়, অর্থাৎ কুলীন গুণসম্পন্ন হয়।

চারু।—কুলীনের নয়টা গুণ ধরিবার কথা।

গবা।—এখন সব জিনিষেরই মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। একটা পাশে তিনগুণ কৌলিন্য লাভ হয়। তাই তিনটা পাশ করিলেই নবধা কুললক্ষণ প্রাপ্ত হয়। তার উপর চারিটা পাঁচটা পাশ করিলে বল্লালি কুল অকূলে ভাসিতে থাকে। এখন বিবাহ-ডাক জাহাজে এই অকূল পাথার পার হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ডাকে নূতন কৌলিন্য প্রথার সবিশেষ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। (উপবেশন)

সকলে।—(তুমুল হাততালি) বেশ, বেশ, অতি চমৎকার। চমৎকার।

সভাপতি।—(উঠিয়া) মধুবাবু কিছু বলিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন। (উপবেশন)

মধু।—(উঠিয়া) সভাপতি মহাশয়ের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনারা সকলেই নূতন কৌলিন্য প্রথার বিষয় শুনিলেন। বিবাহ-ডাক জাহাজে আমরা নিশ্চয়ই কূলে ফিরিব। আমাদের পরম স্নেহাস্পদ নীরদ অগ্রেই বলিয়াছে যে এই সমাজ বন্ধনে সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন আছে। ইহা অতি মূল্যবান কথা। সমাজ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত লাভ করিতে হইলে পুরাকালে দেবাসুরের ন্যায় সকলেরই একজোটে কার্য্য করিতে হইবে। নাগরাজ ময়ালও অব্যাহতি পায় নাই। কৌলিন্য গুণগ্রাম সমুদ্রমন্থনোত্থিত অমৃতের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া সমাজকে অমর করিয়া রাখুক ইহাই প্রার্থনীয়। বল্লালি সমাজগঠন শিথিল

হইলেও তাহার একটি লক্ষণ এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

সকলে।—(উচ্চৈঃস্বরে) কি, কি ?

মধু।—সেটি বিবাহকার্য্য সম্পাদানের চিহ্ন চীনের সিন্দূর। এই সিন্দূর সর্ব্ববিধ দেবীপূজার প্রধান উপকরণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এই সিন্দূর বিবাহে বর স্বহস্তে কন্যাকে দান করেন এবং কন্যা তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে সামাজিক বিশৃঙ্খলাহেতু এই পবিত্র দানের মর্য্যাদা পূর্ব্বের ন্যায় রক্ষিত হইতেছে না। সিন্দূরের সহিত কাঞ্চন দান এখন নাই। আমি আশা করি বিবাহ-ডাক পত্রিকা এ বিষয়ে ভাল করিয়া লোকমত গঠিত করিবে। আমি এই বিবাহ-ডাক পত্রিকা প্রচলনের সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

(উপবেশন)

সকলে। (তুমুল হাততালি) আমরা সকলে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি।

সভাপতি। (উঠিয়া) আমরা এইবারে কিছু বিবাহপ্রথা সংস্কারের কথা শুনিতে চাই। পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাম-কানাই বাবু আমাদিগকে এ বিষয়ে কিছু বলিয়া বাধিত করিবেন।

(উপবেশন)

রাম।—(উঠিয়া) সভাপতি মহাশয়, বিবাহ সংস্কার বিষয়ে বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে আপনার আজ্ঞা অবজ্ঞা করা আমার সাধ্য নহে।

সকলে।—আমরা আপনার মুখে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

রাম।—ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের সদিচ্ছা পূরণ করা আমার খুবই সাধ। কেবল যোগ্যতার যা অভাব। তবে আমার সাহসের অভাব নাই। লোকে কথায় বলে "পরের ধনে পোদ্দারি করে।" আমি জাতিতে পোদ্দার হ'য়ে যদি এই মহাজন বাক্য সমর্থন না করি তাহালে আমার জন্মই বৃথা হইবে।

সকলে।—(উচ্চহাস্য) অতি চমৎকার।

রাম।—তবে আগে একটা মহাজন পদাবলী বলি।—

"সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল চেঙাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কুঁদিয়া সবে আসিল বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সবে চলে এক সাথে॥
চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রামকানু।
কাঁচনী পাঁচনী করে হাতে শিঙ্গা বেণু॥
সবে সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যাম চান্দ॥

ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥”

এই মহাজন জ্ঞানদাসের প্রদর্শিত পথে আমি চলিব। আমি এক ভিতে দাঁড়িয়ে কেবল চেয়ে থাকিব। বিবাহ-ডাক পত্রিকা পড়িলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে এখন বিবাহে মেয়ে পছন্দের ভার ছেলের বাপের উপর না রাখিয়া ছেলের উপরই আছে। কিন্তু নূতন প্রথা অনুসারে আগে ছেলে মেয়ের মার পছন্দ হইলে তবে ছেলে গিয়া মেয়েকে পছন্দ করিতে পাইবে। বিবাহ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। অতএব প্রজাপতির মত ধরিয়া বিবাহ স্থির করিতে হইবে। এই কঠিন কার্য্য সম্যকরূপে সম্পাদন করিবার জন্য নূতন বেঙ্গল চেম্বার অফ্ ম্যারেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই চেম্বারের আফিসে পুত্রকন্যার জন্ম তিথি ও মনুর বিবাহ শাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্র একত্রে মিলাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করা হয়। এই কার্য্যের জন্য বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতকে মাহিনা দিয়া রাখা হইয়াছে।

সাগর।—(উঠিয়া) প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কেন? (উপবেশন)

রাম।—সাগর বাবু এ প্রশ্ন করিতে পারেন। বিবাহ কার্য্যে জন্মতিথি প্রভৃতি অনুসন্ধান করিতে হইবে বলিয়া এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতই উপযুক্ত। বিবাহের তিথি পুরাতন কাম্য। সে তিথি নক্ষত্র নির্দ্ধারিত করিতে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিচার করিতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতই প্রশস্ত।

সকলে।—(হাততালি) গভীর চিন্তার কথাই।

রাম।—(স্বগত) একটা হাততালি পাওয়া গেছে। অলমতি বিস্তরেণ। (প্রকাশ্যে) আর আমি অধিকক্ষণ আপনাদের আট্‌কাইয়া রাখিব না। উপসংহারে এই মাত্র বলি যে বিবাহ-ডাক সমাজের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং চিরদিনই আপনাদের সেবায় ব্রতী থাকিবে। (উপবেশন)

সকলে।—একটা গান, একটা গান, একটা গান।

রাম।—(উঠিয়া) (সকলের হাততালি দেওন) গীত।

কীর্ত্তনাঙ্গ।

আজি দেখে এলাম শ্যামরাজা গোবর্দ্ধনে।
নানা দ্রব্য অলঙ্কারে সাজায়েছে গোধনে॥
মিষ্টান্ন পকান্ন আনি, কৃষ্ণগুণ গায় শুনি,
মাগিয়ে আশীর্ব্বাদ নমে ব্রজ-বাসীগণে॥

সকলে। (হাততালি দেওন) চমৎকার গলা।

চড়ক।—অতঃপর আমার আর কিছু বলিবার নাই। মধুরেন সমাপ্ত হইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণ আগামী কাল শুনিবেন।

[সভাভঙ্গ ও প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

সোণা গাঁ। নগরবংশীর বৈঠকখানা।

নগর আসীন।

নগর।—(বিবাহ-ডাক পাঠ) এই যে বিবাহ-ডাকে আমার ছেলের বিবাহের সম্বন্ধের বিষয় লিখেচে। এই সঙ্গে বেঙ্গল-চেম্বার অফ ম্যারেজের বিবাহ প্রথার নিয়মাবলী দেওয়া হয়েচে। পাত্রকে নিজে বিচার করিয়া কন্যাকে পছন্দ করিতে হইবে। এই নিয়ম ভাল বটে। তবে ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হ'বে, কারণ বিবাহের পর শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি করাইবার নিয়মে বাধে। আর একটা নিয়ম দেখ্‌চি কন্যার পিতাকে পণ দিতে হইবে। পণপ্রথা উঠাইয়া দেওয়াই ভাল। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই এখন লেখাপড়া শিখিতেছে, অতএব কেহই অপরের উপরে টেক্কা দিতে পারিবে না।

(চারুর প্রবেশ।)

চারু।—মশাই একটা সুখবর শুনেচেন ?

নগর।—কি ? চাউলের দর চড়েছে না কি ?

চারু।—(হাসিয়া) যার যেখানে ব্যথা। আমি বল্‌ছিলুম বায়স্কোপ দেখ্‌বার সুবিধে হয়েছে।

নগর।—(হাসিয়া) ও তাই। তা ও আর সুখবর কি ?

(সাগর ও মধুর প্রবেশ)

আসুন, আসুন ; বসুন। চারুবাবু এক সুখবর এনেচেন শুনুন। আমি ত ও খবরের সু কিছু বুঝতে পাল্লুম না।

সাগর।—(হাসিয়া) চারুবাবু এমন কি খবর আনিলেন যে তার সু খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না।

চারু।—নগর বাবু এখন সব সু চালের বাজার দরে খুঁজবেন তাহ'লে কি করে পাওয়া যাবে। (হাস্য)

মধু।—আপনি কোথায় বল্‌চেন ?

চারু।—আমি বল্‌ছি বায়স্কোপে।

সাগর।—তাহ'লে কাযে কু দাঁড়াবে। কেন না বায়স্কোপে সব উল্টো হ'বে।

চারু।—তাই হ'য়েছে। বায়স্কোপে কু হ'লে ফলে সু হ'বে। চরণ দাস একটা বায়স্কোপ কিনেছে ?

মধু।—কে ? চরণ দাস ? ছবির থিয়েটার কিনেছে ?

নগর।—তার এ বাই হ'ল কেন ?

চারু।—হ'ল কেন ? বায়স কোপ। পয়সার গরম হ'লেই বায়ু বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে ?

নগর।—ছবির থিয়েটারের সে কি বোঝে ?

চারু।—সে বোঝবার মধ্যে বাঁদর নাচ বোঝে। শুন্‌তে পাই সে যখন তখন ফাঁক পেলেই বাঁদরের লড়াই দেখ্‌তে যায়। একদিন সুবিধে পেয়ে বাঁদরগুলো তার ঘাড়ে চেপেছে। তাদের

থিয়েটার ভাল চল্‌ছিল না। তারা কিছু টাকা মেরে ওর ঘাড়ে থিয়েটারটা চাপিয়ে দিয়েছে।

নগর।—নারাণ কি বলে? সে ত অপরকে টাকা ধার দিতে গেলে খত চায়। এতগুলো টাকা গেলো তার আর কথা নেই। আপনার বেলা আঁটিসুটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি।

সাগর।—হ্যাঁ, নারাণ একদিন খুব চেঁচাচ্ছিল যে তার টাকা কে নিয়েছে। চরণা ছোঁড়া বাপ্‌কে লুকিয়ে বোধ হয় এই কাণ্ড করেছে।

চারু।—নারাণ ওর বাবা কি না, সেও কম যায় না। সে শুনলুম মুক্ত ধোবানীর ছেলে শঙ্করাকে একটা ভাল জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেবে বলে বেশ কিছু টাকা মেরেছে।

নগর।—কোথায় বিয়ে দিচ্চে?

চারু।—সেটা এখনও প্রকাশ করে নি।

সাগর।—আপনার চাকর, গবা, জান্‌তে পারে। ঐ যে গবা আস্‌চে। ওকে জিজ্ঞাসা করা যাক্‌।

(গবার প্রবেশ।)

গবা, তুই জানিস্‌, শঙ্করা ধোবার কোথায় বিয়ে হবে?

গবা।—আজ্ঞে, না। সে কথা বার করে নি। তবে বাবু যদি বলেন তাহলে খোঁজ এনে দিতে পারি।

নগর।—হ্যাঁ। তুই ঐ খবরটা নিস্‌ ত?

গবা।—যে আজ্ঞা। আপনার চানের জল তৈয়ারী হ'য়েছে। চানের বেলা হ'য়েছে।

নগর।—চল, যাই।

গবা।—খবর পেলে আপনাদের বলব।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

রূপ গাঁ। মুক্ত ধোবানীর বাড়ী।

মুক্ত ও গবা আসীন।

গবা।—মুক্ত মাসী, আমাদের কাপড়গুলো যে চাই। দাদাবাবুর বিয়ে যে এল।

মুক্ত।—আর দেরী হবে না। কতক ইস্তিরি হয়েচে, কিছু বাকী যা আছে তা দুই তিন দিনের ভেতরেই হ'য়ে যাবে। আমিই দিয়ে আসবো।

গবা।—তুমি কেন, মাসী, শঙ্কর কোথা গেল ?

মুক্ত।—শঙ্কর আছে। সে একটু কাযে ঘুরে বেড়াচ্চে বলে তার সময় নেই।

গবা।—শঙ্কর তাহলে বেশ দুটাকা রোজগার কচ্ছে বল ?

মুক্ত।—শঙ্কর রোজগার বেশ করে। তবে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল।

গবা।—কেন ? শঙ্করের আবার খরচ কি ?

মুক্ত।—শঙ্করের এইবার বিয়ে দোব। বিয়েতে অনেক টাকা ঘটক মশাইকে দিতে হল।

গবা।—তোমাদের ঘরে কি বিয়েতে টাকা ঘটককে দিতে হয়? যাদের বাড়ীর কনে তাদের দিতে হয় না?

মুক্ত।—ঘটক মশাই একটি ভাল ঘরের মেয়ে পেয়েছেন কি না, তাই টাকা চাইচেন।

গবা।—ও, তাই বল! তা আমাকে আগে বল্লে আমি ঘটক মশাইকে ধরে করে কমাতে পার্ত্তুম। আমরা সব এক পাড়াতে বাস করি, মাসী, কিন্তু আমাদের না বলে কয়ে তুমি নদী পার হ'য়ে টাকা দিয়ে এলে? আমাদের মত তোমার উপর দরদ হ'বে তেমন কি আর ওপারের লোকের হবে?

মুক্ত।—তুমি ত এ পাড়া ছেড়ে গেছ। বরং তুমি এখন যে পাড়াতে আছে সেই পাড়াতেই কায হচ্চে। যাদের বাড়ী হচ্চে তা পরে দেখ্তেই পাবে।

গবা।—(হাসিয়া) হ্যাঁ তাইত বলি। তা মাসী এখন তবে যাই। কাপড়গুলো শীগ্‌গির দিও।

[গবার প্রস্থান।

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারাণ।—কোথা, মুক্ত?

মুক্ত।—ঘটক ঠাকুর, পেন্নাম হই। (ভূমিষ্ঠ হইয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করণ) আমাকে কি কর্ত্তে হবে, বলুন।

নারাণ।—(আস্তে, আস্তে) শঙ্কর কোথায় ?

মুক্ত।—সে এই খেয়ে শুয়েছে। বোধ হয় ঘুমিয়েছে।

নারাণ।—শঙ্করকে তুল্‌তে হ'বে যে। তার বে দোব এখন। তাকে শীগ্‌গির ডাক। এত সন্ধ্যায় ঘুমোয়।

মুক্ত।—তাইত, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে? কাহাকেও বলা হ'ল না যে? কিছু যোগাড় হয় নি।

নারাণ।—তোমার ঘরের কাছেই ত তোমার পুরুত ঠাকুর রয়েছে। তাকে সঙ্গে নিতে হবে। আর বাজে লোক এখন দরকার নেই। তুমি আর দেরী কর কেন? যোগাড় এর পরে হবে এখন।

মুক্ত।—তবে ডাক্‌চি।

(প্রস্থান ও শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

তোকে এখুনি বিয়ে কর্ত্তে যেতে হ'বে। মুখে জল দিয়ে এক খানা খদ্দেরি ভাল গরদের কাপড় নিয়ে পরে চল্।

শঙ্কর।—আমার এখনি বিয়ে হবে? বেশ চল।

[প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সোণাগাঁ—স্কুলবাড়ী।

বিবাহ আসর।

নারায়ণ, পণ্ডিত, বরযাত্রীগণ, কন্যাযাত্রীগণ, পুরোহিত উপস্থিত।

(রাখাল বেশে গবার প্রবেশ।)

গবা।—(নারায়ণকে সম্মুখে দেখিয়া) মশাই এ দিকে একটা গরু এসেছেল কি দেখেছেন ?

নারায়ণ।—কই, আমি ত বাবু দেখি নি।

গবা।—সে কি মশয়, একটা অত বড় গরু দেখ্‌তে পেলেন না ?

নারায়ণ।—গরু এলে তবে ত দেখবো ?

গবা। —আস্‌বে না ত যাবে কোথায় ?

নারায়ণ।—তোর ত ভারি কথা দেখ্‌তে পাই, তুই কোথাকার লোক ?

গবা।—আজ্ঞে আমি এখানকারই লোক বটি। আপনি চটেন কেন ? আমি গরিব মানুষ। গোরুটা হারালে গরু কোথায় পাব ?

নারায়ণ।—গরু হারাবে কেন? গরু খোঁজনা?

গবা।—আজ্ঞে আপনাকে যখন পেলুম, তখন আর খুঁজব কেন?

নারায়ণ।—আমি কি গরু নাকি? বেটার আস্পর্দ্ধার কথা কম নয়!

গবা।—(নাকে কানে হাত দিয়া) আজ্ঞে, ও কি কথা হল? আপনাকে কি গরু বল্‌তে পারি? আপনার লেজ কই?

নারায়ণ।—বেরো বেটা, নচ্ছার, ছুঁচো। (মারিতে উদ্যত)।

পণ্ডিত।—কি হয়েছে? (গবাকে দেখিয়া) তুই কে?

গবা।—মশাই, আমার গাইটা এ দিকে এসেছে কি?

পণ্ডিত।—এ বিয়ে বাড়ী। এখানে গাই খুঁজ্‌তে এসেচিস্।

জনৈক কন্যাযাত্রী।—(সম্মুখে আসিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা গরু সদর দরজায় ঢুকেছেল বটে, সকলে হ্যা, হো, কর্ত্তে সেটা চলে গেল।

গবা।—আহা, যদি গোরুটাকে একটু ধরে থাকতেন তাহলেই আমি এসে ধরে ফেল্‌তুম। একটুর জন্যে গোরুটা হাত ফস্কে গেছে।

(অন্দরে শঙ্খবাদন ও উলুধ্বনি।)

একি! এখানে বে হচ্ছে নাকি?

(অন্দর হইতে টোপর পরিয়া বরের প্রবেশ।)

বেই ত বটে ? টোপর মাথায় দিয়ে বর বেরুল দেখ্‌ছি। কেমন বর দেখি। বাঃ এ যে আমাদের চেনা বর মনে হচ্চে।

জনৈক বরযাত্রী।—তুই বুঝি এক পাত লুচি খাবার মত্‌লবে বরকে চিন্‌তে পাচ্ছিস্ ?

গবা।—হ্যাঁ, চিনিচি। এ যে শঙ্কর ধোবা।

কন্যাযাত্রী।—সে কি ? সুরুই বাড়ীতে এ বর কেন ?

(গোল উঠিল ও বর পলায়ন। বরযাত্রীগণের বেগে পলায়ন।)

কন্যাযাত্রীগণ। (চিৎকার করিতে করিতে) ধর বেটাদের পুলিশ, পুলিশ।

[প্রস্থান।

(বুড় গবার প্রবেশ।)

গবা।—কে, বাবা ? এখানে কেন ?

বুড় গবা।—এই যে তুই আছিস্। তোকে দেখে আমার পরাণটা বাঁচ্‌লো। আমি বিয়ে বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

গবা।—কেন, কি হয়েছে ?

বুড় গবা।—তোর বাবুর বাড়ী শুনে এলুম এই দিকে কোথায় তুই বিয়ে দেখ্‌তে এসেছিস। আমি তাই খুঁজে খুঁজে এলুম।

গবা।---এখানে বুড় মাথায় ঝুনো ভেঙ্গে সুরুইদের জাত খেতে শঙ্কর ধোবা এসেছিল।

বুড় গবা।—সে যাই করুগ, এখন আমরা দুপাত লুচি পাব না ?

গবা।—(বুড় গবাকে টানিতে টানিতে) এস এস পালাই। এখানে সব লোক হন্নে হয়েছে ; আমাদের কামড়াবে। এ সব সেই পিশাচটার কাণ্ড।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সোনা গাঁর পথে নদী।

(চেলীর কাপড় পরিয়া শঙ্করের দৌড় ও পশ্চাতে কন্যাযাত্রীরা ধাবমান।)

শঙ্কর।- (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) চেলীর কাপড় পরে দৌড়ান যাচ্চে না, বেটারা ধরে ফেল্‌বে। এই বারে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া যাক্। (নদীতে লম্ফ প্রদান)

কন্যাযাত্রীরা।—(নদীর তীরে) বেটা কোথায় গেল। বেটাকে ভূতে ধল্লে, না কি ? যে অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্চে না। মরুকগে বেটা, শেষে কি আবার আমাদের ভূতে ধর্‌বে।

(পথিক লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ।)

মহাশয়! বাঁচলুম। আপনার আলোটা একবার ধর্বেন?

পথিক।—কি হয়েছে, এত লোক অন্ধকারে কি কচ্চেন? এত লোকের কেউ একটা আলো আনেন নি?

কন্যাযাত্রী।—আলো আনবার সময় পেলেত আনব। বেটা রাখাল দেখে হঠাৎ চোঁচা দৌড়! আমরা আগে জানতে পাল্লে সদর দরজায় চাবি দিয়ে রাখতুম, তাহলে বাছাধন আর কোথায় যেতেন।

পথিক।—গরু দৌড় দিল, তাকে আপনারা সবাই ধত্তে এসেছেন!

কন্যাযাত্রী।—গরু নয় মানুষ। বেটা বর হ'য়ে বে কত্তে এসেছিল।

পথিক।—বে কত্তে এসে পালাল? এই দিকে এসেছিল?

কন্যাযাত্রী।—রূপগাঁ থেকে একটা লোক আমাদের গ্রামে সুরুই বাড়ী বিয়ে কত্তে এসেছিল। সেটা যে গুরু নয় তা কেউ জানত না। স্ত্রী আচার করে বর যেই বারবাড়ীতে বেরিয়েছে, সেই সময় একটা রাখাল গরু খুঁজতে এসেছিল সে বর দেখে বলে উঠ্‌ল "এযে শঙ্কর ধোবা"। যাই বলা অমনি বর চট্‌পট্‌ দরজার দিকে গিয়েই গায়ের কাপড় ফেলে দৌড়। হঠাৎ লোকে ভ্যাবা চ্যাকা লেগে কি কর্বে ঠিক কত্তে পাল্লে না। আমরা কয়জনে বেটার পেছু নিলুম। বেটা এই দিকে

দৌড়ে এল, কিন্তু নদীর ধারে এসে অন্ধকারে কোন দিকে গেল আর দেখা যাচ্চে না।

পথিক।—রূপাগাঁর শঙ্কর ধোবা? সে বেটা মহা বদ্‌মায়েস। সিঁদুর দেয় নি তাই রক্ষে। সে বেটা নিশ্চয় নদীতে পড়ে পালিয়েছে। যাক্, কাল খুব ভোরে গিয়ে সে বেটার বাড়ী ঘেরাও কল্লেই হ'বে। এখন সকলে বাড়ী যান।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রূপা গাঁ। বীরভূষণ পান্নার বাটী। বৈঠকখানা।

বীরভূষণ, নগর বংশী ও চারু আসীন।

বীরভূষণ।—আমার কন্যার সহিত বিবাহে কি আপনার পুত্রের মত হয়েচে?

নগর।—আজ্ঞে হাঁ, মত হ'বে কি? সে ছেলে ত আমার কথার অবাধ্য নয়। আমায় যখন মত তখন তাহারও মত আছে।

বীরভূষণ।—ঘটক মহাশয়ই তবে যে বল্লেন ছেলে বে কর্ত্তে চায় না।

নগর।—না, না, কোন কালেই আমার ছেলে বলে নাই যে সে বিয়ে কর্ব্বে না।

(নারায়ণ দাসের প্রবেশ।)

এই যে ঘটক মহাশয় এসেছেন। আসুন (নমস্কার) আপনি কোথা থেকে শুনেছিলেন যে আমার ছেলে বিয়ে কর্ত্তে চায় না ?

নারায়ণ।—(অপ্রতিভ না হইয়া) আপনার চাকর গবা বল্‌ছিল।

নগর।—আচ্ছা গবাকে ডাকাচ্ছি। (উঠিতে উদ্যত)

বীরভূষণ।—নগর বাবু, বসুন বসুন। কথাটা ভাল করে শোনা হউক। (নারায়ণের প্রতি) আচ্ছা ঘটক মহাশয়, গবা কি ঐ কথা আপনাকে বাড়ীতে গিয়ে বলে এসেছিল ?

নারায়ণ।—আমাদের বাড়ী গবা যাচ্ছিল বটে। পথেই আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম "তোর বাবুর ছেলের বিয়ে ক'বে হচ্চে।"

নগর।—গবা কি বল্লে।

নারায়ণ।—গবা বল্লে "আদার ব্যাপারী আমি জাহাজের খবর রাখি না মহাশয়।"

নগর।—তার পর কি বল্লে ?

নারায়ণ।—তার পর বল্লে, "কি জানেন বাবু, পাঁঠার ব্যবসা যদি কর্ত্তুম তা'হলে লাভের আশা কর্ত্তুম।"

বীরভূষণ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) (নগরকে বিশেষ অপ্রতিভ দেখিয়া) তার পর ?

নারায়ণ।—ঐ কথা বলে গবা গম্ভীর মেজাজে আপনা আপনি কি বক্‌তে বক্‌তে চলে গেল। আমি তাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল মনে কল্লুম না।

চারু।—নগর বাবুর ছেলে যে বিয়ে কর্ব্বে না একথা তাহলে গবা বলে নি?

নারায়ণ।—গবার কথা থেকে আপনি ও কথা বুঝ্‌তে পাল্লেন না? আপনি গবাকে চিন্‌তে পারেন নি।

চারু।—আপনিই বা কি বেশী চেনেন?

নারায়ণ।—তা চিনি বৈকি। আমার বাড়ীতে গবা ছোট বেলা থেকে মানুষ, আমি তাকে চিনি না?

চারু।—আচ্ছা আপনি বলুন দেখি, পরশু আমাদের গ্রামের স্বরুইদের মেয়ের বিয়ের সময়ে যে রাখাল গিয়ে আপনার জাত ভাঁড়িয়ে শঙ্কর ধোবার বিয়ে দেওয়ার কেলেঙ্কারীর হাঁড়ি হাটের মাঝে ভেঙ্গে দিয়ে এলো, সে কে?

নারায়ণ।—(মুখ মুছিয়া) তাকে আমি খুব জানি। সে ছোঁড়াটা সেই দিন দিনের বেলা আপনাদের গ্রামের সরকারি বাগানে গরু খুঁজতে গিয়ে আমায় দেখ্‌তে পেয়ে আমার দুটো পায়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কান্না। আমি যত বলি "ওরে কেরে? কাঁদিস কেন? আমার পা ছাড়্‌না?" সে তা কিছুতেই শুনবে না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্‌তে তবে ছোঁড়া পা ছেড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে তার গরু খুঁজে

পাচ্ছে না। তখন আমি আবার বুঝিয়ে বলে দিনু যে "দেখ্ ঐ দিকে কোথাও গরুটা আছে।"

চারু।—ও, তাই বুঝি সে স্বরুইদের বাড়ী গরু খুঁজতে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ? সে রাখাল আর কেউ নয়, সে গবা।

নারায়ণ।—এঁ সে গবা ! দিনের বেলায় আমি তাকে ধর্ত্তে পাল্লুম না ? সে বেটা কি ভেল্‌কি জানে না কি ?

বীরভূষণ।—ঐ বিয়ে আপনার কর্ম্ম। সরে পড়্, সরে পড়্ সরে যা, বেরো, বেরো, বেরো, বেরো (নারায়ণের ব্যস্ত-ভাবে উঠিয়া পলায়ন।)

নগর।—যেমন বদমায়েস তেমনি হ'য়েচে।

বীরভূষণ।—বেটার হ'ল কই। বেটাকে আমি সহজে ছাড়ব না। বেটা মেয়ের বাপের উপর অত্যাচার করে কেঁপে উঠেছে। ওর ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে তবে ছাড়ব।

(কুড়িরামের প্রবেশ)

কুড়িরাম।—একি ! এত রেগে উঠ্‌লেন কেন ?

নগর।—আপনি ও ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ কর্ব্বেন কেন ? ওর ছেলেই ওর ভিটেতে হত্তেল ঘুঘু ছেড়েচে। ওর জন্যে আমাদের কাযে ব্যাঘাৎ না হয়।

বীরভূষণ।—বেটা ছোঁড়া হ'য়ে এত বড় আস্পর্দ্ধা রাখে যে অত বড় একটা গুরুতর দোষের কায্ করে অনায়াসে

আমার বাড়ীতে এসেচে ? ধোবার ছেলেকে সুরুইদের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে গিয়েছিল তাত আমি জানতুম না। জানলে কি ওবেটাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিতুম ?

কুড়িরাম।—আপনি একটু শান্ত হউন। আমি ওবেটার বন্দোবস্ত কচ্চি।

বীরভূষণ।—আঃ। দেখুন, নগরবাবু, আসামের স্থানে স্থানে হাওয়ায় জোঁক উড়ে বেড়ায় এবং সকল জীব জন্তুর খোলা গায়ের ওপর মাথার ওপর পড়ে, চুলের ভেতর ঢুকে রক্ত খেয়ে লাল হ'য়ে যায়। ঘটক বেটারা সেই রকম উড়ো জোঁক। সমাজের খোলা মাথার উপর বসে সমস্ত রক্ত শুষ্‌চে। নারাণে বেটার এত বাড় হ'য়েচে যে বেটা জাত জন্ম মানে না। বেটাকে এদেশ থেকে ভিটে মাটি চাটি করে না তাড়ালে রক্ষা নাই।

নগর।—আমার এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। বেটা টাকা করেচে, এখন জাতে উঠে যেতে চায়।

কুড়িরাম।—অতি বাড় হয়েচে, ও ঝড়ে পড়ে যাবেই।

বীরভূষণ।—বেটা ঠকিয়ে জাত মার্তে গেছল, এই দোষে গ্রামের সকলে তাকে একঘরে করা হক। যতদিন না ও সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে উঠে যায় ততদিন তাকে একঘরে রাখা হক।

নগর।—তা বেশ। এ সময়টা সুবিধা হ'বে। আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহে ও লোকটাকে নিমন্ত্রণ করা হবে না।

বীরভূষণ।—বেটা অনেককে টাকা ধার দিয়ে বশ করেছে। তারা ওর বিপক্ষে যেতে সাহস কর্ব্বে না।

নগর।—(কম্পিত স্বরে)—হাঁা তা বটে। কিন্তু টাকা ধারের সঙ্গে জাতের কথার সঙ্গে কি সম্পর্ক? যে টাকা ধার নিয়েছে সে টাকা যথাযথ সুদে আসলে শোধ দেবে। টাকা ধার করেছে বলে কেউ ত আর তার কাছে জাত বিকোয় নি? আচ্ছা আমি এ বিষয় দেখব। এখন আসি। (নমস্কার)

[নগরবংশীর প্রস্থান।

কুড়িরাম।—কিছু একটা না করিলে জাতকুলও থাকে না। পৈতৃক জাতটা রাখা দায় হয়ে উঠেছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সোনা গাঁ। নগরবংশীর গৃহ। কক্ষ।

নগর ও মেনকা আসীন।

মেনকা।—কনের বাপ ছেলেকে পাকা দেখে পরে না কি বেশী খরচ পত্র কর্ব্বে না। তবু কি ঐখানেই আমাদের নীরদের বিয়ে দেওয়া উচিত?

নগর।—এখনকার নিয়মে পরে দেবার কিছু থাকে না। এখন আর বিয়ে কাঁচিয়ে দেওয়া যায় না।

মেনকা।—এখনকার হাল ফ্যাশানে ছেলেয় বিয়ে দিতে

গিয়ে তেমন কিছু যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমার বাপের বাড়ীর মতন পুরাণ ধরণে বিয়ে দিলেই হয়?

নগর।—কথাটা ঠিক বলেছ বটে। তবে কি জান যে ঘটক এই বিয়ে ঠিক করেছে সে লোক বড় সোজা নয়।

মেনকা।—ঘটক সোজাই হোক আর বাঁকাই হোক তার জন্যে ছেলের বিয়ের কি গোল হবে?

নগর।—ঘটকটাই গোল পাকিয়ে আনছিল। ভাগ্যিস সেদিন চারুবাবু ও আমি বীরভূষণ বাবুদের বাড়ী গেছলুম তাই গোলের কথাটা জানতে পাল্লুম। নারাণে বীরভূষণবাবুকে বলেছিল যে আমার ছেলের বিয়ে কাত্তে ইচ্ছে নেই।

মেনকা।—ওকথা বলে ঘটকের কি লাভ হত?

নগর।—লাভ এই যে বীরভূষণবাবুকে গোচড় দিয়ে কিছু টাকা বার করে নেবে।

মেনকা।—সে ত আমাদেরই সুবিধে ছিল।

নগর।—আমাদের সুবিধের জন্যে বলেনি। সে নিজে কিছু টাকা আত্মসাৎ করেছেল।

মেনকা।—আমাদের ছেলের বিয়ে, আমরা কিছু পাব না। সে ঘটক হয়ে টাকা মার্বে। আস্পর্দ্ধা ত খুব।

নগর।—আজকাল ত ঐরকমই হ'য়েচে। সে হাজার টাকা নেবে। আমরা পাঁচ হাজার টাকা দোব।

মেনকা।—সে লোকটাকে দূর করে দাও।

নগর ।—সে ব্যবস্থাই করে এসেছি। সেদিন বীরভূষণ বাবুর বৈঠকখানায় চারুবাবু কথায় কথায় নারাণকে বলিয়ে নিয়েছিল যে মুক্তর ছেলেকে সে জুচ্চুরি করে আমাদের গ্রামের সুরুইদের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছ্‌ল।

মেনকা ।—(হাসিয়া) ওকথা ত দেশময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

নগর ।—বীরভূষণ বাবু শোনেন নি। শঙ্করার কীর্ত্তির কথা শুনিবামাত্র তিনি নারাণেটাকে কুকুরের মত দূর দূর করে তখনই তাড়িয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন। এখন তাকে দেশ থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা হচ্চে।

মেনকা ।—(হাসিতে হাসিতে) আমি সেদিনে গবার কাছে শুনেই বুঝেছিলুম যে রূপাগাঁর লোকেরা নারাণকে সহজে ছাড়বে না। তার পরদিন সুরুই বাড়ী থেকে অনেকগুলো লোক রূপাগাঁতে গিয়ে শঙ্করার সন্ধান করেছেল ! কিন্তু শঙ্করা লুকিয়ে ছিল ; তারা ধর্‌তে পারে নি। তারা নারাণকে ধরতে গিয়েছেল। তাকেও খুঁজে পায়নি।

নগর ।—আমার বোধ হয় তারা বাপ্‌বেটায় বাড়ীতে চাবি দিয়ে অন্য কোন জায়গায় সরে গেছে।

মেনকা ।—গবা বলছিল তারা নাকি কাশী পালিয়েছে। গবা ষ্টেশনে গিয়ে তাদের গাড়িতে উঠ্‌তে দেখে এসেছে ওকথা

নগর ।—গবা বোধ হয় ফেরিবালা সেজে গেছল। কারণ

একজন বল্‌ছেল যে সেদিন একজন ষ্টেশনে গিয়ে ঢেঁকি বেচতে বেচতে এক দিশী সাহেবকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছেল। শুনলুম সেই গাড়ীতে পদ্ম ঘটকীটাও ছেল।

মেনকা।—সে মাগী সস্তায় কিস্তি পেয়ে বোধ হয় কাশীটা বেড়াতে গেল।

নগর।—দেখ, কখন কার বরাতে কি থাকে। (পদ শব্দ) কে আসচে বুঝি।

[নগরের প্রস্থান।

(কালিন্দীর প্রবেশ।)

মেনকা। (উঠিয়া) আসুন, আসুন, আমার বাড়ী পবিত্র হল।

কালিন্দী।—ও কি কথা। আমি মেয়ের মা, আমি ত আপনার বাড়ীতে আস্‌বই।

মেনকা।—এখন আর মেয়ের মার অনাদর করবার যো নেই। এখনকার মেয়ের মা কলেজে গিয়ে নলেজ পেয়ে আগেকার মত আর মাটির ঢিপির মত চোখ রাঙ্গানীর ভয়ে গলে যান না। (হাস্য)

কালিন্দী।—ও সব ছেলের মাই পথ দেখিয়েছেন। (হাস্য)

মেনকা।—আপনার বাটীর সকল কুশল ?

কালিন্দী।—ভগবানের কৃপায় একরকম সব ভাল। আশা করি আপনার সমস্ত মঙ্গল।

মেনকা।—ঈশ্বর একরূপ বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেদিন কর্ত্তা

বাড়ীতে এসেই একেবারে একগা ঘেমে শুয়ে পড়লেন। দুখানা তিনখানা ফ্যান খুলে দিয়ে, মুখে হাতে জল দিয়ে, একটু পরে তবে উঠে বস্‌লেন।

কালিন্দী।—(আশ্চর্য্য ভাবে) হঠাৎ তাঁর শরীর এরূপ খাবাপ হবার কারণ কি ?

মেনকা।—অন্য কিছু নয়। রাস্তায় কাহার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে ছিলেন এমন সময়ে হঠাৎ সেইখানের একটা বট গাছের উপর নজর পড়ে একটা কি ভয়ঙ্কর হাত না কি দেখ্‌তে পান। তাইতেই কেমন হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

কালিন্দী।—ওটা কি রকম হল, বোঝা গেল না। যাক্‌, আজ তিনি ভাল আছেন ?

মেনকা।—হাঁ, আজ ভাল আছেন।

কালিন্দী।—বড় কায আছে। একবার ছেলেটীকে আন্‌তে বলেন যদি।

মেমকা।—হ্যাঁ, বলি। ও চাঁপা, নীরদকে নিয়ে আয় ত ?

চাঁপা।—(ভিতর হইতে) আজ্ঞে, যাই মা ঠাকরুন।

(নীরদ বংশীকে লইয়া চাঁপার প্রবেশ।)

নীরদ।—মা, আমি কি ইঁহাকে প্রণাম করিতে পারি ?

মেনকা।—হ্যাঁ, বাবা, ইঁহাকে প্রণাম কর।

(নীরদবংশীর প্রণাম করন।)

কালিন্দী।—বস, বাবাজী। বাবাজীর কতদূর লেখা পড়া করা হয়েচে ? গান বাজনা জান ? (মেনকার প্রতি চাহিয়া)

নীরদ।—আজ্ঞে। (প্রণাম করন)

মেনকা।—লেখা পড়া কি করেচ, বল।

নীরদ।—চাঁপা আমার সার্টিফিকেটের বাক্সটা আন্।

(চাঁপার প্রস্থান ও বাক্স লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

মেনকা।—(বাক্স খুলিয়া) দেখুন, আমার ছেলে কত পাশ করেছে।

নীরদ।—লেখা পড়া ছাড়া খেলাবার জন্যও সার্টিফিকেট আছে।

কালিন্দী।—(হাসিয়া) এইবার বিয়ের সার্টিফিকেট পেলেই সুখে ঘর কন্না কর্ত্তে পার্ব্বে। (সার্টিফিকেট দেখা) তোমার সার্টিফিকেট সব দেখে বড় আহ্লাদিত হলুম। আচ্ছা, এখন উঠে দাঁড়াও দেখি। (নীরদ দণ্ডায়মান।)

হাঁ, বেশ শরীর আচ্ছা বস বাবা। জীবনে তুমি উন্নতির পথে অগ্রসর কর্ব্বে।

নীরদ।—(উপবেশন করিয়া) আমাদের কলেজে এখন ফুটবল খেলায় যোগ দেওয়ার নিয়মটা অবশ্য প্রতিপাল্য করা হয়েছে বলে আমরা সকলেই বেশ হাঁটিতে, দৌড়িতে পারি।

এখন সব দূর হ'তে হাঁটার প্রতিযোগিতা হয়। তাতে মেডেল দেওয়া হয়। আমার দশখানা মেডেল জমেচে।

কালিন্দী।—বাঃ। আচ্ছা ' তুমি এখন কি কর্ম্ম কচ্চ ?

নীরদ।—আমি এখনও তেমন কোন ভাল কাজের উপযুক্ত হই নি। তাই আমি এখন গরু চরাই।

কালিন্দী।—কেন, গরু চরাবার কি দরকার ?

নীরদ।—আমি গরু চরাই, তার কারণ গরুর বিষয় শিখ্‌তে হয়। গোপালন আর্য্য ধর্ম্ম ছিল।

কালিন্দী।—এখনও কি গো পালন দরকার ?

নীরদ।—বাঙ্গলার শেষ ধর্ম্মবীর শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের মতানুসারে ভগবানের বৃন্দাবন লীলাই শেষ। এখনও সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গে আচরিত হইতেছে। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মানুসারে সকল বালকেরই গোচারণ ও সকল গৃহস্থেরই গো পালন বিধি প্রশস্ত। গো মাতা দুগ্ধ দিয়া শিশুর প্রাণ রক্ষা করে ও বলদ দিয়া শস্য উৎপাদন করাইয়া সকলের শরীর ধারণের আহারীয় বস্তু যোগায়।

কালিন্দী।—(ঈষৎ হাসিয়া) গো পালনের পর তুমি কি কর্ব্বে ?

নীরদ।—তারপর চাষ কর্ব্ব।

কালিন্দী।—তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ভাল। আচ্ছা, তুমি

এখন যেতে পার। (নমস্কার করিয়া নীরদের প্রস্থান।) ছেলেটি দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল। তবে—

মেনকা।—ভাল বলে ভাল। অমন ছেলে মেলা ভার।

কালিন্দী।—আমি বল্‌ছিলুম স্বভাব চরিত্র—

মেনকা।—স্বভাব অতি চমৎকার। ধীর, নম্র, বিনয়ী, সত্য-বাদী, তেজস্বী, ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। অমন চরিত্রবান দ্বিতীয় দেখা যায় না।

কালিন্দী।—চরিত্রই মানুষের একমাত্র সম্বল। চরিত্র ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে থাকে না।

মেনকা।—হ্যাঁ চরিত্র নারীর রক্ষা কবচ।

কালিন্দী।—আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে অতিশয় আনন্দ লাভ কল্লুম। এখন অনুমতি হ'লে উঠি।

(চাঁপা জলখাবার লইয়া প্রবেশ।)

ও কি! আমি এই খেয়েই বেরিয়ে এসেছি! আমি আর খেতে পার্ব্ব না।

মেনকা।—সে হচ্ছে না। আমার বাড়ীতে ত খান নি।

[হাস্য।

কালিন্দী।—তা খাই নি বটে।—

মেনকা।—(হাসিয়া) ও মৌন সম্মতি লক্ষণ। চাঁপা শিগ্‌গির আসন পেতে দে?

(চাঁপার আসন পাতিয়া খাবার ও জল দেওন।)

আসুন, বসুন।

কালিন্দী।—(আসনে বসিয়া) চার রকম রঙ্গের চারটী খাবার দেখ্‌ছি যে; এতে কিছু ফাঁদ পেতেছেন বোধ হচ্চে। হাত দিতে ভয় কচ্চে।

মেনকা।—আমাদের সোণা গাঁয়ে সবই একটু রঙ্গীন। খাবারও তাই। রং দেখিয়ে খদ্দের ধরার ফাঁদ বটে। তবে 'ওতে ভয় কিছু নেই। রঙ্গের গোলাম 'ওতে নেই। (হাস্য)।

কালিন্দী।—ভয় হয় যে পাছে বিবি ধরা ফাঁদে পড়ে যাই। (হাস্য)।

মেনকা।—বিবি ধরে এমন কে এখানে আছে? আমরা দিন মজুরের মত দিন আনি দিন খাই। ফাঁদ পাতিবার ক্ষমতা থাক্‌লেত আপনি ফাঁদে পড়বেন। (হাস্য)

কালিন্দী।—মেনকার ফাঁদে পড়ে বিশ্বামিত্র মুনিরই তপ ভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছিল, ত আমি কোন ছার। (হাস্য)

মেনকা।—সে ত বহুকালের কথা। কিন্তু বাঁশীর গান শুনে যে কালিন্দী ধড়মড়িয়ে উজান বয়ে গিয়েছিল তা কি ভুলে গেছি। (উচ্চহাস্য)

কালিন্দী।—(হাসিয়া) সে কাল গেছে। এখন আর তেমন বাঁশীও বাজে না। যমুনায় আর সে বানও ডাকে না। এখন

যমুনায় চড়া পড়ে গেছে। (একটু সন্দেশ ভাঙ্গিয়া মুখে দিয়া জল খাইয়া উঠিয়া পড়িল)। তবে ভাই আজ বিদায় হই।

মেনকা।—প্রার্থনা করি এই আনন্দ যেন চিরস্থায়ী হয়। (হাসিতে হাসিতে ডিবা খুলিয়া তাম্বুল দেওন ও কালিন্দীর তাম্বুল চর্ব্বণ)।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বিবাহ ডাক আপীস গৃহ।

নারায়ণ, কাণাকড়ি ও পণ্ডিত আসীন।

নারাণ।—আজ কাল মেয়ে পাওয়া দায়। আমার বিবাহ ডাক কাগজ পড়লে আপনারা জান্‌তে পার্ব্বেন যে ছেলের চেয়ে পছন্দসই মেয়ের সংখ্যা কত কম।

কাণাকড়ি।—অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা ছেলের চেয়ে কি কম হ'তে পারে? তাহালে আমাদের শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যাবে। অন্য দেশে যাই হোক্ আমাদের দেশে বিবাহ যোগ্য ছেলে পাওয়া যাবেই। ছেলে কম জন্মালে ষাট বছরের বুড়ো পর্য্যন্ত বিয়ে কর্ত্তে প্রস্তুত আছে। ধর্ম্মরাজ সব দিক দেখে তবে দূত পাঠান, কারণ এই কাযের জন্য ধর্ম্মরাজকে একবার বড় লাঞ্ছনা পেতে হ'য়েছিল। "একবার এক শিবভক্ত ব্যাধ মরিয়া ছিল। যথাসময়ে যমদূত আসিয়া তাহাকে ধরিল। এমন সময়ে শিব

দূত সেই ব্যাধকে আনিতে গেল। যমদূতে ও শিবদূতে কলহ হ'তে শিবদূত যমদূতকে মারিয়া ফেলিল। এই ব্যাপার জান্তে পেরে যম শিবের দরজায় উপস্থিত হ'ল। নন্দি গিয়ে শিবের নিকট সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করিল। শিব নন্দিকে দিয়া যমকে বলে পাঠালেন যে ব্যাধ যদিও চিরজীবন পাপকর্ম্ম করেছিল তথাপি শিবরাত্রির তিথি প্রভাবে তাহাকে শিবলোকে আনা হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া যমরাজ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে নন্দিকে নমস্কার করে যমপুরে ফিরে গেল।" তদবধি যম বিধাতাকে জিজ্ঞাসা না করে এই দেবলীলাভূমি ভারতবর্ষে দূত পাঠান না। বিধাতার হাতে জন্ম দিবার ভার আছে। তাই ছেলের ভাগ যদি কম জন্মায় তাহালে আন্দাজ ঠিক রেখে বুড়ো বর রাখতে হয়।

পতিত।—এত যদি বন্দোবস্ত আছে, তবে আমার মেয়ের বিয়ে অর্দ্ধেক হ'য়ে আট্‌কে গেল কেন?

নারাণ।—ও রকম আট্‌কাইলে বিবাহ অশুদ্ধ হয় না। সেদিন লগ্ন নিরূপণ ঠিক হয় নাই, বলেই বিবাহটা বিধাতা স্থগিত করিয়ে দিলেন। রাখাল বেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে আপনার বাড়ী পবিত্র করে গেছেন।

পতিত।—(ভীত হইয়া) বলেন কি, দেব-লীলা বলেই আমরা সকলে হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিলুম।

নারাণ।—আপনার কন্যা অতি সুলক্ষণা বলেই স্বয়ং ভগবান এসে অশুভক্ষণে বিবাহ স্থগিত করেছিলেন।

পতিত।—আচ্ছা, এখন সে বিবাহ কি করে সম্পূর্ণ করা যায়, বলুন ? ঐ ছেলের সঙ্গেইত হবে ?

নারাণ।—হাঁ। ঐ ছেলেই আপনার কন্যার যোগ্য পাত্র। জাত্যাংশে খুবই ভাল।

পতিত।—সে ধোবা। তাহালে সে কি করে ভাল হ'বে।

নারাণ।—না, না, সে ধোবা নয়। সে ধোবার কায করে মাত্র। সে হ'ল নিতাই ভোঁড়ের পৌত্র, সাধু ভোঁড়ের পুত্র। জানা ঘর। শাস্ত্রে তাদের বংশের উল্লেখ আছে। বলা আছে— "সর্ব্বদোষ হরেৎ গোরা। সুরুই ভোঁড়েন যুজ্যতে।"

কাণাকড়ি।—বাঃ। দেখ্‌লেন মশাই। উনি যে বিবাহ দিচ্ছেন তাতে কি তিলার্দ্ধ গোল থাক্‌তে পারে ?

নারাণ।—সেদিন, কন্যাযাত্রী কয়েকজনই গোল তুল্‌লে বলে বর ভয়ে পালাল। বর অতি ভাল ছেলে। লজ্জায় সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মর্ত্তে গিয়েছিল। আপনার কন্যার বরাতে সে সময়ে নদীতে লোক ছিল তারা তাকে ধরে কাপড় ছাড়িয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিল।

পতিত।—যাক্, ভগবান আমার মুখ রক্ষে করেছেন। তা না হ'লে অর্দ্ধেক একাদশী করে মেয়েটাকে জীবন কাটাতে হ'ত। এখন ক'বে বিবাহ কার্য্য শেষ করা যায় বলুন।

নারাণ।—(উঠিয়া পঞ্জিকা লইয়া দেখিয়া) শুভস্য শীঘ্রং। আজ খুব ভাল দিন আছে। আজই আমি বর নিয়ে আপনার

বাড়ীতে যাব। কাহাকেও বাড়ীতে ঢুকিতে দিবেন না। বর বামুন ও আমি গেলেই দোরে চাবি দিয়ে বিবাহ কাযটি সেরে তবে অন্য কথা। এখন আপনি গিয়ে সব যোগাড় করে রাখুন গে। আমি এঁর সঙ্গে কথাটা শেষ করে ফেলি।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

কাণাকড়ি বাবু, দেখুন আপনার জমজ মেয়ের জমজ বর দরকার। জমজ বর এক জোড়া আমার সন্ধানে আছে। কিন্তু তারা আপনার চেয়ে নীচুঘর।

কাণাকড়ি।—নীচু ঘর, কি রকম ?

নারাণ।—তাদের পয়সা কড়ি আপনার চেয়ে কম। জানেন ত আজ কাল ঘর বড়, কি ছোট, তা পয়সার ওজনে হয়।

কাণাকড়ি।—তা বটে। কিন্তু জমজ বর ত আর যেখানে সেখানে মেলে না। তাহালে আমার মেয়েদের বিয়ে এখন হয় না; বলুন ?

নারাণ।—ঐ বরেতেই হতে পারে যদি আপনি কিছু টাকা খরচ করে তাঁদের ঘরটাকে আপনার সমান করে নিতে পারেন।

কাণাকড়ি।—আমি এত টাকা কোথায় পাব যে দুটো মেয়ের বিয়ে সমান ঘরে দিতে পারি ?

নারাণ।—দিতে পারিলে আপনার কাযটা গৌরবের হয়।

কাণাকড়ি।—তা দিতে গেলে আমায় দেনদার হতে হ'বে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেনদার হওয়াটা আমার মত নয়।

নারাণ।—জোড়া মেয়ের বিয়ে দিবেন অথচ টাকা কিছু খরচ কর্ব্বেন না ?

কাণাকড়ি।—মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন লোকে টাকা পেয়ে বড় মানুষ হ'য়ে যাচ্চে, আর আমাকে খরচ কর্ত্তে বল্‌ছেন। কেরাণীর কপাল এমনিই বটে। উপস্থিত যা দেখ্‌চি তাতে আমাকে নীচু ঘরে করাই উচিত।

নারাণ।—তাই মত করেন যদি তাহালে আমার ঘটকালি এক শত টাকা দিতে হ'বে।

কাণাকড়ি।—আমি আপনার আপীসের কেরাণী। আপনি কোথায় আমাকে এই কাযে কিছু সাহায্য কর্ব্বেন না উল্টে ঘটকালি চাইচেন।

নারাণ।—কেরাণীকে সাহায্য কোন কালে কেউ করে না। কেরাণীকে সাহায্য করা মানে আপীসের লোকসান। ঘটকালির টাকা যোগাড় না কল্লে মেয়ের বিয়ে হ'বে না।

কাণাকড়ি।—যদি একান্তই না ছাড়েন ত আর কি হ'বে। আমাকে টাকার চেষ্টায় ঘুরে দেখ্‌তে হবে।

[কাণাকড়ির প্রস্থান।

নারাণ।—(স্বগতঃ) নগর বংশীর ছেলের বিয়েতে হাজার টাকা পাওয়া যাবেই। তার আর ভুল নাই। খত মজুত। কাণাকড়িকে ঘুরিয়ে কিছু যোগাড় করা চাই। হুঁ এখন যেমন কাল পড়েচে, তেমনি তাল দিতে না পাল্লে আসর জমান যায়

না। ছেলের বাপ যেন নিজে মেয়ে বিয়ে না করেই ছেলের বাপ্ হয়েচে, তাই এখন ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে পরের মেয়ে নিতে মহা আপত্তি, ওজর, ব্যাজার, গুমোর, উলুবেড়ের তোলোর মতন মুখ, করে বসে। দেখিতে হ'বে যেখানে ঘটক থাকে না সেখানে ছেলে পার হয় কিসে ?

(পদ্ম ঘটকীর প্রবেশ।)

পদ্ম।—ঘটক মশাই পেরনাম হই। (প্রণাম করণ)

নারাণ।—দেখ পদ্ম, আর দুই মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছি।

পদ্ম।—(আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া) বেশ হয়েচে। আমি এই ভাবিতে ভাবিতে আসছিলুম যে আর দুএকটা সম্বন্ধ যোগাড় না হলে চল্‌বে কি করে। বীর ভূষণের মেয়ের বিয়েটা একরকম হাতছাড়া হয়েই গেল বোধ হয়।

নারাণ।—সে সম্বন্ধ কোথায় যাবে ? ওদের প্যাঁচ না দিলে সিধে হবে না।

পদ্ম।—কি কর্ব্বেন ; ঠাউরেচেন ?

নারাণ।—এখন কাল সকালের গাড়িতে কাশী রওনা হব ঠিক করেছি। তোমাকে সঙ্গে যেতে হ'বে। কাশী থেকে এসে সব কায করা যাবে।

পদ্ম।—বাবা বিশ্বনাথ দর্শন হ'বে মনে হ'লে আর কিছু ভাল লাগে না। আমি যাব।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রূপা গাঁ রোড রেলওয়ে ষ্টেশন।

কাশী এক্সপ্রেস, যাত্রীগণ ও ফেরিবালা।

নারায়ণ, পদ্ম ও ভৃত্যগণের প্রবেশ।

নারাণ। (সাহেবী বেশে রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে) কই আমার গাড়ি কোথায় ? সকলে যাব ঠিক কল্লুম, রাত্রে গাড়ি এল।

(কুলীর শশব্যস্তে প্রবেশ।)

কুলী।—আজ্ঞে, হুজুর, এই যে। (একখানি প্রথম শ্রেণী কামরার দরজা খুলিয়া দেওন)।

নারাণ।—তুমি কি জান, এই গাড়ি আমার জন্য।

কুলী।—আজ্ঞে না জান্‌লে কি আর দেখিয়ে দিচ্চি। এই টিকিটে আপনার নাম লেখা আছে। (গাড়িতে টিকিট দেখান)

নারাণ। তুমি এখানে কি কায কর ?

কুলী।—আজ্ঞে, হুজুর, আমি এখানে সর্দ্দারি করি।

নারাণ।—সব ষ্টেশনে একজন করে সর্দ্দার থাকে।

কুলী।—আজ্ঞে, থাকে। (কুলীকে বিদায়করণ) তবে আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

(নারায়ণ ও পদ্ম গাড়িতে উপবেশন)

[ভৃত্যগণের প্রস্থান।

ফেরিবালা (গবা)।—(উচ্চৈঃস্বরে) চাই ঢেঁকি চাই, ঢেঁকি চাই, ঢেঁকি।

নারাণ।—(গাড়ির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া) কই দেখি, ঢেঁকি কি রকম।

ফেরিবালা (গবা)।—সাহেব কি ঢেঁকি চাইচেন ?

নারাণ।—হাঁ দেখি, ঢেঁকি কি রকম।

ফেরিবালা (গবা)।—(বাক্স খুলিয়া দেখান) ঢেঁকি এখন নূতন আমদানী হচ্চে।

নারাণ।—(দেখিয়া) এঃ এ ঢেঁকি হয় নি। এতে কি হয় ?

ফেরিবালা (গবা)।—মশাই ; এ ঢেঁকিতে চড়ে নারদ ঋষি স্বর্গে যাতায়াত করিতেন। নারদের একটা ঢেঁকি ভাঙ্গা হিমালয়ের দিকে কোথায় বনের ভিতরে পড়ে ছিল। এক পর্য্যটক সেইটে পান। তারই কৌশল খুজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া এই আদল পাওয়া গেছে। এতে নাকি এখন বেশ চড়ে চলা ফেরা করা যাচ্চে। আমাদের দেশে এখন চারা গজাচ্চে ; বড় হতে পাচ্চে না ; রৌদ্রের তাপে চুঁয়ে যাচ্চে। তাই এখন গাছপালার বাড়ের দিকে খুব অনুসন্ধান হচ্চে।

নারাণ।—গাছে কি আর ঢেঁকি ফল্‌বে ?

ফেরিবালা (গবা)।—গাছে ফল্‌বে কি না তা কি করে বল্‌ব। তবে ঘটকালীতে সাহেবী চাল তা দেখ্‌ছি বটে।

নারাণ।—যা, যা, তোর ঢেঁকি চাইনা।

ফেরিবালা (গবা)।—আজ্ঞে তা যা বল্লেন। তবে আমাদের দেশে ঢেঁকি হলে লোকে আর কাশী যাবে না তখন সবাই কৈলাস যাত্রা কর্ব্বে। তবে আপনি এক খানা ঢেঁকি নেবেন ত?

নারাণ।—না, না।

ফেরিবালা (গবা)।—আমি আপনাকে চিনি। আপনি আমার বাপের টাকাগুলি ভাঙ্গিয়ে সাহেব সেজেচেন তা কি আর ধুচ্‌নি মাথায় দিলে ঢাকা থাকে? রাগ করেন কেন? আমাকে ডেকে আবার বকেন কেন? কি বল, পদ্ম, দিদি।

[প্রস্থান।

(ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।)

যাত্রীগণ। (দৌড়াইয়া) হায় হায়, গেল, গেল। (পতন)

(গাড়ি ছুটিতে লাগিল)

গাড়ির ভিতরে গীত।

কুক্ দিয়ে ছাড়ে গাড়ি,
গুড় গুড়, গুড় গুড় যায়।
তেজ হয়ে তাড়াতাড়ি
কড় কড়, কড় কড়, ধায়॥
ধপ্ ধপ, ধপ্ ধপ্, গাড়ি ছোটে,
হুস্ হুস্, হুস্ হুস্, ধোঁয়া ওঠে,
গাছ, পুকুর মাঠ ছোটে,
গাড়ি ঘটাঘট্ ঘটাঘট্ যায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সোনা গাঁ। সদর রাস্তা।

পদ্ম, সহায় সরকার, মধু ও সাগর।

পদ্ম।—সরকার মশাই, ভাল আছেন ত?

সহায়।—কে ও, পদ্ম যে। তুমি না কাশী গেছলে? কবে এলে?

পদ্ম।—আর বাবু, কাশী যাওয়া আর হল কই? বিশ্বনাথ দর্শন কি আমার ভাগ্যে ঘটে!

সাগর।—কেন, কি হল?

সহায়।—কাশী রওনা হ'য়ে যাওয়া হল না? পথে কি ব্যাঘাৎ ঘটল না কি?

মধু।—নারায়ণের সঙ্গে ত গেছলে? নারায়ণ ফিরেচে?

পদ্ম।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) না বাবু, ঘটক মশাই আর ফিরলেন কই? কাল ভৈরবই মারলে।

সাগর।—নারায়ণ কি কাশীতে মারা গেল?

পদ্ম।—কাশীতে পঁহুছিতে হয় নি। আমরা পথেই গাড়ি ছেড়ে গয়ায় গেলাম। গয়াতেই ঘটকমহাশয়ের কাল হল।

সাগর।—এই জন্যই লোকে কথায় বল্লে "পথে নারী

বিবর্জ্জিতা।" যাচ্ছিলি যাচ্ছিলি, একলা গেলেই হত। মেয়ে মানুষ সঙ্গে কেন? গদাধরের পাদপদ্মের কাছেই যমালয়। তার কাছ দিয়ে যেতে গিয়েই ধরা পড়ল।

পদ্ম।—লোকটা কিপ্পণ ছেল কি না তাই ঐ রকম ঘটল। তবে টাকাটা সিকেটা ধার ধোর পাওয়া যেত।

সহায়—তা সত্যি বটে।

সাগর।—তার খত গুলো এখন গদাধরের পাদপদ্মে ঝুলিয়ে রাখুক। কিছু দান করে গেলে তার ফলে স্বর্গ প্রাপ্তি হত।

মধু।—সে গুলা চরণ সোনার গলায় এখনই ঝুলচে।

সাগর।—ও খতে অনেক নাক খত দিতে হবে। অনেক ফাঁড়া আছে। আচ্ছা পদ্ম, তোমাকে নারায়ণ কিছু বলে যায় নি?

পদ্ম।—না, আমায় ত কিছু বলে যান নি। (প্রস্থান)

মধু।—বোধ হয়, যাবার আগে সব ঠিক করে রেখেছেল।

সহায়।—ঠিক তার বরাবরই থাক্‌ত। সে অতি ধূর্ত্ত লোক ছিল। অনেককে ঠকিয়ে খত লিখে নিয়ে বেশ দুপয়সা করে রেখে গেছে।

সাগর।—এ দাস্তি সকলেই তার উপর চটেছেল। তাই বোধ হয় কাশী গিয়ে কিছু ভোল ফিরিয়ে আস্‌বার ইচ্ছে ছেল। কিন্তু যমে ছাড়ে নি। সঙ্গে কিছু নিশ্চয়ই ছেল, সে সব পদ্মর পদ্ম হস্তে পড়েছে। তাই মাগী তাড়াতাড়ি সরে পড়্‌ল।

মধু।—ঠিক বলেছেন। ও মাগী বিলক্ষণ কিছু মেরেছে। জোয়াচোরের ধন বাটপাড়েই খায়।

সাগর।—হাতি দঁকে পড়লে চাম্‌চিকেতে নাতি মারে।

বৈরাগীর প্রবেশ।

বৈরাগী।—(একতারা বাজাইয়া গীত) বাউল।

টাকায় কেবল ঘটায় জঞ্জাল।
সারা সংসার ঘুরে ঘুরে
　　পেলাম না ত সুখের ন্যাকাল॥
আপন বলে ছিল যারা,
সবাই সরে গেল তারা,
আমি হলেম দিশে হারা,
　　আমায় নিয়ে থাকি কেবল॥
অমূল্য মানব জীবন,
জুয়া খেলায় ধরে পণ,
বৃথা গেল সর্ব্বস্ব ধন,
　　নাই কিছু পথের সম্বল ;
টাকার বোঝা ফেলে দিয়ে,
পথ চল হাল্‌কা হয়ে,
যেতে হবে নদী পেরিয়ে,
　　পারানি চাবে চরিত্রবল॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সোণা গাঁ সদর রাস্তা। রাত্রি।

সহায় পশ্চাতে কাণাকড়ি প্রবেশ।

কাণাকড়ি।—নারায়ণ সোনা নিজে মলো, আমাকেও মেরে গেলো। সহায় বাবু, শুন্‌চেন ?

সহায়।—কি মহাশয়, আমাকে কিছু বল্‌চেন নাকি ?

কাণাকড়ি।—আপনাকে বল্‌ব না ত, এখানে আর কে আছে যে তাকে বল্‌ব ? আর আপনি ছাড়া কথা কয়বার লোকই বা কে আছে ? আপনার তিন জাহাজ বোঝাই মাল গুদোমে উঠেচে। আবার ও দিকে পাওনাদার পর পারে গিয়ে উঠেচে। এমন সৌভাগ্যসংযোগ আর কার ভাগ্যে ঘটে বলুন।

সহায়।—এসবই আপনার আশীর্ব্বাদ।

কাণাকড়ি।—এ আশীর্ব্বাদ মন্দ নহে। সৌভাগ্যলক্ষ্মী ঝাঁপিয়ে আপনার কোলে পড়্‌ল। (দুই হাত তুলিয়া)

সহায়।—তা ত হ'বেই। মন খুলে আশীর্ব্বাদ করেছেন আর সিকে ছিঁড়ে পড়েছে। আশীর্ব্বাদ বার আনা রকম ত আর করেন নি। (হাত তুলিয়া দেখান)

কাণাকড়ি।—(নিজ মস্তকে হাত দিয়া) অমন আশীর্ব্বাদ দু আনা রকমও নিজের মাথায় দিলে যে আমি এ যাত্রা উদ্ধার হ'য়ে যেতুম। এখন যে রকম হয়েছে তাতে উদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, একেবারে উপুড় হয়ে পড়েছি। (শয়ন ও উত্থান)

(গবার সহিত চরণ প্রবেশ ।)

চরণ ।—আজ খুব চাঁদের আলো উঠেছে । আয় আমরা একটু বেড়িয়ে আসি ।

গবা ।—আমি এখন বেড়াতে যেতে পার্ব্ব না । আমাকে এখনি ভাত খেতে ডাক্‌বে । বাড়ীতে না দেখ্‌তে পেলে বক্‌বে । চাঁদের আলো ত আর একদিনে ফুরিয়ে যাবে না । আবার এক দিন যাব ।

চরণ ।—(গবার হাত টানিয়া) তুই যাবি নি কি, তোকে যেতেই হবে ।

গবা ।—না, ছোটবাবু, আমি কোথায় যাব ।

কাণাকড়ি ।—(ফিরিয়া) কে রে, এত রাত্রে রাস্তায় মারা-মারি করে ? (চরণের উড়ানী ধরণ)

চরণ ।—বলি শোন তবে—

গীত ।

বাহার—খেমটা ।

ছি ছি ছাড় ছাড় বাঁকা মদনমোহন ।
অসময়ে রসময় রঙ্গ কি কারণ ॥
একে গৃহে গুরুজনা,　　সতত দেয় গঞ্জনা,
বারণ করি কালসোনা ধ'র না নারীর বসন ।
আমরা গোপের নারী,　　তব প্রেমে বদ্ধ হরি,
নির্জ্জন নিশিতে প্যারীর কুঞ্জে দিও দরশন ॥

সহায়।—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ।

কাণাকড়ি।—বেঁচে থাক্ বেটা। (চাদর ছাড়িয়া দেওন)

গবা।—কানাই বাবু, আপনি আমাদের ছোট বাবুকে চেনেন না কি?

কাণাকড়ি।—খুব চিনি। তাইত ধরলুম।

চরণ।—কানাই ধরেচে দেখেই ত ও কথা শোনালুম। (হাস্য)

কাণাকড়ি।—চরণ, তোমার সঙ্গে যদি দেখা হ'য়ে গেল ত একটা কথা কয়ে নি।

চরণ।—কথা টথা সব কুঞ্জে গেলে হ'বে। আমরা একটা দরকারে চলিছি।

[গবা ও চরণ প্রস্থান।

সহায়।—ও ছোঁড়া ত বাপ মরে খুব তয়ের হয়ে উঠেছে।

কাণাকড়ি।—হ্যাঁ, তয়ের ও অনেক দিন থেকেই হয়েছে। ও যে এক বায়োস্কোপ কিনেচে।

সহায়।—বটে? তাহ'লে বেশ দু টাকা রোজগার কচ্ছে বোধ হয়?

কাণাকড়ি।—তা আজ কালকার দিনে বায়স্কোপেরই পড়তা চলেছে। বায়স্কোপে সব জ্যান্তে মরেছে। পয়সা দেবার জন্য লোকে বাদুড়ের মত বায়স্কোপের বাড়ীর চালের চারিধারে ঝোলে। সহায় বাবু চলুন কাল চরণের বাড়ী যাওয়া যাক্।

(সাগর ও মধুর প্রবেশ।)

সাগর।—নমস্কার সহায় বাবু। রাত্রে কাণার সঙ্গে কোথায় যাচ্চেন ?

সহায়।—নমস্কার। যাইনি কোথাও। উনি বল্‌ছিলেন যে কাল চরণের বাড়ী যাওয়া যাক্।

সাগর।—চরণের বাড়ী গেল মহাভারতের ভদ্রশীলের অবস্থায় পড়্‌বেন।

কাণাকড়ি।—সে কি রকম ?

সাগর।—সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছিল। ভদ্রশীল নামে এক ব্রাহ্মণ কেশিনী ডোমনীর কাছে পাঁচ গণ্ডা কড়ি ধারিত। সেই ধার শোধ দিবার আগে কিন্তু কেশিনী যমালয়ে যায়। পরে একবার ভদ্রশীল কোন সুযোগে যমালয়ে মিউজিয়াম দেখিতে গেল। সেখানে দৈবযোগে কেশিনীর সঙ্গে ভদ্রশীলের দেখা হ'য়ে গেল।

কাণাকড়ি।—মিউজিয়ামে মরা জন্তু দেখ্‌তে গেছে তাতে কি আর কেশিনী কিছু করতে পারে ?

সাগর।—যমালয়ে মিউজিয়ামে মরাজন্তু বোধ হয় পাগ্‌লা গারদের মত ছাড়া বেড়ায়।

সহায়।—তাহ'লে ত যমালয়ে এক বিরাট পৃথিবী হ'বে।

সাগর।—মহাভারতকার এ ব্যাপারের সন্ধান রাখিয়া

থাকিবেন। তবে মহাভারতের সময়ে যা ছিল এখন যে তা থাকিবে তা বলা যায় না।

কাণাকড়ি।—(হাসিয়া) যাক্। তারপর কি হ'ল ?

সাগর।—কেশিনী ডোমনী ভদ্রশীলের কাছে দেনার কড়ি চেয়ে বস্‌ল। ভদ্রশীল সঙ্গে কড়ি নিয়ে যায় নি বলে বাড়ী গিয়ে কড়ি আন্‌তে চাইলে। কিন্তু ডোমনী ছাড়িল না। অনেক কাকুতি মিনতির পরে ডোমনী বলিল "কুলার প্রমাণ বক্ষচর্ম্ম কাটি ক্ষুরে। কড়ির বদলে এইক্ষণ দেহ মোরে॥ নহে বা দ্বিজের ধার ধারে যেই জন। তাহারে আনিতে আমার সদন॥ তবে এই ধার লই তার স্থান। ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর নাহিক এড়ান॥"

কাণাকড়ি।—তারপর ? ব্যাপার সাংঘাতিক !

সাগর।—ভদ্রশীল তখন নিরুপায় হ'য়ে বিপত্তে মধুসূদন বলে ডাকিতে লাগিল। এ মহা বিপদে তার প্রভু জনার্দ্দন। ভক্তের কথায় নারায়ণ দেখা দিয়ে নিজ বক্ষস্থলের চর্ম্ম কেটে দিয়ে যান। কিন্তু চরণ দাসের বাড়ীতে যে নারায়ণ দেখা দেবে সে নিজের বক্ষের চামড়ার উপরে আর এক পুরু খত পরিমাণ চামড়া বসাবে। (হাস্য)

(নগর বংশীর প্রবেশ।)

নগর।—কিসের হাসি এত হচ্ছে ? নমস্কার।

সাগর।—এই যে নগর বাবুও উপস্থিত। নমস্কার।

সহায় ।—নমস্কার নগর বাবু। সাগর বাবু মহাভারতের ভদ্রশীলের দেনা শোধের গল্প পেড়েছিলেন। উনি বল্‌চেন নারায়ণের বাড়ী গেলে নারায়ণ দেখা দিয়ে বুকের চামড়া কাট্‌বে।

নগর ।—ও, তাই বুঝি হাসি উঠেছিল ? কি জানেন। মহাভারতের সময়ে লোকে কিছু সত্য বলিত তখন ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির 'হত ইতি গজ' বলে সত্যের একটু মান্য রেখে গেছেন। এখন ঘোর কলিতে সব মিথ্যা।

সাগর ।—মিথ্যার কাল বলেই নারায়ণ খতের ডবল চামড়া চেয়ে বস্‌বে। গোলমাল কল্লে সটান ঘাড় মট্‌কে দিয়ে চলে যাবে, তার আর নালিশ চল্‌বে না। (সকলে উচ্চহাস্য)।

(জনকতক পথিকের দৌড়িয়া প্রবেশ।)

পথিকগণ ।—ধল্লেরে, ধল্লে, পালাও পালাও।

[পথিকগণের প্রস্থান।

নগরবংশী ভয়ে পতন ও মূর্চ্ছা।

সহায়, সাগর ও কাণাকড়ি ।—(এক সঙ্গে) (নগরকে কাপড়ের বাতাস দিয়া তুলিতে চেষ্টা করণ) এ কি হল ? নগর বাবু, নগর বাবু, উঠুন উঠুন।

নগর ।—(মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর) (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) বাবা, আমাকে ধোরো না, আমায় ছেড়ে দাও।

সহায়, সাগর ও কাণাকড়ি ।—(এক সঙ্গে)নগর বাবু, আমরা

যে? ভয় কি? আমরা এখানে থাক্‌তে আপনাকে কেউ ধর্‌বে না। ভয় নেই, ভয় নেই। উঠুন, উঠুন।

(নগরবংশীর উঠিয়া উপবেশন।)

নগর।—এ কি? সহায় বাবু, সাগর বাবু, কাণাকড়ি বাবু? আপনারা সকলেই এখানে এসেছেন যে?

সহায়, সাগর ও কাণাকড়ি।—(এক সঙ্গে) আমরা ত এখানেই ছিলুম। এযে আমাদের বাড়ীর রাস্তা। উঠুন আমরা বাড়ী যাই।

[নগরবংশীকে ধরিয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সোণা গাঁ। নগরবংশীর বৈটকখানা।

নগর, সহায়, সাগর ও মধু আসীন।

সহায়।—কাল রাত্রে ঘুম হ'য়েছিল ত?

নগর।—হ্যাঁ, রাত্রে ঘুম ভালই হয়েছিল। তবে ঘুমের আগে মাথাটা যেন ঘোঁরার মত বোধ হচ্ছিল।

সহায়।—আপনি একটা কিছু অতিরিক্ত চিন্তায় পড়েছেন বলে বোধ হয়।

নগর।—হ্যাঁ চিন্তা ত আছেই।

সহায়।—চিন্তা সকলেরই কিছু না কিছু থাকেই।

সাগর।—তবে বেশী 'হলেই অসহ্য হ'য়ে পড়ে।

মধু।—নগর বাবুর মত আমুদে লোকের যদি অত চিন্তায় পেড়ে ফেলে তাহালে আমরা কোথায় যাব। কিন্তু আমার মনে হয় যে নগর বাবু একটু ভীতু লোক বলে হঠাৎ রাত্রের গোলমালে ভয় পেয়ে গিয়ে থাক্‌বেন।

সহায়।—ভয় ত নিশ্চয়ই বটে। কিন্তু ভয়ের সঙ্গে ভাবনার কথাও বলেছিলেন। যাই হোক নগর বাবু আপনি শুনে সুখী হবেন যে আমার তিন জাহাজ মাল এসে পঁহুছে গেছে! আপনি আমার জন্য আর কিছু মাত্র উদ্বিগ্নচিত্ত হবেন না।

নগর।—আপনার কথা শুনে আমি যে কি আনন্দলাভ কল্লুম তা আর প্রকাশ করে বল্‌তে পারি না। আজ আমাদের খুব আনন্দের দিন।

(গবার প্রবেশ ও নগরবংশীকে একখানা কাগজ প্রদান।)

একি? একেবারে এনেছিস্? (খত খুলিয়া সহায় সরকারের হস্তে প্রদান)।

সহায়।—বাঃ, গবা যে অসাধ্য সাধন কল্লে? (নগরকে খত দেওন)

সাগর।—গবার যে কি শক্তি আছে তা বলে বুঝান যায় না। কাল রাত্রে সে চরণ দাসের সঙ্গে যেমন করে চলে গেল তা দেখেই আমি ভেবেছিলুম গবা একটা মতলবে বেরিয়েছিল।

নগর।—গবা, তুই কি করে কায হাসিল কল্লি?

গবা।—আজ্ঞে। আমাকে বেশী কিছুই কর্ত্তে হয় নি।

চরণদাস আমাকে বায়স্কোপ দেখ্‌তে নিয়ে গেছল। সেখানে বাঁদরের লড়াইয়ের ছবি আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ একখানা ছবি বেরুল তাতে নারাণ চরণের চেহারা বেরুল।

নগর।—তারপর, তারপর ?

মধু।—বলিস্‌ কি ?

সাগর।—নারাণ দাসের চেহারা ঠিক দেখ্‌লি ?

সহায়।—নারাণ কি কচ্ছিল ?

গবা।—নারাণ দাস ছবিতে চরণ দাসের চুলের ঝুটি ধরে খুব মারতে লাগল্‌ ও মুখ খিঁচুতে লাগ্‌ল।

নগর।—তারপর ?

গবা।—এই না দেখেই চরণদাস তখনই সব আলো নিবিয়ে দিতে হুকুম দিলে।

সাগর।—সব অন্ধকার হয়ে গেল ?

গবা।—অন্ধকার হ'য়ে সে ভূতের নেত্য আরও স্পষ্ট দেখা যেতে লাগ্‌লো। ছবি খানা থেকে যেন আলো বেরুতে লাগল।

সহায়।—চরণ তখন কি কল্লে ?

গবা।—চরণ তখন সাম্‌নে ড্রপ ফেলে দিয়ে সকলকে বাইরে যেতে বলে সমস্ত আলো জ্বেলে দিতে বল্লে। লোকে সব হৈ হৈ করে ভূত ভূত বলে বেরিয়ে পল্লো।

মধু।—তুই কি কল্লি

গবা।—আমি বেরুতে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে চরণ আমাকে

ধরে বল্লে "চ আমাদের বাড়ী চ। আমি এ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করব।"

সহায়।—আমরা সেইজন্যে দেখলুম কতক গুলো লোক বাবারে মারে ধোল্লেরে বলে দৌড়ে যাচ্ছিল। কি ব্যাপার হলো তার পরে?

গবা।—কি করি তখন আমি চরণ দাসের বাড়ীতে গেলুম। চরণ আমাকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গিয়ে তখনই বাক্সো খুলে ঐ খতখানা বার করে আমাকে দিয়ে বল্লে যে এই খতের জন্য এই ভূতের নেত্য হচ্চে। এ খত তুই সহায় সরকারকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌বি যে তিনি ওখানা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেলে দেন। আর তিনি যদি টাকা দিতে চাহেন তাহলে তাঁকে একশত টাকা দিতে বলিস্ ও সেই টাকা বূড় গবাকে দিস্।

নগর।—সহায় বাবু এই নিন, মশাই। (খত প্রদান)

সহায়।—(খত লইয়া)তবে আপনাদের সাম্‌নেই ছিঁড়ে ফেলে দিই। (খত ছিঁড়িয়া ফেলন)

সাগর।—যাক্ আপদঃ শান্তি।

মধু।—আপনি বলেছেলেন ঠিক বটে যে খত নিয়ে নাকে খত দিতে হবে। (সকলে হাস্য)

সহায়।—(পকেট হইতে একশত টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া) গবা, এই নাও তোমার বাবার টাকাটা। (গবাকে নোট খানা প্রদান)

গবা।—(নোট লইয়া) (নমস্কার করিয়া) এই টাকা আমি বাবাকে দোব ও আপনার দয়া সৌজন্যতার বিষয় ভুল্‌ব না।

সহায়।—ভাই নগরবাবু, এইবার আমরা উঠি। আপনার ছেলের বিয়েতে খুব আহ্লাদ করে খাব।

নগর।—আসুন। আপনারা এসে আজ আমাকে যে কি আনন্দদান কল্লেন তা আর কি বল্‌ব। সহায় বাবুর কাছে আমি ঋণী রইলুম।

সহায়।—(উঠিয়া) সে কথা পরে বোঝা পড়া হ'বে। আপনি ঋণী রইলেন কি আমি ঋণী রইলুম। এখন এইমাত্র বলে যাই যে আপনিত আপনি, আপনার এই চাকরের জুতা বহিবার উপযুক্ত আমি নই।

গবা।—(সসম্ভ্রমে গিয়া সহায় সরকারের পদধূলি মস্তকে লইয়া) একি বলেন, মহাশয়। আমি অতি সামান্য লোক, আপনাদের জুতা ঝেড়ে খাই। আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে ত মাপ করুন।

সহায়।—তোমার অপরাধ হয়েচে যে আমার পায়ের ধুলা নেওয়া। আর আমার পায়ের ধুলা কখনও নেবে না তাহালে ক্ষমা কল্লুম।

সকলে।—বেঁচে থাক বাবা। আমরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সোনা গাঁ। বিবাহ-ডাক আপীস।

কাণাকড়ি ও তারকচুন্নুরী আসীন।

তারক।—আমার সেদিনকার বক্তৃতা কোন সংখ্যাতে বেরুবে, মহাশয় ?

কাণাকড়ি।—(স্বগতঃ) এই লোকটার ঠেঙ্গে কিছু বার করে মেয়ের বিয়ের ঘটকালির টাকার যোগাড় কর্ত্তে হ'বে।

তারক।—কি মহাশয়, কিছু উত্তর দিচ্ছেন না যে। আমার বক্তৃতার কাপিখানা কি পান নি ?

কাণাকড়ি।—আপনার বক্তৃতা পাওয়া গেছে।

তারক।—তবে ?

কাণাকড়ি।—কবে ছাপা হ'বে তা এখনও ঠিক হয় নি। যাঁরা সব অগ্রীম টাকা দিয়ে গেছেন তাদের কায শেষ না হ'লে আপনার কায ধরা যাবে না।

তারক।—বেশ। এ কথা আগে আমাকে বল্‌লে আমিও অগ্রীম কিছু দিয়ে যেতুম। আপনারা টাকা নেন যে তা আমার জানা ছিল না।

কাণাকড়ি। আপনি একজন প্রসিদ্ধ বক্তা। আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি এখনও দিতে পারেন।

তারক।—এখন টাকা দিলে আমার বক্তৃতা আগামী বারে বেরুবে।

কাণাকড়ি।—হাঁ, নিশ্চয়ই। ঐ যে বল্‌লুম আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনার বক্তৃতা শীঘ্র বের করিলে আমাদের কাগজেরও বেশী কাট্‌তি হয়। আপনার বক্তৃতা পড়বার জন্য লোকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে।

তারক।—বটে? তা আমি জান্‌তুম না।

কাণাকড়ি।—হাঁ। ওর জন্য আমরা অনেক চিঠি পাই।

তারক।—চিঠি? চিঠিতে কি লেখে?

কাণাকড়ি।—চিঠিতে তাগিদ আসে। এক এক জন দেরী দেখে গরম হ'য়ে উঠে দেরী হবার কি কারণ হ'তে পারে তার কৈফিয়ৎ তলব করে।

তারক।—(হাসিয়া) লোকে কি খেপেচে না কি? এত যদি তাগাদা আসে তাহালে আপনারা একটু মনোযোগ করে ছেপে দিলেই চুকে যায়।

কাণাকড়ি।—আমরা ত ওদের জন্য আপনাকে টাকার জন্যে তাগাদা করিতে পারি না?

তারক।—দরকার হলে তাগাদা কর্ত্তে হবে। কত টাকা দিতে হ'বে বলুন?

কাণাকড়ি।—এক শত টাকা।

তারক।—টাকাটা বেশী হচ্চে যে?

কাণাকড়ি।—আপনার বক্তৃতার ওজন যে বেশী? অপরের পাঁচকড়ার বক্তৃতার সঙ্গে কি আর আপনার বক্তৃতার তুলনা হয়?

তারক।—কি হিসাব করে টাকা ধার্য্য করেন?

কাণাকড়ি।—বক্তৃতার গভীরতা ধরে টাকা ধার্য্য হয়।

তারক।—(হাসিয়া) আচ্ছা এই নিন (একশত টাকার নোট প্রদান)

কাণাকড়ি।—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া নোট গ্রহণ) আমি বরাবরই জানি যে আপনার টাকার ভাবনা নাই। তবে কর্ত্তার ইচ্ছে কর্ম্ম। আমি হুকুমের চাকর আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্ব্বেন। (নোট টেবিলের দেরাজের মধ্যে রাখিয়া দেওন)

তারক।—ও কি কথা। আপনার মত সজ্জন সাধু লোক পাওয়া সহজ নহে। তবে আমি এখন চলি। (চলিতে চলিতে থামিয়া) হ্যাঁ নারায়ণ বাবুর মৃত্যুতে কাগজ চলিবার পক্ষে কিছু ব্যাঘাৎ হচ্চে না ত

কাণাকড়ি।—হাঁ, একটু ব্যাঘাৎ পড়চে বটে। তবে আমি থাকার জন্য কাগজ বাহির হইবার পক্ষে কোন গোল হ'তে পায় নি। আপনারাও ত কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি।

তারক।—না। আমরা সকলেই জানি যে আপনি ও পোদ্দার মহাশয় যতদিন আছেন ততদিন আর গোল হবে না। তবে যাই।   [প্রস্থান।

(রাম পোদ্দার প্রবেশ।)

রাম।—(উপবেশন করিয়া) দেখি আজ কি কায আছে ?

কাণাকড়ি।—(উঠিয়া) আজ চুণুরী মহাশয়ের বক্তৃতাটা আপনার দেখিবার আছে। (বক্তৃতার কাগজ প্রদান ও উপবেশন)

রাম।—(কাগজ পড়িয়া) এ সবই ভুল লেখা হয়েছে। এ লেখা ঠিক কর্ত্তে সময় লাগবে। এটা আজ থাক্। আর কিছু আছে ?

কাণাকড়ি।—আর বিশেষ কিছু নেই।

রাম।—তবে আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

কাণাকড়ি।—যাক্। এ এক উপসর্গ, বিদেয় হলেই মঙ্গল। পেটে ডুবুরি নাবালে ক খুঁজে পায় না, ও আবার বলে কি না চুনুরী মহাশয়ের লেখা সব ভুল। যখন টাকা পাওয়া গেছে তখন ও লেখা আর ফেলে রাখা যায় না। এখনই ছাপাখানায় পাঠান যাউক। পরে যা হয় করা যাবে।

(মুক্ত রজকিনী প্রবেশ।)

কি মুক্ত যে ? কি মনে করে ? কাপড় কবে দেবে ?

মুক্ত।—আপনি দুখানা কাপড় কাচ্‌তে দিয়ে আবার তার তাগাদা কচ্চেন। আপনার কাপড় দুইখানার জন্যে আর আমার অন্য কোন কায কর্ব্বার যো নেই দেখ্‌ছি। (মুখে বিরক্তি ভাব প্রদর্শন)

কাণাকড়ি।—(স্বগত) মুখের ভঙ্গিমা দেখে গতিক বড় ভাল বুঝচি না। (প্রকাশ্যে) তোমার আর কি কায আছে বল। যদি আমার দ্বারা হয়ে উঠে ত চেষ্টা করে দেখি।

মুক্ত।—চেষ্টা করে ত আমার ছেলের নামে একেবারে যে ঢাক বাজিয়াছেন তাতে ত কাণ ঝালাপালা। এখন ঢাকের বাদ্যি থাম্‌লে বাঁচি।

কাণাকড়ি।—ও ঢাক ত অনেক দিন থেমে গেছে। উল্‌টে লাভ হ'য়ে গেছে। ধোবা থেকে ভোঁড় হ'য়ে গেলে।

মুক্ত।—ও কথা যাক্। এখন যা বল্‌তে এলুম তা শুনুন। আপনি কি সদর রাস্তায় ডাইং কিলিং ধোবার দোকান করেছেন?

কাণাকড়ি।—(মুখ পুঁছিয়া) হাঁ। কি করি এ চাকুরীতে যা পাই তাতে আর পেট ভরে না।

মুক্ত।—দোকান খুল্‌লে দোষ নেই। কিন্তু তার ওপর কাবুলীর দেনা করেচেন কেন?

কাণাকড়ি।—(স্বগত) এই সর্ব্বনাশ করেছে। কাবুলী এর মধ্যে ওর কাছে গিয়ে হাজির হ'য়েছে বুঝি।

মুক্ত।—কথা কয়চেন না কেন? কাবুলীর কাছে ধার করে আমার বাড়ীর ঠিকানা দিয়েচেন কেন?

কাণাকড়ি।—তোমার বাড়ীর ঠিকানা ও কাবুলী আপনিই লিখে নিয়েছেল। আমি বলিছিলুম ও ঠিকানা লিখলে কেন? সে বল্‌লে ও বাড়ী আমি চিনে।

মুক্ত।—আমার বাড়ী সবাই চেনে, বলে কি যত ধোবার দোকানে টাকা ধার কর্ব্বে সবাই আমার বাড়ীর ঠিকেনা দেবে। আস্পর্দ্ধা ত কম দেখ্‌ছি না। ও ব্যবসায় যদি রোজগার না হয় ত দোকান করাই বা কেন?

কাণাকড়ি।—আমি তোমাকে টাকা দোব এখন।

মুক্ত।—এখন বল্লে শুন্‌চি না। এখনি দিন ত দিন নইলে আমি চরণ বাবুর কাছে গিয়ে আপনার চাকুরী ঘুচিয়ে দিয়ে আপনার মাহিনার টাকা থেকে উশুল করে নোবো।

কাণাকড়ি।—আমি এখনই টাকা কোথায় পাব। তুমি যাও আমি টাকা যোগাড় করে তোমায় দিয়ে আস্‌ব। আমি দোকা-নের জন্য টাকা ধার করিনি। আমার মেয়েদের বিয়ের জন্যেই করিচি। তা যাক্, মেয়ের বিয়ে। তোমাকে সেই টাকা থেকেই দিয়ে আস্‌ব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সোণা গাঁ। পথ।

সাতকড়ি, পরে কাণাকড়ি প্রবেশ।

কাণাকড়ি।—(দ্রুতপদে) মশায়, একটু সরে যাবেন?

সাতকড়ি।—(বিরক্তভাবে) কে হে বাপু? এত বড় রাস্তায়

তোমার যাবার পথ নেই? আমায় সরে যেতে হবে? রাস্তা কি সব ইজারা নিয়েছ না কি?

কাণাকড়ি।—(সম্মুখে আসিয়া) ও, আপনি সাতকড়ি বাবু? কিছু মনে কর্ব্বেন না, মশাই। আমি আপনাকে বলি নি।

সাতকড়ি।—(হাঁসিয়া) কে ও? কাণাকড়ি বাবু? ও কথাগুলা আমাকে বলেন নি ত কাকে বল্লেন?

কাণাকড়ি।—আমি আমার মেয়েদের বিবাহের কথা ভাবিতে ভাবিতে আস্‌ছিলুম। আমি ভাবছিলুম যে মেয়ের বিয়ের পথ পরিষ্কার করা চাই। কোথাও কিছু বাধা থাক্‌বে না। সাফ, সোজা, দোরস্ত থাকা চাই। ভাবনাটা হঠাৎ বেশী হ'য়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেল। তাই আপনি শুন্‌তে পেয়েছেন;

সাতকড়ি।—ভাবনা জিনিষটা খারাপ। ভাবনায় মাথা গরম হয়ে যায় বলে মুখ দিয়ে ফুটে বেরিয়ে পড়ে। আমি সেদিন শুন্‌লুম আপনার মেয়েদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেচে। তবে আবার ভাবনা কিসের জন্য অত হল?

কাণাকড়ি।—মেয়েদের বিয়ে ঠিক হয় নি। কেবল পাত্র আছে এই মাত্র কথা হয়েছেল। এখন ভাবনা যে পাত্র ঠিক করেছেল সেত সরে পড়েছে। পাত্র যে কোথায় আছে তাহার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

সাতকড়ি।—কে ঠিক করেছেল? সে কোথায় গেল?

কাণাকড়ি।—নারাণ ঘটক মশাই ঠিক করেছেলেন।

সাতকড়ি।—ও, সে ত এখন বৈতরণী পারে। যা কথা হয়েছেল তাতে ছেলেদের ঠিকানা পাওয়া যায় না ?

(সাগর ও মধুর প্রবেশ।)

সাগর।—এই যে দুই কড়িই উপস্থিত।

মধু।—দুই কড়ি কেন ?

সাগর।—তা বটে। সাড়ে সাত কড়া বলা উচিত। (হাস্য)

সাতকড়ি।—এখন সাড়ে সাতকড়ায়ও মিটবে না। কাণা-কড়িকে নারাণেটা কি কুমতলব দিয়ে গেছে ; সেই মতলব মত চলে বিপদে পড়েচে। মেয়েদের জন্য পাত্রদের খোঁজ পাচ্ছে না।

সাগর।—তার মতলব কাণাকড়ির কাছ থেকে কিছু টাকা বার করা। মেয়ের বিয়ে অমনি দেবে ?

মধু।—আজকালকার দিনে ছেলের বাপ টাকা পাবে না এই নিয়ম চালান যাচ্ছে তবু একটা রকম করে মেয়ের বাপের ঘাড় মট্‌কে রক্ত শোষণ করা ঘুচ্চে না। যেখানে ছুঁচ চলে না নারাণ ঘটক সেখানে ফাল চালাত !

সাগর।—নারাণেটা অতি ধূর্ত্ত লোক ছিল। যাকে যা বল্লে দুপয়সা পাবার সুবিধা হত তাকে তাই বল্‌ত। দেখ্‌লেন না মুক্ত ধোবানীর কাছ থেকে মোচড় দিয়ে ভোঁড় বানিয়ে কিছু হাতিয়ে নিয়ে গেল ? ছোট লোক বলেই অবশ্য পাল্লে।

সাতকড়ি।—আমি শুন্‌লুম মুক্তকে টাকা পাইয়ে দেবার অছিলে করে, নারাণে বর কণে দুতরফ থেকেই মেরেছেল।

মধু।—তাই হ'বে। মুক্ত কিছুই পায় নি। সে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের কাছে গল্প করে এসেছে যে সে বর চুরীর দাবী দিয়ে জমীদারের কাছারীতে নালিশ করে টাকা আদায় কর্ব্বে।

সাগর।—আজকালের ছোটলোকেরা নালিশ খুব বোঝে, আইন না পড়েই তারা আইন আদালতে সুপণ্ডিত হয়েচে।

সাতকড়ি।—আইন পাশের ছোটলোকদের আর খরচ লাগে না। কলমি দানের মত একটা ডাঁটা ধরে টান দিতে পাল্লেই হয়। তবু যদি ইংরাজী ভাষায় আইন না লিখ্‌ত? আশ্চর্য্য দেখ, মুক্ত ধোপানী মাথা খাটিয়েচে যে বর চুরীর মামলা করে সে নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের মত নষ্ট টাকা উশুল কর্ব্বে।

(চরণের প্রবেশ।)

সাগর।—এস, চরণ। কোথায় চলেছ?

চরণ।—আজ্ঞে, একবার বায়স্কোপে যাব।

(স্কুলের ছাত্রদের প্রবেশ।)

এক ছাত্র।—(চরণের নিকট গিয়া) মশাই আপনার কাছে আমাদের একটা নালিশ আছে।

চরণ।—(উৎসুক নেত্রে) আমার কাছে কি নালিশ?

সাগর।—চরণ আবার হাকিম হয়েচে না কি ?

মধু।—হাকিম হলেই বা কি হয় ? এখানে ত এজলাস নয় যে নালিশ চল্‌বে ?

সাতকড়ি।—চরণ, শোন না, ওদের নালিশটা কি ?

চরণ।—আচ্ছা বল।

এক ছাত্র।—সেদিন আপনার থিয়েটারে মিটিং দেখ্‌তে আমরা গেছ্‌লুম কিন্তু আমাদের ঢুক্‌তে দেওয়া হয় নি কেন ?

সাগর।—তোমরা ছেলে মানুষ, তোমরা মিটিং দেখে কি কর্ব্বে ?

মধু।—তা, তোমরা এখন কি কর্ত্তে চাও ?

ছাত্রগণ।—(এক সঙ্গে) আমাদের আট্‌কালে আমরা ছুরী মার্ব্ব।

চরণ।—কই, তোমাদের ছুরী দেখি ?

ছাত্রগণ।—(সকলে পকেট হইতে লোহার বাঁটের ছুরী বাহির করিয়া) এই যে, দেখুন।

চরণ।—(গম্ভীর ভাবে) যা, যা, ও ছুরীতে আঁব ছাড়িয়ে খেগে যা।

[সকলের হাস্য ও প্রস্থান।

(বুড় গবা প্রবেশ।)

বুড়গবা।—ছোক্‌রা, ছোক্‌রা, ওহে, ওহে, ছোক্‌রা, ছোক্‌রা।

(কাণাকড়ি প্রবেশ।)

কাণাকড়ি।—কে ডাকে ? বরেদের খবর কেউ আন্‌লে না কি।

বুড় গবা।—ছোক্‌রা, আপনি কি কাণাকড়ি মহাশয়কে দেখেচেন ? কাণাকড়ি ! কাণাকড়ি, ছোক্‌রা, ছোক্‌রা।

কাণাকড়ি।—হাঁকুনিটা থামাও না ; এখানে।

বুড় গবা।—ছোক্‌রা, ছোক্‌রা, কোথায়, কোথায়।

কাণাকড়ি।—এখানে। এই যে আমি।

বুড় গবা।—তাঁহাকে বলিও, আমার মনিব, তাঁহাকে ডেকেচেন। [প্রস্থান।

কাণাকড়ি।—এ বুড়টা চোখে দেখ্‌তে পায় না, কাণে শুনতে পায় না। কথাও ঠিক বলে না। এখন সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌চে। দেখ্ আকাশ পানে চেয়ে কেমন সোনার বুটিদার চাঁদোয়া বিছিয়ে দিয়েছে। কাণ পেতে শোন্ যে প্রতি তারার মাঝে স্বর্গের বিদ্যাধরী সুমধুর তানে গান গাহিতেছে। (আকাশ পানে চাহিয়া দণ্ডায়মান)।

(নীরদ বংশী প্রবেশ।)

নীরদ।—কাণাকড়ি বাবু, আকাশ পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে কেন ?

কাণাকড়ি।—(কিঞ্চিৎ চম্‌কিয়া) এঁ, নীরদ বাবু এসেচেন যে ?

নীরদ।—আপনি আকাশপানে চেয়ে কি ভাবছিলেন? কোন দিকে যাবেন ঠিক কর্ত্তে পারেন নি না কি?

কাণাকড়ি।—যাবার দিক বুড়গবা এসে এই মাত্র ঠিক করে দিয়ে গেল। আপনাদের বাড়ীতেই আমাকে যেতে হবে।

নীরদ।—তবে আর কি, চলুন।

(গাহিতে গাহিতে রামপোদ্দার প্রবেশ।)

"নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারি!
নমঃ হয়গ্রীবরূপ নমঃ মধুহারী॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার পৃথিবীধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর মোহন॥
নমো রঘুকুলবর রাম অবতার।
এক অংশে চারিরূপ দেব নিরাকার॥
ক্ষত্রকুলান্তক নমো নমো ভৃগুপতি;
নমো রামকৃষ্ণ নমো নমো জগৎপতি॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিতরূপ সর্ব্ব দেহে স্থিতি।
অভক্তের শাস্তিদাতা ভক্তকুলপতি॥"

কাণাকড়ি।—এই যে রাম বাবু। কোথায় যাবেন?

রাম।—আপনি কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বেন দিকি? আপনার মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত দুটি যমজ পাত্র আমার কাছে এসেছে।

নীরদ।—এখন যদি বলেন ত ইনি আপনার সঙ্গে যেতে পারেন। আমাদের বাড়ী কাল গেলে চল্‌বে।

কাণাকড়ি।—আপনি কখন বাড়ী ফিরে যাবেন?

রাম।—আমার ঠিক নেই। আমি একটা সভায় যাচ্ছি। সেখান থেকে কখন ফিরিতে পার্ব্ব তা বল্‌তে পারি না। তবে ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে আস্‌তে পারি।

কাণাকড়ি।—তবে আমি কালই আপনার সঙ্গে দেখা কর্ব্ব এখন নীরদদের বাড়ীটা সেরে আসি।

[নীরদ ও কাণাকড়ি প্রস্থান।

(শঙ্কর প্রবেশ।)

রাম।—শঙ্কর তাড়াতাড়ি কোথা যাচ্ছিস্?

শঙ্কর।—(প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে আমি আপনারই কাছে যাচ্ছিলুম।

রাম।—আমি এখন বেরিয়ে এসেছি। আমার আস্‌তে রাত হ'বে। তুই কাল বৈকালে আমার কাছে আসিস্।

শঙ্কর।—আজ্ঞে, কাল সকালে আমাদের একটা মকদ্দমা আছে, তারই জন্যে আপনার পরামর্শ নোব বলে যাচ্ছিলুম। কাল বৈকালে ত মকদ্দমা হয়ে যাবে।

রাম।—তোদের ত রোজই মকদ্দামা লেগে আছে। তার আর কি পরামর্শ দোব?

শঙ্কর।—আজ্ঞে, এ খদ্দেরি টাকা আদায়ের মাম্‌লা নয়।

এ আমার বিয়ে নিয়ে একটা গোল উঠেচে তাই নিয়ে মা মাম্‌লা কর্ত্তে চায়।

রাম।—ও সব মকদ্দামায় সুবিধে হয় না। আমি এখন ব্যস্ত আছি। [প্রস্থান।

শঙ্কর।—একটা ভাবনায় ফেলে গেল দেখ্‌ছি। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রূপা গাঁ। আদালত।

রূপাগাঁর জমীদার, নগর, সাগর, সহায়, চারু, শঙ্কর, মুক্ত, পেয়াদাগণ ও সর্ব্বসাধারণ আসীন।

জমীদার।—বাদী কৈ ?

পেয়াদা।—বাদী, মুক্তো হাজীর।

মুক্ত।—(অগ্রসর হইয়া) হাজীর আছি।

জমীদার।—তুমি কাঠগড়ায় যাও। (মুক্ত তথাকরণ)

সাগর।—তোমার আবেদন কি বল ?

মুক্ত।—বরচুরীর মাম্‌লা। আমার ছেলেকে চুরী করে নিয়ে বিয়ে দিয়েছে।

জমীদার।—তুমি কি করে জান্‌তে পাল্লে যে তোমার ছেলেকে চুরী করে নিয়ে গিয়েছিল ?

মুক্ত।—আমার সাম্‌নেই নিয়ে গেছ্‌ল যে।

জমীদার।—তবে আবার চুরী করা হল কি করে? তোমার ছেলে কই? ডাক?

মুক্ত।—শঙ্কর?

শঙ্কর।—এই যে আমি।

জমীদার।—তোমার বিয়ে কর্ত্তে সাধ হয়েছেল?

শঙ্কর।—হুজুর, দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব। বে কি আমি সাধ করে কল্লুম। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়েছেল।

নগর।—সে কি রে? জোর করে তোকে ধরে নিয়ে গেল কি করে?

শঙ্কর।—আজ্ঞে সে অনেক কথা। আমি রাত্রে ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলুম এমন সময়ে আমাদের বাড়ীতে ঘটক মশাই গিয়ে আমার মাকে ধমক্ দিয়ে বলে আমাকে তুলে নিয়ে গেল। বাড়ীর বাইরে এসে দেখ্‌লুম কতক গুলা লোক দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কইছেল। আমাকে দেখেই লোকগুলো আমাকে চ্যাংতোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়িল।

সাগর।—তারা কোথাকার লোক ছেল? তাদের চিন্‌তে পাল্লি?

শঙ্কর।—না। সে লোকগুলোকে কখনও দেখেছি বলে মনে হল না। কি রকম কাল লোক যে তা বল্‌তে পারি না।

সাগর।—তোর যাবার ইচ্ছে ছিল না ত চেঁচালি না কেন ?

শঙ্কর।—চেঁচাবার ক্ষমতা থাক্‌লে ত আমি চেঁচাব। আমার মুখে সন্দেশ গুঁজে দিয়ে "খাও, খাও" বলে আর দৌড়ায়। চক্ষের নিমেষে বিয়ে বাড়ীতে নিয়ে গেল।

সাগর।—সেখানে গিয়ে কি দেখ্‌লি ?

শঙ্কর।—বাড়ীতে ঢুকতেই লোক গুলো আমাকে ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল। তখন দেখলুম ঘটক মশাই হেসে হেসে আমাকে নিয়ে একজন বাবুর কাছে দিলেন। সে বাবু আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে চেলির কাপড় পরিয়ে বর সাজিয়ে নিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। সেখানে মেয়েরা সকলে শাঁখ বাজিয়ে কলাতলায় নিয়ে গেল।

জমীদার।—তুই মেয়েদের কাযে বাধা দিস নি ?

শঙ্কর।—সেখানে দেখ্‌লুম কতক লোক আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল। আমি মনে কচ্ছিলুম পালাব কিন্তু দরজা কোন দিকে জানি না বলে পালাতে পাচ্ছিলুম না। বাধা কিছু দিতে পারি নি।

জমীদার।—সেই খানেই কি বিয়ে শেষ হয়েছেল ?

শঙ্কর।—তা আমি জানি না। তবে বোধ হয় হয় নি। কেন না তার পরই আমাকে বাইরে নিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে গবাকে দেখ্‌তে পেলুম।

জমীদার।—গবা কে ?

শঙ্কর।—গবা সোনাগাঁর নগর বাবুর চাকর।

জমীদার।—গবা কি বল্লে?

শঙ্কর।—গবা আমাকে দেখে বল্লে "এযে আমাদের চেনা বর। এ যে শঙ্কর ধোবা।" সেই কথা শুনেই সকলে 'ধোবা' 'ধোবা' করে গোল করে উঠ্‌ল। আমিও সেই ফাঁকে সদর দরজা খোলা পেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে পালালুন।

জমীদার।—তারা কিছু বল্লে না?

শঙ্কর।—জনকতক লোক আমার পেছু পেছু পুলিশ পুলিশ করে ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

জমীদার।—তারা তোকে ধরেছেল?

শঙ্কর।—না। তারা ধর্‌বার আগে আমি নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব মার্লুম। তারা ধত্তে পারে নি। তারা তার পর দিন আমাদের বাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি লুকাইয়া ছিলুম।

জমীদার।—কেন? তোর লুকাইবার দরকার কি?

শঙ্কর।—হুজুর, আমরা ত আর বড় লোক নই যে আমাদের বিশ পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল আছে যে তাদের সঙ্গে লড়াই কর্‌বে। তাদের একটু পয়সা আছে তাদের সঙ্গে কি আমাদের ঝগড়া করা সাজে?

চারু।—আবার তবে সেই বাড়ীতেই বিয়ে কল্লি কেন?

জমীদার।—তুই আবার সেই মেয়েকেই বিয়ে করিচিস্‌।

শঙ্কর।—আজ্ঞা হাঁ। আমাকে ঘটক মশায়ের জন্যই আবার সেই বাড়ীতেই বাধ্য হয়ে বিয়ে কর্ত্তে হল। ঘটক মশায়ের জ্বালায় বাড়ীতে তিষ্ঠান ভার হ'ল। ঘটক মশাই কেবল টাকার লোভ দেখাতে লাগলেন। তাইতে মা আবার রাজী হল।

জমীদার।—তোরা টাকা পেয়েছিস্ ত? তবে আবার মামলা কিসের?

শঙ্কর।—মা কই টাকা কিছুই পায় নি। ঘটক মশাই বলেছিলেন আমার শ্বশুর দেবে বলেছেল কিন্তু দেয় নি।

জমীদার।—আচ্ছা প্রতিবাদীকে ডাক?

পেয়াদা।—প্রতিবাদী ঘটক হাজীর। ঘটক হাজীর। ঘটক হাজীর। ঘটক হাজীর নাই।

জমীদার।—প্রতীবাদী হাজীর নেই কেন? সাগর বাবু কি কিছু জানেন?

সাগর।—শঙ্কর তুই কি নারায়ণ ঘটকের কথা বল্‌ছিলি?

শঙ্কর।—হ্যাঁ।

সাগর।—(হাসিয়া) সে ত অনেক দিন হইল মারা গিয়াছে।

জমীদার।—তার কাছ থেকে টাকা আদায় করিতে গেলে তোকে যমালয়ে বিচারের জন্য আবেদন কর্ত্তে হবে।

শঙ্কর।—হুজুর আমাকে আমার শ্বশুর বলেছে যে সব টাকা বিয়ের আগে ঘটক মশাইকে দেওয়া হয়েছেল। এখন সেই টাকা ঘটকের বিষয় থেকে আদায় করিবার হুকুম দেওয়া হউক।

জমীদার।—তোর শোনা কথায় ঘটকের বিষয় হইতে টাকা আদায় হ'তে পারে না। তোর শ্বশুর ঘটকের রসীদ দেখাইতে পারে যদি তাহালে ঐ টাকা ঘটকের বিষয় থেকে আদায় হবে।

শঙ্কর।—রসীদের কথা আমি কিছু জানি না। আমার শ্বশুরকে ডাকিয়া আনি সে বলিবে। (প্রস্থান ও পতিতপাবন সুরুইকে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) এই আমার শ্বশুর।

জমীদার।—তোমার নাম কি?

পতিত।—হুজুর আমার নাম পতিত পাবন সুরুই।

জমীদার।—তোমার মেয়ের বিবাহ কোথায় দিয়েছ।

পতিত।—আমার মেয়ের বিয়ে ভোঁড়েদের ছেলের সঙ্গে দিয়েছি।

জমীদার।—ভোঁড়েদের ঘরে বিয়ে কর্ত্তে গেলে তোমাদের কত টাকা দিতে হয়।

পতিত।—ভোঁড়েদের ঘরে বিয়েতে আমাদের টাকা লাগে না। কিন্তু আমার সঙ্গে ঘটক চুক্তি করে ছিল যে টাকা দিতে হ'বে তাই আমি দিছ্‌লুম।

জমীদার।—তুমি যে এই জন্যে টাকা দিয়েছ তাহার কিছু রসীদ বা সাক্ষী আছে?

পতিত।—রসীদ কিছু নিই নাই। তবে বিয়ে হয়ে গেছে এইই সাক্ষী

জমীদার।—শঙ্কর যে ভোঁড় তার প্রমাণ কি? ওত ধোবা।

শঙ্কর।—ধোবারি কায যে আমাদের জাত ব্যবসা তা বল্‌তে পারি না। এখন অনেকে যেমন "ধোলাই বাড়ী" নাম দিয়ে ময়লা কাপড় ধুইবার কায করে আমরাও তাই করি। জুতো বেচে মুচি না হয়ে বরং কাপড় কেচে ধোবার দলে থাকা ভাল। এর লাভ গাধা বাহন পাওয়া যায়।

জমীদার। যে দেশে জাত বিচার নেই সে দেশে ব্যবসা ধরে জাত ঠিক হয় না; কিন্তু আমাদের দেশে ব্যবসা ধরে জাতি ধরা হয়, কারণ একজাতীয় লোক এক রকম ব্যবসাই করে। আমাদের দেশে বিবাহ ব্যাপারে জাতি নির্ণয় ঘটকেই করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে তাইই হইয়া থাকিবে। আমার বোধ হয় ঘটক জাতি ঠিক করিয়া দিয়াছিল বলিয়া টাকাটা ঘটকই লইয়াছে। তোমরা টাকা পাবে না। বিবাহে মুক্ত ধোপানীর মত নিশ্চই ছিল। বর চুরী হয় নাই। [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রূপা গাঁ। বীরভূষণের গৃহ। বৈঠকখানা।

বীরভূষণ, নগরবংশী, চারু, সাগর, সহায় ও মধু আসীন।

বীরভূষণ।—(ধূমপান করিতে করিতে) নগর বাবু আজ আপনাদের পেয়ে আমি বড় সুখী হলুম। আমি শুনিছিলুম

যে আপনার শরীর বড় অসুস্থ ছিল। আশা করি আজ আপনার আসিতে কোন কষ্ট হয় নি? আসুন তামাক ইচ্ছা করুন।

নগর।—(ধূমপান করিতে করিতে) না, আপনার কল্যাণে আমি এখন ভালই আছি।

সহায়।—নগর বাবুর একটু মানসিক চাঞ্চল্য হলেই শরীর খারাপ হয়ে যায়। তবে ওঁর শরীর ভাল বলেই শীঘ্র সারিয়া উঠেন।

বীরভূষণ।—মনের উদ্বিগ্নতায় অনেকেরই শরীর অসুস্থ হয়। আমাকে যখন বল্‌ল যে ঘটক বিবাহে জাত অজাত দেখে না তখন আমার মাথা ঘুরে গেল। মেয়ের মামা এসে আমাকে ঠাণ্ডা করেন তবে আমি স্থির হ'তে পারি।

নগর।—হাঁ সেদিন আপনি বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। যাক্, ভগবানের কৃপায় সে সব উদ্বিগ্নের কারণ এখন আর নাই। এখন যদি একবার মেয়েটিকে আনিতে আজ্ঞা করেন।

বীরভূষণ।—হ্যাঁ, বলি। ওরে, রাম, হাবুকে আন্‌তে বল।

[নেপথ্যে—বলি।

কুড়িরাম ও স্কুলের ছয়জন সমবয়স্কা ছাত্রীসহ
হাবুর প্রবেশ ও প্রণাম করণ।

নগর।—এস সব, বস।

[হাবু সখীগণ সহ উপবেশন।

সাগর।—এদের ভেতর থেকে আসল মেয়েটিকে বেছে নেওয়া বড় সহজ নহে। (হাস্য)

সহায়।—যিনি জহুরী হবেন তিনি ঠিক বেছে নেবেন।

মধু।—পছন্দ করে আসলটিকে ধরে ফেলা শক্ত বটে। ছয় জনে যেরকম নিখুত সেজে এসেচে তাতে বাঃ বলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

নগর।—চারু বাবু যে কথা কইচেন না?

চারু।—আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্চে না, ত কথা কইব কি?

কুড়িরাম।—(গম্ভীরভাবে) আপনারা কেহই দেখ্‌ছি পাশ হলেন না। তবে এদের এখন নিয়ে যেতে পারি?

নগর।—সাগর বাবু, আপনারা বলুন কি করা যায়।

সাগর।—যখন আমরা কেহই ধর্‌তে পাল্লুম না, তখন হার মান্‌তেই হল।

নগর।—আচ্ছা, ওরা যেতে পারে।

বীরভূষণ।—দাঁড়াও। ধর্‌বার একটা অতি সহজ উপায় রয়েছে তাহা কাহারও মাথায় আস্‌চে না কেন? মেয়ে কেবল রূপ দেখেই কি পছন্দ কর্ত্তে হয়?

সকলে। কি উপায়, কি উপায়?

বীরভূষণ।—প্রত্যেক বালিকাকে আপনার পিতার নাম জিজ্ঞাসা কল্লেই জানিতে পারেন কোন্‌টি আমার মেয়ে।

কুড়িরাম।—(হাস্য) বাঁশবনে ডোমকাণা।

সকলে।—তা বটে, তা বটে।

নগর।—সত্যই আমাদের মেয়ে দেখ্‌তে আসা উচিত নহে। মেয়ের রূপ রূপ করেই আমাদের বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। কার মেয়ে দেখ্‌চি সে জান্‌তে মনে পড়ে না। বীরভূষণ বাবু, আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় নহেন বটে, কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনায় আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আপনার কন্যা যে আমার গৃহলক্ষ্মী হইবে তাহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়, এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আপনার কন্যাকে আর পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন দেখি না। এই ছয়টির মধ্যে আপনি যাহাকে আমার পুত্রকে দান করিবেন আমি তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করিব।

বীরভূষণ।—নগর বাবু আমাকে বড় লজ্জা দিলেন। যাহা হোক্, আপনাকে আর আমি কোন কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আমিই বলে দিচ্ছি কোন্‌টি আমার মেয়ে; আপনার কাছেই যে মেয়ে বসে আছে, ঐ আমার মেয়ে। ওর মাথার চুল সকলের চেয়ে কাল।

নগর।—ও, ওর চুল কাল থেকে লোকে রটিয়েছেলো মেয়ে কালো। এমন ভ্রমর রংয়ের চুল বড় দেখা যায় না। আমার এত কাছে বসেছে তবু আমি ওটা নজর করিনি।

কুড়িরাম।—ও নগরবাবুকে নিজের লোক বুঝতে পেরেই কাছে গিয়ে বসেছে। (হাস্য)

নগর।—বটে। আপনার লোক আমার এত কাছে বসে, অথচ আমি চোখ থাক্‌তে কাণা। যাক্ যখন কাছে পেয়েছি, তখন আর ছেড়ে যাব না। ধান দূর্ব্বা ও চন্দন আন্‌তে বলুন।

বীরভূষণ।—আপনার সদাশয়তা ও সহৃদয়তা অতুলনীয়। (কুড়িরামের দিকে চাহিয়া) ধান দূর্ব্বা ও চন্দন আনিতে বল তবে। রামকে পুরোহিতকে আনিতে বল।

(কুড়িরামের প্রস্থান ও রূপার থালে ধান দূর্ব্বা ও চন্দন লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

নগর।—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া) আমাকে দিন। (কুড়িরামের হাত হইতে থালা লইয়া উপবেশন)

(পুরোহিত প্রবেশ।)

আসুন পুরোহিত মহাশয়। আশীর্ব্বাদ করুন।

পুরোহিত।—এই যে করি। (চন্দনের তিলক কন্যার কপালে দিয়া ধান ও দূর্ব্বা মন্ত্র পড়িয়া কন্যার মস্তকে প্রদান) (অন্দরে শঙ্খধ্বনি)

নগর। এইবার আমি। (উঠিয়া চন্দন কপালে দিয়া ধান ও দূর্ব্বা মস্তকে প্রদান ও একখানি জড়োয়া অলঙ্কার পকেট হইতে বাহির করিয়া কন্যার হস্তে প্রদান।) (অন্দরে শঙ্খ ধ্বনি)

সহায়।—এইবার আমি। (উঠিয়া চন্দন, ধান দূর্ব্বা যথা-বিহিত দিয়া পকেট হইতে একখানি জড়োয়া অলঙ্কার লইয়া কন্যার হস্তে প্রদান।)

সাগর।—এইবার আমি। (উঠিয়া চন্দন, ধান দূর্ব্বা দিয়া পকেট হইতে একটি হীরার আংটি বাহির করিয়া কন্যার হস্তে প্রদান।)

মধু।—এইবার আমি। (উঠিয়া চন্দন, ধান দূর্ব্বা দিয়া পকেট হইতে একটি হীরার ব্রুচ বাহির করিয়া কন্যার হস্তে প্রদান।)

চারু।—এইবার আমি। (উঠিয়া চন্দন ধান দূর্ব্বা দিয়া পকেট হইতে এক জোড়া হীরার কানের ফুল বাহির করিয়া কন্যার হস্তে প্রদান)

বীরভূষণ।—(উঠিয়া চন্দন ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করণ।)

কুড়িরাম।—(চন্দন ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করণ।)

(কনে সকলকে প্রণাম করণ।) (অন্দরে শঙ্খধ্বনি।)

[কন্যাদের লইয়া কুড়িরাম প্রস্থান।

বীরভূষণ।—অনুগ্রহ করে ভিতরে আসুন। একটু মিস্ট মুখ করিতে হয়।　　[সকলের প্রস্থান।

(সকলের পুনঃ প্রবেশ।)

বীরভূষণ—রাম, তামাক দে।

(রামের তামাক দেওন।)

নগর।—(ধূম পান করিয়া) এইবার আমরা উঠি।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

সোনা গাঁ। নগরবংশীর বৈঠকখানা।

নগরবংশী, সহায়, সাগর, মধু, চারু, রামকানাই,
কাণাকড়ি, সাতকড়ি পুরোহিত আসীন।

নগর। ওঁরা সব এসে পড়্‌লে হয়। একটু একটু মেঘ দেখা দিচ্চে।

সহায়।—ও মেঘ উড়ে যাবে।

(গবা প্রবেশ।)

গবা।—বাবুরা আস্‌চেন। [প্রস্থান।

নগর।—(উঠিয়া) কই ? (জানালা দিয়া দেখিয়া) হ্যাঁ, এসে পড়েছেন। ভাল হয়েছে। (সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া দাঁড়ান)

(বীরভূষণ, কুড়িরাম, দালাল, পুরোহিত প্রবেশ।)

আসুন, আস্‌ত্যাজ্ঞে হোক্, আসুন। (বীরভূষণের হাত ধরে) আমি এই বল্‌ছিলুম যে মেঘ উঠ্‌চে, আপনারা এসে পড়্‌লে নিশ্চিন্ত হই। আসুন বসুন সব। (সকলের উপবেশন।)

কুড়িরাম।—হ্যাঁ অনেকটা দেরী হ'য়ে গেল। পথের মাঝখানে এক নদী থেকেই চলাচলের সময় ঠিক রাখা যায় না। আপনাদের অনেকক্ষণ বসে থাক্‌তে হ'ল ; তার জন্য অপরাধ মার্জ্জনা কর্বেন।

নগর।—অপরাধ আর কি। আমরা ত ঘরেই বসে রয়েছি। এতে ত কোন কষ্ট নেই। বিলম্বের জন্য আপনাদের লজ্জিত

হবার কারণ নেই। একা নদী বিশ কোশ। আপনাদের আস্‌তে কোন কষ্ট হয় নি ত ?

বীরভূষণ।—না, না, আমাদের কোন কষ্ট হয় নি। মেঘ করে আস্‌চে দেখে নদী পার হ'বার জন্য একটু তাড়াতাড়ি করে নিতে হ'য়েছেল।

সহায়।—তাড়াতাড়ি করে ভালই করেছেন। নদীতে ত জল সামান্যই থাকে। কিন্তু মেঘ দেখ্‌লে নদী যেন লাফাতে থাকে। কোথা থেকে যে জল আসে তা জানা যায় না।

সাগর।—তবে আমাদের ঘাটের মাঝিগুলো পাকা আছে। নদীর জলের ভাব দেখে তবে নৌকা ছাড়ে। তারা মাঝ দরিয়ায় এসে যে হালে পানি পালাম না বলে হাল ছেড়ে দেবে তা নয়।

বীরভূষণ।—আমরা এখন দো টানায় পড়েছি বলে ও রকম মাঝ দরিয়ায় গিয়ে হালে পানি পাই না। সমাজে জাতের পেশা কেউ করে না, আবার স্কুলে পেশা শেখা যায় না। আজ কালকার ঢং হ'য়েচে জাত বিচার ভুলে দেওয়া কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যে দেশের সব কাযও উঠে যাচ্চে সেদিকে লক্ষ্য নেই। এরূপ করেই ত সব কাযেই হালে পানি পায় না।

নগর।—এ কথা অতি খাঁটি।

মধু।—তা ত বটেই। সমাজ বৃক্ষের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েচে কাজেই এখন ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার।

[সকলের হাস্য।

কুড়িরাম।—শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব করে কায নেই। (বীরভূষণের দিকে চাহিয়া) ছেলেটিকে এইবার আনা হোক্ তবে ?

বীরভূষণ।—(নগরের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ।

নগর।—গবা, নীরদকে নিয়ে আয়।

[নেপথ্যে—আজ্ঞে, যাই।

(নীরদ ও গবা প্রবেশ।)

বস, এইখানে বস। এঁকে প্রণাম কর। (বীরভূষণকে প্রণাম করণ)। এইবার এঁদের সব প্রণাম কর। (সকলকে প্রণাম করণ)। পুরোহিত মহাশয়েরা আপনারা আগে, আশী-র্ব্বাদ করুন। (পুরোহিতদ্বয়ের ধান দূর্ব্বা চন্দন দিয়া আশীর্ব্বাদ করণ)

বীরভূষণ।—(নীরদের হস্তে হীরার বোতাম দিয়া, ধান দূর্ব্বা ও চন্দন দিয়া আশীর্ব্বাদ করণ) (নীরদের প্রণাম করণ) বেশ ছেলে। সুখে থাক। দীর্ঘজীবি হয়ে সংসার ধর্ম্ম পালন কর। পিতা মাতার সেবা কর। (নীরদের প্রণাম করণ)

কুড়িরাম।—(নীরদের হস্তে একটি কব্‌চি ঘড়ি বাঁধিয়া দিয়া) আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর। পিতামাতার সেবা কর। (ধান দূর্ব্বা ও চন্দন প্রদান।) (নীরদ প্রণাম করণ)। (অন্যান্য সকলে একে একে নীরদকে আশীর্ব্বাদ করণ)। (নীরদ সকলকে প্রণাম করণ)

নগর।—এখন যদি অনুমতি করেন ত বরকে লইয়া যাই ?

বীরভূষণ।—হ্যাঁ। অবশ্য।

[নীরদ ও নগর প্রস্থান।

(নগর পুনঃ প্রবেশ।)

নগর।—এইবার সকলে একটু মিষ্টিমুখ করিবেন আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

(সকলের পুনঃ প্রবেশ ও উপবেশন ও ধূমপান।)

বীরভূষণ।—এখন আমরা বিবাহের বার নক্ষত্রাদি নিরূপণ করিতে পারি। পুরোহিত মহাশয়েরা একবার পাঁজিখানা দেখে বলুন।

নগরবংশীর পুরোহিত।—বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত কৌমুদী পঞ্জিকা মতে (পঞ্জিকা পড়িয়া) বিবাহ রাত্রিতে বার দোষ হয় না কিন্তু শনিবারে রিক্তা তিথি হইলে তাহাতে বিবাহ হইলে কন্যা পতিপুত্রবতী হয়। আগামী সপ্তাহে শনিবারে রিক্তা হইতেছে। সেই দিনেই বিবাহ হইবে।

বীরভূষণের পুরোহিত।—পঞ্জিকা খানা একবার অনুগ্রহ করে আমাকে দিন। (পঞ্জিকা পড়িয়া) উঁহুঃ, ও শনিবারে হবে না। ঐ দিনে ব্যাঘাত যোগ আছে। ব্যাঘাত যোগের সময়টা বাদ দিয়ে বিবাহ লগ্ন বেশী পাওয়া যাবে না। আমার মতে ও দিনটা বাদ দিয়ে বিবাহ দেওয়া ভাল।

নগরবংশীর পুঃ।—পঞ্জিকাতে ঐ দিনে বিবাহ লিখেছে। তবে সময়টা অল্পই আছে। একটু সত্বর কায সেরে নিতে হ'বে।

নগর।—মেয়েদের স্ত্রী আচার যে শীগ্‌গির শেষ হবে তা বিশ্বাস হয় না। তবে বৈশাখের মধ্যে বিবাহ যাহাতে হয়ে যায় তাহার ব্যবস্থা করুন।

নগরবংশীর পুঃ।—তবে ও শনিবারটা ছেড়ে অন্য আরও যে দিন আছে তাই ঠিক করা যাক্ আপনার কি মত? এই দিন ভাল হ'তে পারে।

বীরভূষণের পুঃ।—সেত ভালই হবে।

নগর।—বেশ। তবে তাই হ'বে। আপনার কোন অসুবিধা হ'বে না ত?

বীরভূষণ।—না। ঐ দিনই ভাল হ'বে। আর কিছু কথা ঠিক কর্ব্বার আছে?

কুড়িরাম।—পুরোহিত মহাশয়েরা কি বলুন?

পুরোহিতদ্বয়।—আর কিছু মনে ত হচ্চে না।

বীরভূষণ।—তবে আমরা এখন উঠিতে পারি?

নগর।—আচ্ছা, রাতও হ'য়েচে। তবে মেঘটা কেটে গেছে, এই মঙ্গল। সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

নগরবংশীর পুঃ।—বরকন্যার রাশিচক্র ভালই আছে। উহাদের কার্য্যে কোন অসুবিধা ঘটিবে না।

নগর।—আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখন চার হাত এক হ'লেই বাঁচি। জলঝড় না হ'লেই ভাল।

সহায়।—নগর বাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। জল ঝড়ে কি আর বিয়ে আট্‌কায়।

নগর।—আট্‌কায় না বটে। তবে নদী পার হ'তে হ'বে বলেই ভাবনা হয় আর কি।

সহায়।—আচ্ছা, নদী পার কর্ব্বার ভার আমি নিলুম। আর বিয়ের আলোর ভারও নিলুম।

বীরভূষণ।—সহায় বাবু যখন কাযের ভার লইলেন তখন আর আমাদের ভাব্‌বার কিছুই রইল না। তবে এখন আসি।

নগর।—একটু বসুন। ছেলের কোষ্ঠিতে একটা কি বিবাহ লইয়া আছে যেন আমার এখন মনে পড়্‌ল। সেই বিষয়টা মীমাংসা করে ফেলা দরকার। (উঠিয়া বাক্স হইতে নীরদের কোষ্ঠি বাহির করণ ও পুরোহিত হস্তে প্রদান) পুরোহিত মহাশয় একবার দেখুন ত ?

নগরবংশীর পুঃ।—(কোষ্ঠি পাঠ করিয়া) ঈশ্‌ এক্‌টা মস্ত ফাঁড়ার কথা লেখা রয়েছে যে।

নগর।—ঐ, দেখ্‌লেন। আমারও মনে একটা সন্দেহ হচ্ছিল। ফাঁড়াটা কি পড়ুন, শুনি।

নগরবংশীর পুঃ।—(পাঠ) এই বালকের জীবনকাল ৯৫ বৎসর। কিন্তু ইহার বিবাহ যাত্রাকালে ঘোড়া হইতে পড়িয়া

জীবন নাশের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অবিবাহিত থাকিলে এই আশঙ্কা নাই বলিয়া দেখা যাইতেছে।

সকলে। ঈশ্ এ যে অতি ভয়ানক বাধা।

বীরভূষণ।—কোষ্ঠিলিখিত বাধা কাটাইবার উপায় থাকে। এখানে সে রকম উপায় কিছু লেখা নাই ?

নগর।—হাঁ, ও কথা আমিও মানি। দেখুন দিকি ও ফাঁড়া কাটাইবার কি উপায় লেখা আছে ?

নগরবংশীর পুঃ।—একটু কি লেখা দেখা যাচ্চে বটে। (পড়িয়া) সেটা কিন্তু কিরূপে সম্ভব হবে তা বোঝা যায় না।

বীরভূষণের পুঃ।—দেখি, দেখি। (পড়িয়া) এতে ব্যবস্থা রহিয়াছে যে "বর যদি স্বয়ং বিবাহ করিতে না যায় তাহা হইলে বিবাহ বাধা থাকিবে না।"

সাগর।—ও থেকে বুঝিতে হইবে যে কন্যা যদি বিবাহ যাত্রা করিতে পারে তাহা হইলে বরের ফাঁড়া কাটিয়া যাইবে।

নগর।—হাঁ তাই অর্থই হবে। আপনার মনে কি হয় ? (বীরভূষণের দিকে চাহিয়া)

বীরভূষণ।—আমারও ঐ মনে লাগ্‌চে। পুরোহিত মহাশয়েরা কি বলেন ?

নগরবংশীর পুঃ।—হাঁ, আমার মতে ঐ অর্থই বটে।

বীরভূষণের পুঃ।—আমার মতেও ঐ অর্থ।

নগরবংশীর পুঃ।—আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রথানুসারে

কন্যার বিবাহ যাত্রা চলে না। কাজেই এই বালকের অবিবাহিত থাকিতেই হয়।

সহায়।—কালের সঙ্গে সকল সমাজের প্রথাই পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কেবল হিন্দু সমাজই যে স্থানুবৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বে তাহা শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য নহে। এই কোষ্ঠিবিচার থেকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্চে যে এই বালকের বিবাহ সম্ভব হবে অথচ সে নিজে বিবাহ যাত্রা কর্ব্বে না। তাহলেই একটা নূতন প্রথার প্রচলন জ্যোতিষ গণনায় প্রকাশ হচ্চে। প্রকৃত জ্যোতিষ কোন সমাজ বিশেষের প্রথার মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌তে পারে না। ধূম কেতুর উদয় অনিবার্য্য হইলেও তাহার কুফল জগৎকে স্পর্শ করিতেছে না।

নগর।—ঠিক কথাই বলেছেন। তার পর আমাদের নীরদের বিবাহের পক্ষে চীন দেশের প্রথাই অবলম্বন করা প্রশস্ত হবে। এই প্রথানুসারে কন্যাই বিবাহ যাত্রা করে যাবে।

বীরভূষণ।—আমি যদিও প্রচলিত জাতীয় প্রথার পক্ষপাতী, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে ঐ চীন প্রথাই অবলম্বন কর্ত্তে হবে। বিশেষতঃ যখন পাত্রের কোষ্ঠিতেই এই প্রথার আভাষ পাওয়া যাচ্চে। আমি ভেবেছিলুম যে দেনা পাওনাটা চীন দেশের মতে চুকিয়ে নিয়ে বিবাহ কার্য্যটা বাংলা দেশের মতে করে নেব। কিন্তু এই কোষ্ঠির ঘটনা শুনে এখন

বুঝলুম যে কালস্রোত অলক্ষিতে আমাদের জীবনকে টেনে নিয়ে যাচ্চে। সে স্রোতের অনুকূলে গেলে এই বালক সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে কিন্তু তাহার সহিত না চললে চড়ায় আট্‌কে অবিবাহিত অবস্থায় নানা দুঃখ ভোগ কর্ব্বে।

নগর।—কালের গতি বুঝে চলা শক্ত।

সাগর।—তবে স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে অকূলে ভেসে গেলে বিপদ হতে পারে। স্রোতকে সংযত করে চালানই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। অনেকে ভেবে থাকে যে মনুষ্যত্ব দেখান যায় যখন আপন স্বার্থ বজায় থাকে। কিন্তু তাহারা বুঝে না যে তাহাদের স্বার্থ আরও দশজনের স্বার্থের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত আছে। নিজের স্বার্থের সঙ্গে সমাজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

নগর।—ঐ সমাজকে কয়জন রক্ষা করিতে চায় বলুন। বীরভূষণ বাবু আমার পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁহার কন্যাকে নূতন প্রথানুসারে পাঠাতে চাহেন ইহা অতি মহৎ অন্তঃকরণের পরিচায়ক যে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মধু বাবু, আপনার কি মত বলুন?

মধু।—আপনাদের কথার ওপর আর কথা চলে না। চীন প্রথা যে সমাজের একটি প্রাণীকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হবে ইহাই ইহার এ দেশে প্রচলনের সার্থকতা। আমাদের

জ্যোতিষীরা যে বহুপূর্ব্বেই এই প্রথার প্রয়োজনীয়তা দেখ্‌তে পেয়েছিলেন ইহাও বড় কম আশ্চর্য্যের কথা নহে। এমন শিক্ষা আমাদের সমাজে আছে জেনে আমি নিজেকে গর্ব্বিত মনে কচ্চি।

বীরভূষণ।—তবে কন্যাই বিবাহ যাত্রা কর্ব্বে এবং চীনের মতে সিন্দূর পর্ব্বে। এখন যাহাতে এই বিবাহ যাত্রা সুশৃঙ্খলা মত হয় তজ্জন্য একটু বিশেষ বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে। নদী পারের ভার ত সহায়বাবু আগেই নিয়েছেন।

সহায়।—শুধু নদী পারের কেন, আমি সমস্ত পথের ভারই নিচ্চি।

বীরভূষণ। এর জন্য আমরা সহায়বাবুকে কি বলে ধন্যবাদ দোব তাহা জানি না। খরচের জন্য আমাকে যা দিতে হবে আমি তা দোব।

সহায়।—খরচ সম্বন্ধে আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। সরকারি রাস্তার খরচ সরকারি তহবিল থেকে যাবে। আলোর খরচ আমার।

বীরভূষণ।—(হাস্য) ব্যবসা ভাল। এখন তবে আমরা উঠিতে পারি। [প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সোনা গাঁ। নদীর তীর।

সহায় সরকার ও মজুরগণ।

সহায়।—দেখ, সর্দ্দার, তুমি আজকের মধ্যে সালের খুঁটি কয়টা নদীর এপার ওপার পর্য্যন্ত পুঁতিয়ে দিতে চাও। যাতে কাল সকালে খুঁটির উপরে কড়ি বসান যায় তার সব ঠিক করে রেখো।

সর্দ্দার মজুর।—আজ্ঞে, তাই করে রাখ্‌ব। গর্ত্তগুলা সব গোঁড়া হ'য়ে গেছে। এইবার খুঁটি বস্‌বে।

সহায়।—তোমার কয়জন লোক এসেচে?

সর্দ্দার মজুর।—আজ্ঞে, ত্রিশজন এসেচে।

সহায়।—(সকলের নাম লিখিয়া) আচ্ছা, তবে কায কর। খুব হুঁসিয়ার হয়ে খুঁটি বসাবে। যেন কোন বিপদ্ না ঘটে। এই লও; মজুরদের জলপানির টাকা। [প্রস্থান।

(চরণ ও কাণাকড়ি প্রবেশ।)

কাণাকড়ি।—একি, নদীর উপরে পোল হচ্চে যে! পোল কেন? খেয়ার মাজি বেচারা মারা যাবে।

চরণ।—ও নীরদের বিয়ের জন্যে হচ্চে। বাঁধা রোশনাই হ'বে। পোলের ওপর আলো জ্বল্‌বে। চীনের লণ্ঠন দেবে।

কাণাকড়ি।—কত লণ্ঠনই বা পাওয়া যাবে?

চরণ।—সহায় সরকারের জাহাজে গাদা গাদা চীনের লণ্ঠন এসেচে। সেই লণ্ঠন থেকে নানা রং বেরংয়ের লণ্ঠন টাঙ্গান হবে। এই পোলের সমস্ত কায বায়োস্কোপে দেখান হবে। বিবাহ দিনে যে শোভাযাত্রা হ'বে তাও বায়স্কোপে উঠ্‌বে।

কাণাকড়ি।—সমাজ সংস্কার কেবল "বিবাহ-ডাক কাগজ করে কিছু মেরে দিবার চেষ্টা। যেমন কেহ কেহ বই বিক্রয় করে বিদ্যা শিক্ষার জন্য নহে তাই থেকে রোজগার করাই উদ্দেশ্য থাকে তেমনি ছেলের বিবাহ দিয়ে সংসার না পেতে কেবল টাকা রোজগারের চেষ্টায় যাওয়া হচ্চে।

চরণ।—আপনি কি প্রস্তাব করেন?

কাণাকড়ি। আমি বলি আমাদের দেশে এখন বহুবিবাহের পুনঃ প্রচলন দরকার হয়েছে। আগেকার চেয়ে লোকের আয় বেড়েচে কিন্তু সংসারে খাঁ খাঁ শব্দও শুনতে পাওয়া যায়।

চরণ।—বহু বিবাহে খরচ আরও বেড়ে যাবে।

কাণাকড়ি।—খরচ বাড়লে আয়ও বাড়্‌বে।

চরণ।—তা কি সে বুঝা গেল?

কাণাকড়ি।—তার মানে দুজন তিনজন আপনার লোকে দেখে খরচ করিলে খরচ কমে যাবে। তাতেই আয় বেড়ে

যায়। দেখ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দুই সখার একাধিক বিবাহিতা পত্নী ছিল। তাঁহারা উভয়েই চরিত্রবান ও সুখী ছিলেন।

চরণ।—শ্রীরামচন্দ্রের এক পত্নী ছিলেন। তিনি আদর্শ-চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন।

কাণাকড়ি।—কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র জীবনে সুখী হতে পারেন নাই।

চরণ।—তার জন্য সীতাদেবী দায়ী ছিলেন না।

কাণাকড়ি।—শ্রীরামচন্দ্রের একাধিক পত্নী থাকিলে রাবণ সীতাহরণ করিত না। রামচন্দ্রের মাতাদের বেলা রাবণের উৎপাৎ ছিল না।

চরণ।—যদি কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় বীরপুরুষ পাওয়া যেত তাহলে আমি তাহাকে আপনার কন্যাদেরও পাণিগ্রহণ করিতে বলিতে পারিতাম। ছেলেরা এখন একবার বিয়ে কল্লে আর কেউ তাদের মেয়ে দিতে চায় না।

কাণাকড়ি।—আমি ত চাইচি ?

চরণ।—এখন বল্‌ছেন বটে। কিন্তু কাযে করিবেন না। গোল পাকাবার দরকার কি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সোনা গাঁ। নগরবংশীর গৃহ। কক্ষ।

নগর ও মেনকা আসীন।

মেনকা।—নারাণ ঘটকের টাকার হাঙ্গামাটা যাহোক এক রকম মিটেছে। এ বিষয়ে নারাণের ছেলে, চরণ, খুব উঁচু মেজাজ দেখিয়েছে বল্‌তে হবে।

নগর।—সে কথার আর সন্দেহ কি। কেবল তারই সৌজন্যতাগুণে সহায় বাবুর নিষ্কৃতি হ'ল। নারাণ যে রকম লোক ছেল, তার ছেলে দেখ্‌ছি আসলেই সে ধরণের লোক নয়। আমাতে সহায় বাবুতে তাকে হাজার টাকা দোবার জন্য একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে কত জেদ কল্লুম। কিন্তু সে কিছুতেই টাকা নিতে চাইলে না।

মেনকা।—সে কি বল্লে ?

নগর।—সে এক অদ্ভুত লোক দেখ্‌লুম। সে বল্লে সে যখন সন্তুষ্ট হয়ে খত ফিরিয়ে দিয়েছে তখন সে সমস্ত টাকা বুঝে পেয়েছে। তার ওপর আবার সে অর্থ চায় না। সে আশা করে যে আমরা তাকে পরে আরও চিন্‌তে পার্ব্ব। আমি তবুও তাকে ধরাধরি কর্ত্তে লাগলুম যে সে ঐ উপকারের জন্য কিছু একটা কৃতজ্ঞতাসূচক চিহ্ন আমাদের কাছ থেকে লউক। তখন ছোঁড়া এমন একটা জিনিষ চেয়ে বস্‌ল যে আমি

আবার তা দিতে ইচ্ছুক নই। সহায় বাবুর কাছ থেকে উড়াণী খানা চাহিল, তিনি সেখানা দিলেন।

মেনকা।—(হাসিয়া) সে ত তাহলে খুব মজা করেছেল বল? তোমার কাছে যা চাইলে তাকি তোমার কাছে তখন ছিল না?

নগর।—হ্যাঁ ছিল বৈকি। তোমার সঙ্গে বিয়ের আংটি দেখেই ত সে বল্লে ঐটা আপনার ঠেঙ্গে নোব।

মেনকা।—(হাসিয়া) তারপর?

নগর।—তুমি ত হাস্‌চ। আমি মহা মুস্কিলে পড়ে গেলুম। আমি বল্লুম ও আংটিটা সামান্য দামের জিনিষ ওটা নিয়ে কায নেই। আমি আর একটা দামী জিনিষ কিনে দোব। তোমার যে রকম প্যাটার্ন পছন্দ হয়, তাই কিনে দোব। সে বল্লে "না, আমার ঐ আংটিটি চাই। আপনি যখন স্নেহ করে দিচ্চেন, তখন আমার অন্য বাজারে জিনিষের দরকার নেই।" আমি তখন বল্লুম যে ও আংটির যা দাম তার চেয়ে ওর মূল্য আমার কাছে ঢের বেশী। আমি সোনা গাঁর ভিতরে সকলের চেয়ে দামী আংটি তোমায় কিনে দোব।

মেনকা।—(হাসিয়া) এতে চরণ কি বল্লে?

নগর।—সে হেঁসে বল্লে "আমি দেখ্‌ছি আপনি দরাজ সত্য করে দশরথের মত নিজেও যাবেন ও নীরদ বাবুকেও রামচন্দ্রের মত বনবাসী কর্ব্বেন। এই কথা শুনে সহায় বাবু আর

হেঁসে বাঁচেন না। তিনি বল্লেন "চরণ, তোমার ও ভয় নেই। এ যাত্রা কৈকেয়ী নেই ভরতও নেই।"

মেনকা।—(উচ্চ হাস্য) তার পর, তার পর ?

নগর।—সে ছোঁড়া ছাড়ে না। সে বল্লে "আপনি আমাকে ভিক্ষা কর্ত্তে শিখিয়ে দিয়ে এখন কি করে ভিখারীকে যবাব দিতে হয় তা শিখাচ্চেন।" আমি বল্লুম "কি জান, চরণ, এটা আমার শেষ বিয়ের আংটি কি না, তাই পরিবার সময় প্রতিজ্ঞা করিছিলুম যে এ আংটি আমি কখন বিক্রী কি দান করিব না, কিম্বা হারাব না।" এ কথায় চরণ বল্লে "দান করা দ্রব্য বাঁচাতে ঐ অছিলা অনেক লোকের পক্ষে খাটে। আমি যে আপনাদের কি বিষম ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচালুম তা যদি আপনার পত্নী শোনেন তাহ'লে তিনি কখনই এই আংটি আমাকে দিবার জন্য আপনার চির শত্রু হবেন না। বেশ মশাই, আপনার জিনিষ আপনার কাছেই থাকুক।" এ কথা বলে চরণ একটু যেন দুঃখিত হয়ে উঠে গেল।

মেনকা।—(হাসিয়া) তোমরা কি কল্লে ?

নগর।—তখন, সহায় বাবু বল্লেন চুপি চুপি, "আপনি ওকে আংটিটা দিন। আপনি বিবাহে ও আংটি যৌতুক পেয়েছিলেন বলে ও জিনিষ আপনার ভিন্ন আর কাহারও নহে। চরণ আপনাকে যথেষ্ট ভক্তি করে বলেই ঐ আংটি চাইচে।" তখন আমার মনটা হ'ল যে আংটি তবে দেওয়া ভাল। তাই

চরণ যখন ফিরে এসে আমাদের জল খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল তখন আমি বল্লুম "তোমার মনে একটা দুঃখ থেকে যাওয়া ভাল নয়।" "এই নাও" বলে আংটি তাকে দিয়ে আমরা জল টল খেয়ে হাসি মুখে বিদেয় হলুম।

মেনকা।—আংটিটা আমার বিয়েতে পেয়েছিল যখন তখন সেটা যে তোমার এক্‌লার আদরের জিনিষ তা নয়।

নগর।—(সসব্যস্তে) হঁ্যা, তা জানি যে ও আংটি আমাদের দুজনের। সেই জন্যই ত সেটা দিতে আমার মন সচ্ছিল না। তবে সহায় বাবুর কথায় তখন দিয়ে ফেলে এখন মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে।

মেনকা।—(হাসিয়া) আমি কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছিলুম যে তোমার ঐ আংটিটা আমার বাস্কতে আছে। দেখি আছে কি না? (উঠিয়া বাক্স খুলিয়া আংটি বাহির করণ) এই যে রয়েছে। এইটে ত? (প্রদর্শন)।

নগর।—(আশ্চর্য্য হইয়া) হঁ্যা ত বটে! ওটা তোমার বাস্কতে কি করে এলো? আমি নিজে ও আংটি চরণের হাতে দিয়ে এলুম। সে আংটি পেয়ে মহা আহ্লাদ করে নিজের আঙ্গুলে পল্লে। সে আংটি এখানে কি করে এলো! নিশ্চয়ই ভূতের কাণ্ড হবে! নারাণেটা ভূত হয়ে এই সব কাণ্ড কচ্চে!

মেনকা।—(হাসিয়া) ভূতে কি সোনা ছোঁয়? ভূতে সোনা ছুঁতে পারে না। সেই জন্য যার গায়ে সোনা থাকে তাকে ভূতে ছুঁতে পারে না।

নগর।—সত্যি না কি? তবে ও আংটি এখানে এলো কি করে?

মেনকা।—(হাসিয়া) তোমার আদরের আংটি পেয়ে আহ্লাদ না হয়ে ভয় হয়ে গেল নাকি?

নগর।—আংটি পেয়ে ভয় নয়, চরণের বাপ আংটি আন্‌লে যে তাই ভয় হয়।

মেনকা।—(হাসিয়া) আংটি চরণের বাপ আনে নি। গবার বাপ এনেছে। বুড়গবা চরণের কাছে কি টাকা পেত তাই আন্‌তে গেছল। সেই সময় চরণ বুড়গবার হাতে ঐ আংটি পাঠাইয়া দিয়ে বলে দিয়েছিল যেন ও আংটি আমার কাছে দেয়।

নগর।—(হাসিয়া) তাই বল। তুমি স্বপ্নকথা পাল্লে তাতে যে বুড়গবা প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেল তা আমার মাথায় যায় নি। যাক্, এখন দেখ্‌ছি চরণ আমাদের ওপর টেক্কা মেরেছে।

মেনকা।—হ্যাঁ। তার বাপের যে বদ্‌নাম ছিল তা ঘুচুবার জন্য সে নাকি অনেক চেষ্টা কচ্চে। নীরদের বিয়ে থেকে নারাণকে তাড়ান হ'ল, অথচ গবা বল্লে, চরণ নীরদের

বিয়ের শোভাযাত্রার ছবি তোল্‌বার জন্য খুব আয়োজন কচ্চে। অনেক পয়সা খরচ করে ছবির মাল মসলা আনিয়েছে।

নগর।—তা হবে। আমরাও তার বাড়ীতে দেখ্‌লুম কায কর্ম্মের খুব ভিড় লেগেছে। তার ভাল হবে। সদুপায়ে যে রোজগার করে তার রোজগারে আয় দেখে। তার সাদা ব্যবহারে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রূপা গাঁ। বীরভূষণের বাটীর সম্মুখের পথ।
চাঁদিনী রাত্রি।

(মাথায় লাল চূড়া টুপি ও আল্‌খেল্লা পরিয়া
বৈরাগীর প্রবেশ।)

মাঝ মিশ্র—পোস্তা।

ফুর্ ফুর্ ফুর্ দিচ্ছে হাওয়া,
প্রাণ কেমন করে।
কদম গাছে কোকিলগুলা,
ডাক্‌তেছে কুহু স্বরে॥
যত ডাকিছে শাখায়,
তত প্রাণ উড়ে যায়,
পাগল পাখী ডাকে উভরায় ;

আকাশে চাঁদ ভেসে ভেসে,
হেসে হেসে যায় সরে ॥
এম্‌নি চাঁদিনী রাতে,
এসে কদম তলাতে,
শ্যামের বাঁশী বাজ্‌ত উভরায় ;
পাগল পারা ব্রজবাসী
ছুট্‌ত যমুনা তীরে ॥

ঐ যে কারা সব আস্‌চে। এত চাঁদের আলোয় বাতী জ্বেলে আস্‌চে। গাছ পালায়ও আলো জ্বল্‌ছে যে, তা এতক্ষণ দেখিনি। ব্যাপার কি ! ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে। এরা সব কারা ?

(আলোর বাহকসহ কুড়িরাম প্রবেশ।)

কুড়িরাম।—(বৈরাগীকে টানিয়া লইয়া) এখানে এক্‌লা দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে বাবাজী, সঙ্গে দুখানা গেয়ে চল ? শেষে দুপাত লুচি ভোগ হবে।

বৈরাগী।—(স্বগত) লুচি দুপাত পেয়ে যাওয়া যাচ্চে যখন তখন ছাড়া কিছু নয়। (প্রকাশ্যে) চলুন বাবু, আপনাদের জয় হোক্।

কুড়িরাম।—শুধু জয় বল্‌লে হবে না। একখানা গান ছাড়। দূর থেকে আমি তোমার গলা শুনে তাড়াতাড়ি আস্‌চি। একখানা ভাল গোছ বাউল ধর।

বৈরাগী।—(গীত) এখন তুমি যাও হে কোথা। আপন স্বজন বল্‌তে—

কুড়িরাম।—(বৈরাগীর মুখে হাত চাপা দিয়া) থাম, থাম, আবাগের বেটা ভূত। ও কি গান ধর্‌লি ?

বৈরাগী।—(মুখ হইতে হাত সরাইয়া) কেন কি হ'ল ?

কুড়িরাম।—কেন কি ? এযে কনে বিয়ে কর্ত্তে যাচ্চে।

বৈরাগী।—ও ! তা আমাকে বল্‌তে হয়। কনে বিয়ে কর্ত্তে যায়, এযে বিপরীত কাণ্ড ! আমার বৈষ্ণবী সঙ্গে যখন বিয়ে হয়েছেল তখন কিন্তু আমাকে বিয়ে কর্ত্তে যেতে হয়েছেল।

কুড়িরাম।—ও কথা ছাড়। এখনকার কাল বুঝে তাল ছাড়। ধর, ধর। আমি একটা বলে দিচ্চি। (কানে কানে কথা)

বৈরাগী।—(লাফাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন) হায়, হায়—

কুড়িরাম।—গান ধরে চল্‌ মিন্‌সে।

বৈরাগী।—(নৃত্য করিতে করিতে)

গীত।

বেহাগ খাম্বাজ ঠুংরি।

আমরা যাব গো করিতে সবে শ্যাম দরশন।
গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ ছাড়ি এসেছেন নন্দের ভবন॥

চন্দন চর্চ্চিত নীরদ মূরতি,
ফাগুন মাসে শুক্ল উজোর রাতি,
পীতাম্বরধারী, গোলকবিহারী,
হবে সে ধনে হেরে মনোবাঞ্ছা পূরণ ॥

বাবা, এইখানে বিদায় করুন।

কুড়িরাম।—ওকি অলুক্ষুণে কথা ? বিয়ের লোকদের বিদায় এক মাস পরে।

বৈরাগী।—আমি বৈরাগী মানুষ। একস্থানে তেরাত্রি বাস নেই। এখন এক মাস পরে কোথায় থাকি তার ঠিক নেই।

কুড়িরাম।—ওত হ'ল মহাপ্রভুকে দেখান। এখন আসল কাযে এস। একপাত লুচি খেয়ে খুসী হয়ে যাও।

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

(কাণাকড়ি ও সাতকড়ি প্রবেশ।)

কাণাকড়ি।—আচ্ছা, বিয়ের সঙ্গে আসবাব ত খুব চলেছে। বর কই ?

সাতকড়ি।—এ বিয়েতে বর যায় না। কনে আস্‌চে।

(কনের লাল জরির ঘেরাটপ দেওয়া বাদ্য সহিত
চতুর্দ্দোলা প্রবেশ ও প্রস্থান।)

এই দেখুন কনে চলেছে !

কাণাকড়ি।—ব্যাপার কি ? এত খরচ কেন ?

সাতকড়ি।—এক মেয়ে তার বিয়েতে খরচ হবে না? তাতে বীরভূষণ বরাবরই খর্চে লোক। রোজকারও যেমন করে খরচও তেমনি করে।

(কন্যযাত্রীগণের পাল্কি কয়েকখানা লাল ঘেরাটপ
দেওয়া প্রবেশ ও প্রস্থান।)

কাণাকড়ি।—এরা আবার সব কারা?

সাতকড়ি।—এরা সব কন্যাযাত্রী চলেছে। আপনিত বিবাহ-ডাক আপীসে কেবল কাগজই পেশেন? কাগজে কি বেরুচ্চে তার দিকে নজর রাখেন না? এ সবই ত বিবাহ-ডাকে বেরিয়েছে।

কাণাকড়ি।—যে কাযের চাপ্ তা সব লেখা পড়ে লিখ্তে গেলে পেরে ওঠা যায় না। আর পড়্লেও এত কাণ্ড মনেও থাকে না। এ সব কার মাথা থেকে বেরুল?

সাতকড়ি।—রামকানাই পোদ্দার কোথা থেকে যোগাড় করেছে। সবই বেঙ্গল চেম্বার অফ ম্যারেজ থেকে বেরুচ্চে নিশ্চয়। চলুন এখন এই শোভাযাত্রা প্রায় শেষ হ'য়ে এল। এখন আমরা বরের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হই। এখন পোল হয়ে যাবার খুব সুবিধা হয়েছে।

[পোলের উপর দিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সোনা গাঁ।　নগরবংশীর গৃহ।

নগরবংশী প্রভৃতি আসীন।

(কনে ও কন্যাযাত্রী সকলে প্রবেশ ও অন্দরে গমন।

অন্দরে শঙ্খ ধ্বনি।)

নগর।—কৃষ্ণ, কনে দেখে এস এই বেলা।

(কৃষ্ণের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।)

কেমন দেখ্‌লে বল।

মধু।—অমনি বল্লে হ'বে না। বিদ্যাপতির কথায় বল্‌তে হ'বে।

কুড়িরাম।—বিদ্যাপতির কথায় কেন?

মধু।—কৃষ্ণ ভাল গাইতে পারে।

কৃষ্ণ।—যে আজ্ঞে। তবে শুনুন।

গীত।

কীর্ত্তন।

অপরূপ রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজ গমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণা তনু অতি কোমলিনী।
ললিত ভূষণ ভারে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর॥

একটু ভুলে গেছি, ভুলে গেছি——হ্যাঁ—

নন্দুণ্ডা বদনী ধনী বচন কহসি হাসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূর্ণিমা শশী॥

সকলে।—বাঃ বেশ, বেশ।

কুড়িরাম।—বেঁচে থাক বাবা। অতি সুন্দর গলা।

সাগর।—যে আপনাদের জামাই হচ্চে সেও ঠিক ঐ রকম গাইতে পারে।

কুড়িরাম।—বটে? অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।

নগর।—আর একখানা শোনাও।

কৃষ্ণ।—কৈলাস মুখুয্যের গান হচ্চে।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

কালরূপে এত আলো করে মনোমোহিনী।
গৌরাঙ্গিনী হ'লে আরো কত হ'তো না জানি॥
অশনি অনল ছাড়ে, সে তেজ আঁখি না ধরে,
এ তেজ যার কলেবরে স্থির সৌদামিনী—
বরং কালোয় দেখায় ভাল, তাইতে তেজ সম্বরিল
ভক্তের আশা পুরাইল, কালরূপধারিণী॥

সকলে।—বেশ, বেশ। খুব চমৎকার।

কৃষ্ণ।—এবার যেতে পারি?

নগর।—আচ্ছা। তুমি একবার বাড়ী ভেতরে গিয়ে তাড়া দিয়ে এস ত? বল লগ্ন হয়েছে।

[কৃষ্ণ প্রস্থান।

নগরবংশীর পুরোহিত।—সময় আর বেশী নাই। বিবাহ কার্য্য আরম্ভ করা উচিত।

নগর।—বরকনে না এলে কি নিয়ে কায আরম্ভ কর্ব্বেন?

রামকানাই।—এখন দুই পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া টাকাটা উৎসর্গ করুন তাহলেই হবে। ততক্ষণে বর কনে এসে পড়বে।

বীরভূষণের পুরোহিত।—হাঁ। তাই করা যাক্।

দুই পুরোহিত উপবেশন ও মন্ত্রপাঠ।

(সম্মুখে নগদ টাকা দেওন।)

শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে অন্দর হইতে বরকনে
বিবাহস্থলে প্রবেশ ও উপবেশন।

কুড়িরাম।—এইবার পুরোহিত মহাশয়েরা নিন শীগ্গির কথা সারুন।

(গবার সিন্দুর হস্তে প্রবেশ। কুড়িরামের হস্তে সিন্দুর
প্রদান ও দরজার দিকে অঙ্গুলী প্রদর্শন।)

গবা।—কাণাকড়ি বাবু স্কুলের ছাত্রীরা সব এসেচেন। এই-বার সকলের পাত করে বসিয়ে দিলে হয়।

(স্কুলের ছাত্রীগণ প্রবেশ।)

কাণাকড়ি।—হাঁ। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, এদের সব বসিয়ে দাও।

কৃষ্ণ।—দিই। আপনারা সকলে আমার সঙ্গে আসুন।

স্কুলের ছাত্রী।—আমরা আগে বিয়ে দেখি তবে ত যাব।

কুড়িরাম।—পুরুত মহাশয়, এই নিন সিন্দুর।

পুরোহিত।—(সিন্দূর মন্ত্রপূত করিয়া নীরদের হস্তে দিয়া) এই নাও, রেক্‌টা এইরকম করে ধরে কনের সিঁথিতে সিন্দূর সমস্ত ঢালিয়া দাও। (রেক ধারণ)

(নীরদের তদ্রূপ করণ ও অন্দরে শঙ্খধ্বনি)

(স্কুলের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক বর কনেকে ফুলের মালা পরান ও গান)

পিলু—একতালা।

আমরা সব সখী মিলে দিব মালা যুগল গলে।
বিনোদ ফুলে, বিনোদ মালা, বিনোদ গলে বিনোদ দোলে॥
বিনোদ কেশ, বিনোদ নয়ন ;
বিনোদ বেশ, বিনোদ বরণ ;
দেখ দেখ বিনোদ বিলাস চীনের সিন্দূর শোভে ভালে॥

[বর কনে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সোনা গাঁ। নগরবংশীর গৃহ। আহারের স্থান।

কন্যাযাত্রী ও বরযাত্রী আহার করিতেছে।

(স্কুলের ছাত্রগণের প্রবেশ।)

স্কুলের ছাত্রগণ।—(পরিবেশন গীত)

ছায়ানট—একতালা।

দাও সবে ধীরি ধীরি, লুচি, ভাজা, তরকারি,
আপনারা দয়া করি, বসিয়ে খান।

ডিমোলা তপ্‌সে মাছ, ঘিওলা চিংড়ি মাছ,
অতি মিঠে পোনা মাছ, আনন্দে খান।
মাছের বড়া ফুলুরি, কই মাছের পাতাড়ি,
পাঁপর ভাজা, কচুরি, ফূর্ত্তিতে খান॥
সরের নাড়ু, হালুয়া, দরবেশ, পান্তুয়া,
গোলাপী লিচু ও আম, এন্তার খান॥
ভাবা দধি, পাতক্ষীর, রাবড়ী অতি সরেশ,
রসগোল্লা, ও সন্দেশ, শেষেতে পান॥

[প্রস্থান।

(স্কুলের ছাত্রগণ সরবৎ গেলাস লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

স্কুলের ছাত্রগণ।—ঘোলের সরবৎ একটু খান। (সকলকে সরবৎ দেওন) [প্রস্থান।

(পাতকুড়ুনীদের প্রবেশ।)

পাতকুড়ুনীরা।—(নৃত্য ও গীত) (ঝুড়ি কাঁকালে)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আমরা যাই পাত কুড়ুতে।
পাত কুড়ুতে, পাত কুড়ুতে, পাত কুড়ুতে॥
পাতে পাতে লুচির সাথে,
তুল্‌বো সন্দেশ দু হাতে,
কোঁচড় ভরে খেতে খেতে,
মুচ্‌কে হেঁসে যাব পথে॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রূপা গাঁর নদীতীর।

শঙ্কর ও পতিত, এবং কিছুদূরে নীরদ ও কৃষ্ণ স্নান করিতেছে।

পতিত।—সর্ব্বগুণ ধর তুমি ভোঁড় ধোপাতে কুলীন ধনী মানী
বুঝে দিলাম দুহিতায় করে রজকিনী তাহার।
কোন দোষ করে কন্যা, মার কেন তাহায় আমার বাটী
একাকী আসে রাত্রিকালে এককাপড়ে এল মেয়ে ভয়ে
বাপ্ ঘরে।

শঙ্কর।— যে যে বাক্য বলিলে তুমি মাথা কাটে লজ্জায়॥
থাকুক তোমার ঘরে তোমার ঝিয়ারী উপহাস করে
লোকে,জ্ঞাতি বন্ধু খোঁটা দেবে আমি যে হীনজাতি সহিতে
না পারি। পৃথিবীর রাজা হয়ে রাম পারেননি রাখিতে।
ঘরে জনক দুহিতা সীতা রাবণে হরিলে, ফিরে তাঁরে।

নীরদ।—শোন, ভাই, রজকদের কথা, বলে কি। অর্থলোভে বিয়ে
করে, সীতার পুরাণ কথা পাড়ি শঙ্কর ত্যজে কামিনী।

কৃষ্ণ।—আদালতে হেরে ধরেছে পুরাণ কাহিনী বাল্মীকির সে
তপোবন ঘুচেছে, সীতা থাকে তাই জনকের ভবন॥

যবনিকা পতন।